SumoN Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon

ানোয়ার হোসেন

ীতিতে ভয়ঙ্কর তোলপাড় ঘটাতে চলেছে মোসাদ,
রি দান সে জন্য প্রস্তুত। ঘটনাচক্রে মাসুদ রানার সঙ্গে
া গেল ভয়ঙ্কর ম্যানিয়াকটার। প্যাকেটের ভিতরের
খে রানার মাথা ঘুরে উঠল। কী করবে এখন রানা?
খে যাবে লোকটার হত্যাযজ্ঞ? না ঠেকাতে চেষ্টা করবে?
কে ঠেকানো? সম্ভব?

ম বস

ত, থাইল্যান্ড, লাওস, শ্রীলঙ্কা–সবাই হেরে গেছে।
লাদেশের পালা।
ধ্র ব্যবসায়ী ধুয়ে জাতুইকে যে-কোন মূল্যে থামাতে
ধ্র কীভাবে? সুন্দরী শ্রেষ্ঠা শাওলি সিনানের সঙ্গে জোট
দ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ক্রম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জন্মশত্রু ও ক্রাইম বস কাজী আনোয়ার হোসেন

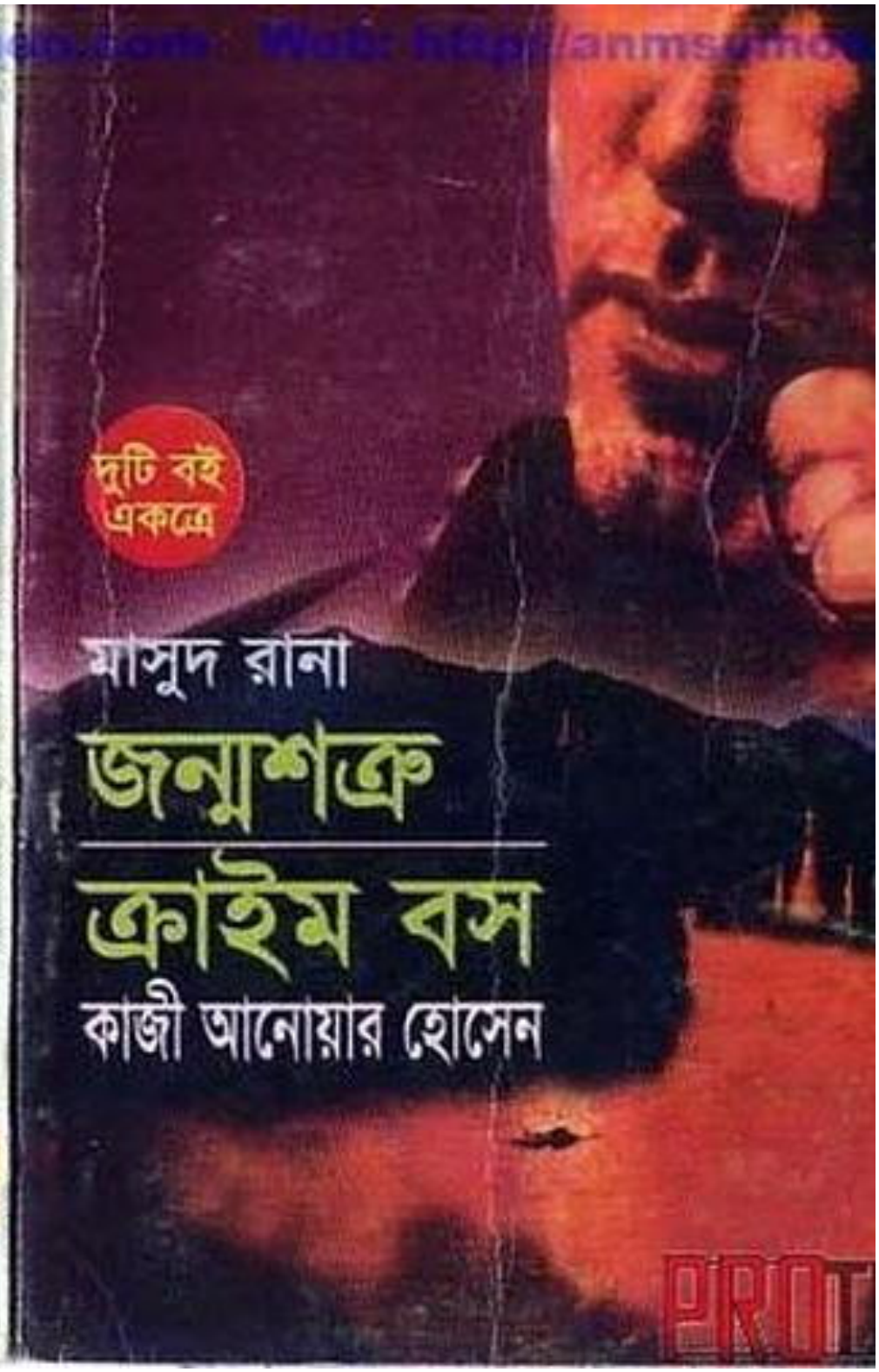

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

১৫৭-১৫৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্র)	৪৫/-
১৫৯-১৬০	মরণকামড়-১,২ (একত্র)	৩৫/-
১৬১-১৬২	মরণখেলা-১,২ (একত্র)	৪০/-
১৬৩-১৬৪	অপহরণ-১,২ (একত্র)	৪১/-
১৬৫-১৬৬	আমার নেই দুশমন-১,২ (একত্র)	৩৫/-
১৬৭-১৬৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্র)	৪১/-
১৬৯-১৭০	শয়তানের দূত-১,২ (একত্র)	৩৫/-
১৭১-১৭২	প্রেত সন্ধান-১,২ (একত্র)	৩০/-
১৭৩-১৭৪	মৃত্যু অভিশাপ-১,২ (একত্র)	৩২/-
১৭৫-১৭৬	সমরসীমা মহাযান+মাফিয়া	৪৯/-
১৭৭-১৭৮	আমার উ সেন-১,২ (একত্র)	৩৭/-
১৭৯-১৮০	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৮১-১৮২	বুক সিরিজ-১,২ (একত্র)	৩৮/-
১৮৩-১৮৪	রাই সন্ত্রাস-১,২ (একত্র)	৩২/-
১৮৫-১৮৬	অনুরাগ-১,২ (একত্র)	৪১/-
১৮৭-১৮৮	মায়া জাল-১,২ (একত্র)	৪৩/-
১৮৯-১৯০	জুয়াড়ী ১,২ (একত্র)	৩৪/-
১৯১-১৯২	কালো টাকা ১,২ (একত্র)	৪৩/-
১৯৩-১৯৪	বোকেন স্বপ্ন ১,২ (একত্র)	৪২/-
১৯৫-১৯৬	সমাধান-১,২ (একত্র)	৩৮/-
১৯৭-১৯৮	মরীচিকা ইন্টারপোল+কপোরেশন টিম	৪৩/-
১৯৯-২০০	অভিযান '৯৬-১,২ (একত্র)	৪১/-
২০১-২০২	অপার সাগর-১,২ (একত্র)	৩৯/-
২০৩-২০৪-২০৫	শ্বাপদ সঙ্কুল-১,২,৩ (একত্র)	৫৪/-
২০৬-২০৭	দাগন-১,২ (একত্র)	৪২/-
২০৮-২০৯	ব্ল্যাক মার্কিল-১,২ (একত্র)	৩৬/-
২১০-২১১	টিক অবসান-১,২ (একত্র)	৩৭/-
২১২-২১৩	ডাকা এজেন্ট-১,২ (একত্র)	৩৭/-
২১৪-২১৫	অমি সোমা-১,২ (একত্র)	৪৩/-
২১৬-২১৭	অদৃশ্যপথ-১,২ (একত্র)	৩৫/-
২১৮-২১৯-২২০	জাপানী স্যামুরাই-১,২,৩ (একত্র)	৩৫/-
২২১-২২২	সন্ধান শয়তান-১,২ (একত্র)	৩৮/-
২২৩-২২৪	জাহাজে-১,২ (একত্র)	৩৯/-
২২৫-২২৬-২২৭	নাশিশাড়-১,২,৩ (একত্র)	৫৫/-
২২৮-২২৯	অভিশাপী১,২ (একত্র)	৩৭/-
২৩০-২৩১	দুই নম্বর-১,২ (একত্র)	৩৬/-
২৩২-২৩৩	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্র)	৩৭/-
২৩৪-২৩৫	কালোছায়া-১,২ (একত্র)	৩৯/-
২৩৬-২৩৭	নকল বিজলী-১,২ (একত্র)	৩৪/-
২৩৮-২৩৯	বন্ধু স্বজন-১,২ (একত্র)	৩৮/-
২৪০-২৪১	ফাঁদ-১,২ (একত্র)	৪০/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্র)	৫৮/-
২৪৫-২৪৬	মৃত্যুছায়া-১,২ (একত্র)	৩৬/-
২৪৭-২৪৮	বাই সিগন-১,২ (একত্র)	৩১/-
২৪৯-২৫০	বীর সাধন-১,২ (একত্র)	৩২/-
২৫১-২৫২	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্র)	৩৪/-
২৫৩-২৫৪-২৫৫	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্র)	৪৮/-
২৫৬-২৫৭	নীল বস্ত্র ১,২ (একত্র)	৩২/-
২৫৮-২৫৯-২৬১	কালকূটী-১,২,৩ (একত্র)	৩০/-
২৬২-২৬৩	সবাই চায় পেতে ১,২ (একত্র)	৩৬/-
২৬৪-২৬৫	অন্ধ যাত্রা ১,২ (একত্র)	৩৯/-
২৬৬-২৬৭	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্র)	৪২/-
২৬৮-২৬৯	কালোদেশ+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৭০-২৭১-২৭২	কালো মাইল ১,২,৩ (একত্র)	৪৭/-
২৭৩-২৭৪-২৭৫	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্র)	২৬/-
২৭৬-২৭৭	লিয়াঙ+মানকচক	৪৩/-
২৭৮-২৭৯	অপারেশন বাংলা+টেরোরিস্ট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭৭-২৭৮	মহাপ্রলয়+কুচক্র	৩৯/-
২৭৯-২৮০	হিসেব চিত্রা ১,২ (একত্র)	৪৬/-
২৮১-২৮২	মৃত্যু ফাঁদ+নীলকমল	৪৫/-
২৮৩-২৮৪	মহান ট্রেজার+জন্মভূমি	৩১/-
২৮৫-২৮৬	কাঁচের পুরাকাল+কালসাপ	৩৮/-
২৮৭-২৮৮	অজানা দুরাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৯-২৯০	দুর্গম গিরি+কুকুরের ঘাস	৪৮/-
২৯১-২৯২	মহাযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯৩-২৯৪	সবুজের ছায়া ১,২ (একত্র)	৪১/-
২৯৫-২৯৬	স্বপ্নপুরী+অস্ত্রিবাস	৩৭/-
২৯৭-৩০০	কর্তাদের বিষ+সর্বনাশা চক্রান্ত	৪২/-
৩০১-৩০২	রেশমি জুলাই+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
৩০৩-৩০৪	শয়তানের দোসর+ফিরে এসেছে	৪২/-
৩০৫-৩০৬	কুয়েকি রাত+পাপের বসতি	৪০/-
৩০৭-৩০৮	বিষাক্ত গরল+মৃত্যুর মহড়ানি	৪০/-
৩০৯-৩১০	জন্মশত্রু+ভয়ঙ্কর বন	৪১/-
৩১১-৩১২	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩১৩-৩১৪	পালাও, রানা+অন্ধকারে	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	লেন্দুপ+রক্তলালসা	৪১/-
৩১৭-৩১৮	আগুন+ইশকাপনের টেক্কা	৪৮/-
৩১৯-৩২০	অর্থকড় ১,২ (একত্র)	৫০/-
৩২১-৩২২	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্র)	৩৯/-
৩২৩-৩২৪	ট্রাইড বিশ্ব+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩২৫-৩২৬	আবার সোহানা+মিশন ঢাকা আবিব	৪৪/-

জন্মশত্রু

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

প্যারিস।

মসৃণ, প্রশস্ত বুলেভার ধরে মাঝারি গতিতে ছুটে চলেছে মাসুদ রানার লেটেস্ট মডেলের পোরশে। এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে ও, অন্য হাতে থেকে থেকে নাকের ডগা চুলকাচ্ছে। মিনিট দুই আগে থেকে হঠাৎ করে চুলকাতে শুরু করেছে ওখানটা। খানিক পর পর সুড়সুড় করছে, অস্বস্তি লাগছে জীবণ।

সামনে মন রানার। বিকেলের অফিস আওয়ারের রাশ চলছে, ট্রাফিকের চাপ পড়েছে প্রচণ্ড। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর ক্লান্ত দেহ নিয়ে যার যার অন্তরালে ছুটছে মানুষ। কোনদিকে তাকাবার সময় নেই কারও।

কিন্তু রানার ব্যস্ততা নেই। ঠিক সময় জায়গামত পৌঁছতে পারলেই হলো। কাজটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ততখানি, সে সম্পর্কে ওর বিশেষ ধারণা নেই। অথচ এই কাজের জন্যেই লন্ডন থেকে ছুটে এসেছে ও। প্যারিসে ল্যান্ড করেছে দু'ঘণ্টা আগে। ইচ্ছে আছে কাজ হয়ে গেলে রাতেই ফিরে যাবে। অনেক জরুরী কাজ ফেলে এসেছে।

দূর থেকে আলো ঝলমলে আর্ক দু ট্রায়াম্ফ চোখে পড়তে গতি একটু কমিয়ে দিল ও, অমনি আবার নাকটা চুলকাতে শুরু করল। 'কী যন্ত্রণা!' বিড়বিড় করে বলল। এমন করছে কেন? অ্যালার্জি? হতে পারে না। কোন অশুভ লক্ষণ না তো! ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল। রানা জানে। এসব কুসংস্কার। বিশ্বাস করতে নেই। কোন যুক্তি নেই কারার।

কিন্তু নিজের বিপজ্জনক জীবনে বহুবার দেখেছে রানা, এসবের কিছু কিছু শেষ পর্যন্ত ফলে যায়। কেন ফলে, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। তাই ব্যাপারটাকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে না। কোথায় যেন বাধে। খটকা লাগে। কোন বিপদ আসছে? ভাবল ও। অসম্ভব নয়। এবারের প্যারিস সফরের সঙ্গে বিপদের সম্পর্ক আছে।

আজ সকাল এগারোটায় ওর লন্ডনের লাল টেলিফোন বেজে উঠতে একটু অবাকই হয়েছিল রানা। কারণ ওই ফোন খুব জরুরী পরিস্থিতি না হলে বাজে না। তাছাড়া খুব অল্প লোকই জানে ওটার নাম্বার। প্রথমে রানা ভেবেছে রাহাত খান করেছেন, খুব জরুরী কোন কাজ পড়েছে।

কিন্তু না, ফোন করেছে এক মেয়ে। ওর ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবী। ফিলিপিনো। প্যালেস্টাইন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আন্ডার-কাভার এজেন্ট, বুশরা ফাতমি।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ফিলিস্তিনীদের হয়ে পরিচালিত রানার অনেক মিশনে বুশরা ছিল ওর সহকর্মী। অনেকদিনের পরিচয়। চমৎকার মেয়ে ও। এবারে এমনকি ইসরাইলের ভেতরেও ঢুকেছে ওরা স্বামী-স্ত্রী সেজে।

ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতার দিকে গড়িয়েছে ওদের সম্পর্ক। মাঝে তেমন দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি দু'জনের, তবে ইদানীং কিছু কাল ধরে ঘটছে। প্যারিসে বিশেষ কাজে এক-দেড় মাস পর পরই আসতে হচ্ছে রানাকে, এবং বুশরা এখানকারই রেসিডেন্ট। রানাও এখানেই।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অসংখ্য পরিবারের মত ওর বাবা-মার পরিবারও বাধ্য হয় দেশ ছাড়তে, কয়েক বছর লেবাননে থেকে শেষ পর্যন্ত এদেশে এসে স্থায়ী হয়। বুশরার মা-বাবার বিয়ে, ওদের তিন ভাই-বোনের জন্ম, সবই প্যারিসে। দেশের টানে প্যালেস্টাইন লোয়েন্দা সংস্থার আন্ডার-কাভার অপারেটর পদে যোগ দিয়েছে বুশরা। কাভার পরিচয়: কাস্টমস অফিসার, অর্লি এয়ারপোর্ট, প্যারিস।

খুব সম্ভব তিন সপ্তাহ আগে শেষবার প্যারিস ঘুরে গেছে রানা, তখন দেখা হয়েছে দু'জনের। সেই বুশরা হঠাৎ ওর লাল টেলিফোনে কেন যোগাযোগ করল ভেবে খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল রানা। ফোনে গলা কাঁপছিল বুশরার, স্পষ্ট স্বর বের হচ্ছিল না।

সৌজন্যমূলক একটা কথাও হয়নি ওদের, হয়েছে শুধুই কাজের কথা। ওর কথা শুনে বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ওর। ওর বক্তব্য: প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অগ্রগতি নস্যাৎ করার এক গভীর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছে বুশরা। ও যে খবরটা জেনেছে, মোসাদও তা জানে। তাই ওদের হিট টীমের কিছু সদস্য পিছু নিয়েছে ওর।

গত কয়েকদিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ও, বাড়ি যাওয়া দূরের কথা, বাড়ির সাথে যোগাযোগও করতে পারছে না। খবরটাও জানাতে পারছে না কাউকে। এই অবস্থায় যদি ওর মৃত্যু হয়, এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারবে না কেউ। তাছাড়া এর সাথে ইয়াসির আরাফাত সহ আরব বিশ্বের নেতৃস্থানীয় কিছু রাষ্ট্রপ্রধানকেও মেরে ফেলার চক্রান্ত আছে। এ মুহূর্তে রানার সাহায্য তার একান্ত দরকার।

দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল রানা। বুশরার অনুরোধ রাখতে গেলে হাতের কাজ ফেলে প্যারিসে যেতে হবে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় হলো বুশরাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করা। মোসাদ কি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে তা জানা।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের নাম ঘোষণার কাজ গত কয়েক মাস থেকে চলছে। কিন্তু ইসরাইল সে জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা ছাড়তে রাজি নয় বলে ফিলিস্তিনীরা ক্ষুব্ধ। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ যেটুকু জায়গা ওরা ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তা তাদের জনসংখ্যার তুলনায় খুব কম। ইয়াসির আরাফাত আরও

জায়গা দাবি করেছেন। প্রথমে এক কথায় তাঁর দাবি নাকচ করে দেয় ইসরাইল।

কিন্তু আমেরিকার চাপে শেষ পর্যন্ত কিছুটা ছাড় দিতে রাজি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চিরকাল ইসরাইলের সমস্ত অপকর্মকে সমর্থন দিয়ে এসেছে বলে আরব বিশ্বে তার ইমেজ বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। মুখে যাই বলুক, মার্কিন প্রতিশ্রুতি বা মধ্যস্থতা আজকাল ঐকদম পাত্তা পায় না ওই অঞ্চলে। তাদের সবার দৃঢ় বিশ্বাস, অতীতের ব্রিটেনের মত বর্তমানে আমেরিকা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু। শুধু আরব বিশ্ব কেন, দুনিয়ায় যেখানে যত মুসলমান আছে, সবার একই ধারণা।

এই দুর্নামের কিছুটা অন্তত কাটাতে চাইছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, তাই ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন ফিলিস্তিনের জন্যে আরও জায়গা ছাড়তে। ব্যাপারটা ঠেকাতে কম চেষ্টা করেনি ওরা, কিন্তু কাজ হয়নি। রাজি করিয়েই ছেড়েছেন তিনি শেষ পর্যন্ত।

শুধু তাই নয়, নিউ ইয়র্কে এ বিষয়ে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডেকে তাতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন, সে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছেন। স্বাধীন ফিলিস্তিনের জন্যে কতটুকু জায়গা ইসরাইল ছাড়বে, সেখানে তা চূড়ান্ত হবে। সম্মেলনে ইয়াসির আরাফাত থাকবেন ফিলিস্তিনের পক্ষে, ইসরাইলের পক্ষে তাদের প্রধানমন্ত্রী, এবং মধ্যস্থতাকারী আমেরিকার পক্ষে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

সম্মেলনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরে যাতে সমস্যা দেখা না দেয়, সে জন্যে আরব দেশগুলোর মধ্যে যেগুলো বেশি প্রভাবশালী, সেগুলোর এবং অন্য সব বড় বড় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রধানদেরও তাতে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম।

সবকিছু ঠিকঠাক, আর এগারো দিন পর শুরু হচ্ছে তিনদিনের সম্মেলন। এখন মোসাদ যদি তা বানচালের চেষ্টা করে, নতুন করে আগুন জ্বলবে মধ্যপ্রাচ্যে। তাছাড়া ওদের খুনোখুনির প্ল্যান যদি সত্যি হয় যথারীতি 'আরব সন্ত্রাসীদের' ওপর সে দোষ চাপাবে ইসরায়েল। ওদের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেয়ার বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই আছে সে। তারপর যা ঘটবে, সেটা চিন্তারও অতীত। রানার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও থাকবেন।

রিয়ার ভিউ মিররের ছায়াটাকে আর উপেক্ষা করা যায় না, অনেকক্ষণ থেকে পিছু লেগে আছে ওটা। কালো রঙের এক সিয়েনা। কাছে আসছে না, সব সময় দুটো কি তিনটে গাড়ির পিছনে থাকছে। খেয়াল করেছে রানা, এরমধ্যে মাঝের সবক'টা গাড়ি কয়েকবার করে বদল হলেও ওটা আছে, ঠিক আগের জায়গাতেই।

মোসাদের কেউ! ওকে অনুসরণ করছে? কিন্তু ওরা কি করে জানল রানা প্যারিসে? ওদের জানতে চাইবার কারণটাই বা কি? কত মানুষ প্যারিসে আসছে-

PROTECTED

~SumoN~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

যাচ্ছে, তার মধ্যে বেছে বেছে রানাকেই কেন? বুশরার সাথে ওর ফোনালাপ শুনে ফেলেছে? অসম্ভব! ওটা বিশেষ ফোন, স্ক্র্যাম্বলার লাগানো, ওই লাইনের কথা কারও শুনতে পাওয়ার কথা নয়।

আনমনে আবার মিররের দিকে তাকাল রানা। আগের জায়গাতেই আছে সিয়েরা, নিজেকে যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করছে চালক। কিন্তু সবই বৃথা। রাতের প্যারিসের চেহারাই আলাদা, তাও সাঁ-জে-লি-জে'র মত এলাকায়। চারদিকে এত আলো যে দিন-রাতের তফাৎ বিশেষ থাকে না এখানে। তার মধ্যে বিশ-ত্রিশ গজ পিছনের এতবড় একটা গাড়ি চাইলেই লুকিয়ে রাখা যায় না। সে চেষ্টা করার চিন্তাই হাস্যকর। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে।

অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল রানা, মোসাদ যদি বুশরার লন্ডনে ফোন করা সম্পর্কে সত্যিই কিছু জেনে থাকে, তাহলে কোন নাম্বারে রিং করা হয়েছে, তাও জেনেছে। এক রেস্তরাঁ থেকে ফোনটা করেছিল বুশরা, হয়তো কোনভাবে সে খবর পেয়ে কল-ট্রেস করেছে মোসাদ, জানতে পেরেছে নাম্বারটা কার।

ঠিক তাই, ভাবল ও। এরপর ফোন ছেড়ে তার মালিকের ওপর চোখ রাখছে কজন করে ওরা, এখন খিঁচু লেগেছে ও কোথায় যায়, কি করে, তার ওপর নজর রাখছে। ওর মাধ্যমে বুশরার খোঁজ জানার ধান্ধায় আছে ব্যাটারা। অনেকক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার নাকের ডগা ফুলকানো শুরু হতেই আরসটা পরিষ্কার হলো ওর কাছে। বিপদই বটে।

ওটায় একজনই যে আছে, সে ব্যাপারে অনেক আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা। এবার একটু বাজিয়ে দেখা দরকার ওর সন্দেহ সত্যি কি না। যদি হয়, তাহলে ব্যাটা কতটা ওস্তাদ, সেটাও যাচাই করা যাবে এই সুযোগে। ঘড়ি দেখল ও। বুশরার সাথে আরও পনেরো মিনিট পর দেখা করার কথা। ইচ্ছে করেই বাড়তি সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল ও নির্দিষ্ট রেস্তরাঁয় আগেভাগে পৌঁছে কফি খাবে আর দূর থেকে আর্ক দু ট্রায়াম্ফের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য দেখবে বলে।

সে প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল, নতুন প্রোগ্রাম ঠিক করে হাঁ-হাঁ করে ছুটে লাগাল রানা। সামনের চালকদের চরম বিরক্তি উৎপাদন করল একের পর এক ভারটেক করতে গিয়ে। এক টানে দশ-বারোটা গাড়িকে পাশ কাটাল ও, তারপর সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে অজায়গা দিয়ে টার্ন নিয়ে পাশের লেনের চলমান গাড়ির স্রোতে সেঁধিয়ে দিল পেরেশে।

রাস্তায় টায়ারের ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে আশপাশের যে সমস্ত লোক তখনও ওর ভেলকি দেখেনি, তারা শক্ত হয়ে গেল। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ওদিকে ওকে আচমকা অমন এক অকাজ করতে দেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল অনুসরণকারী, তারপর সে-ও একই ভাবে এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু রানার মত সুবিধে করতে পারল না। রানার কারণে ট্রাফিকের গতি অনেক কমে গিয়েছিল, এলোমেলো হয়ে

পড়েছিল, সেই গেরো থেকে বেরোতে মিনিটখানেক দেরি হয়ে গেল তার। রানা ততক্ষণে পেভমেন্টঘেঁষা আপ-সাইডের ফার্স্ট লেনে ঢুকে পড়েছে তিন-তিনটে গাড়ির স্রোতের মধ্যে দিয়ে।

যেখানে হর্ন বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেখানে ফরাসীদের সেই কাজেই বাধ্য করে পড়িমরি করে ছুটল রানা। চারদিকে চিৎকার, খিস্তি আর হর্ন বাজানোর প্রতিযোগিতা চলছে দেখে মনে মনে হাসছে। খানিকদূর যেতে বুলেভার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রথম যে রাস্তা পাওয়া গেল, শাঁ করে সেটার মধ্যে ঢুকেই দে ছুট। এই সময় দূরাগত পুলিসের সাইরেন কানে এল ওর।

পিছনে অনুসরণকারীর কোনও চিহ্ন নেই দেখে বেশ খানিকটা এগোল ও তুফান বেগে, তারপর চট করে গাড়ির সমস্ত আলো অফ করে ঢুকে পড়ল এক গলিতে। এদিকটা বেশ নির্জন, তাই খুব দ্রুতই গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে পারল রানা, পেভমেন্ট ঘেঁষে গেমে বেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকল। প্রায় দু'মিনিট পর দেখা পাওয়া গেল সিয়েরার।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ওটাকে দেখামাত্র পিছাতে শুরু করল রানা। খানিকটা এসে থামল, গাড়িটা দ্রুত গলিমুখ অতিক্রম করে সোজা চলে গেল দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরাল। সাইরেনের আওয়াজ এখনও শোনা যাচ্ছে, আল্লা মালুম কোথায় ঘুরে মরছে পুলিস।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে গলি ছেড়ে বেরোল ও, কিছুটা পথ ঘুরে আবার এসে পড়ল বুলেভারে। আর্ক দু ট্রায়াম্ফের দিকে চলল ভদ্রলোকের মত। ওটার আধ মাইল আগের নির্দিষ্ট রেস্তরাঁয় যখন পৌঁছল, নির্দিষ্ট সময়ের ত্রিশ সেকেন্ড বাকি তখনও। পার্ক করে রাখা গাড়ির সারিতে পোরশে রেখে বেরিয়ে পড়ল রানা। টাইয়ের নট ঠিক করে কোটের বোতাম লাগাল, তারপর দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে এগোল রেস্টুরেন্টের দিকে।

বেশ বড় ওটা, ওরিয়েন্টাল ফুডস-এর জন্যে প্যারিসে সবচেয়ে নামকরা। মালিক ভারতীয়। পেভমেন্টের ওপাশে পুরু গালিচার মত ঘন সবুজ ঘাসমোড়া বড়সড় লন, তার মধ্যে দিয়ে মূল রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কংক্রিটের পথ। দু'পাশে বড় বড় পেতলের টবে নানান জাতের বাহারি ফুল গাছ, মাথা দোলাচ্ছে বাতাসে।

লনেও বেশ কিছু টেবিল পাতা আছে, খোলামেলা পরিবেশে খাওয়া আর আর্ক দু ট্রায়াম্ফের শোভা দর্শন, দুটোই হয় এখানে বসলে। ওদের বুক করা টেবিল ওখানেই। সত্যিকারের সঙ্গে বলতে গেলে সবে হয়েছে, এরই মধ্যে রেস্টুরেন্টের ভেতর-বার প্রায় উপচে পড়ার দশা।

স্মার্ট চেহারার শ্বেত স্টুয়ার্ড ওকে ওর টেবিলে বসিয়ে 'রিজার্ভড' লেখা প্লেকটা তুলে নিল। 'ড্রিঙ্কস, মশিয়ে?'

'শুধু কফি, প্লীজ,' বলল ও। লোকটা বিদেয় হতে নিজের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল ভাল করে। প্রতিটা টেবিল যুগলবন্দী খদ্দেরের দখলে। যুবক-যুবতী,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

থেকে বুড়ো-বুড়ি, সব ধরনের যুগল আছে। কোন কোন টেবিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে কিছু। সন্দেহ করার মত কাউকে দেখা গেল না ওর মধ্যে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বুশরার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ও। পাঁচ মিনিট লেট মেয়েটা। ভাবতে না ভাবতে ওকে দেখতে পেল রানা। চীফ স্টুয়ার্ডের সাথে কথা বলছে। পরনে ফেডেড জিনস ও টি-শার্ট, পায়ে নিচু হিলের জুতো। মাথায় স্কার্ফ। স্কুয়ার্ড টেবিল পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল বুশরা। কিন্তু প্রাণ নেই তাতে।

পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা মেয়েটা, চেহারায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই, বরং ভোঁতাই বলা চলে। তবু ওর মধ্যেও আলাদা এক জৌলুস আছে। পুরুষের নজর কিছু সময়ের জন্যে হলেও আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে বুশরা।

'হ্যালো, রানা!' মুখোমুখি বসে আড়েষ্টভাবে ফ্যাকাসে হাসি হাসল ও। 'তুমি এসেছ বলে আমি কৃতজ্ঞ।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'এ কি ধরনের কথা হলো? বন্ধুর বিপদে বন্ধু আসবে, তাতে কৃতজ্ঞতা জানাবার ফর্মালিটি কেন?' বুশরা পিছনে তাকাতে যাচ্ছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল। 'উঁহু! তাকিয়ো না, আমার চোখ আছে ওদিকে। তুমি আমার পিছনে নজর রাখো।'

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল বুশরা। 'তুমি এসেছ বলে আজই অনেকদিন পর বাইরে বেরোলাম সাহস করে।'

'আমার ওপর তোমার আস্থা দেখে খুশি হলাম,' হাসল রানা। 'কফি দিতে বলি?'

'না। খুব খিদে পেয়েছে, দুপুরে খাওয়ার সুযোগ হয়নি। ওরা...'

'পরে শুনব,' হাত তুলে ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা।

বুশরা টি-শার্টের ভেতরে হাত ভরে দিল, বুকের মাঝখান থেকে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা কাগজের রোল বের করে এ দিকে এগিয়ে দিল। 'এটা রাখো তোমার কাছে। ওদের হিট প্ল্যানের প্রায় সব খবরই আছে এতে। দেশে পাঠাব বলে তৈরি করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। ভাগ্যে কি আছে জানি না। যদি মরে যাই, যা ভাল বুঝবে তাই কোরো।'

ওয়েটার অর্ডার নিয়ে বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল দু'জনেই, তারপর রানা বলল, 'প্রথম থেকে খুলে বলো সব, কিচ্ছু বাদ দেবে না। আর আমার পিছনদিকে নজর রাখবে। যদি বিপদ ঘটতে যাচ্ছে দেখতে পাও, টেবিলে দুটো টোকা দিয়েই মাটিতে শুয়ে পড়বে। আমি টোকা দিলেও তাই করবে, রাইট? নাও, শুরু করো।'

ওর বলার ভঙ্গি আর চেহারার দৃঢ়তা দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলো বুশরা, কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সেটা। শঙ্কা, আতঙ্কসহ আরও অনেক অভিব্যক্তি ফুটল চেহারায়। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলতে শুরু করল ও, চোখ রানার পিছনে নিবদ্ধ।

ওয়েটার এসে পড়ায় মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌঁছে থামতে হলো, খাবার সাজিয়ে রাখা শেষ হতে লোকটাকে বিদেয় করে দিল রানা। 'শুরু করো,' বুশরার উদ্দেশ্যে বলল। 'দুটোই চলুক একসঙ্গে।'

কিন্তু খেতে গিয়ে দেখা গেল দু'জনের কারোই রুচি নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। গলা দিয়ে কিছুই নামছে না। প্রচণ্ড খিদে সত্ত্বেও বুশরা কেবল চামচ নাড়াচাড়া করেই সময় নষ্ট করছে। থেকে থেকে মুখ শুকিয়ে উঠছে ওর। একসময় রানাও হাল ছেড়ে দিল, বুঝতে পেরেছে আজ আর খাওয়া জমবে না। তাই সে চেষ্টা বাদ দিয়ে আসল কাজে মন দিল।

বুশরার বলা শেষ হতে প্রশ্ন করতে লাগল ও। তারপর একসময় গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ভীষণরকম গম্ভীর হয়ে উঠল। যেমন-তেমন সাপ নয়, ভাল কেউটের গর্তে হাত দিয়েছে মেয়েটা। এখন চালে সামান্য ভুল হয়ে গেলে সর্বনাশ। অবশ্য ঠিক কাজটাই করেছে ও, নইলে ভেতরের কিউজ যে জ্বলছে, বিস্ফোরণ ঘটার আগে তা হয়তো জানাই যেত না।

এখান থেকে বেরিয়ে প্রথম কাজ হবে রাহাত খানকে বিষয়টা জানানো, ভাবল রানা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দেবেন, ও জানে দেশে তার অনুপস্থিতিতে সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ। কিন্তু বুশরার মুখ থেকে যা শুনল, তাতে মনে হয় সে সম্মেলন আদৌ হবে না। হবে অন্য কিছু। কাজেই বৃদ্ধকে না জানালে চলছে না।

'চলো, ওঠা যাক,' ও বলল। 'আজ রাতটা...' পেভমেন্টের একটু এপাশে, লনের দুই অংশের মাঝের রাস্তার মুখে হঠাৎ উদয় হওয়া দুই লোকের ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল। বুশরার পিছনে, ওদের থেকে পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে রয়েছে লোক দুটো, জায়গাটা তুলনামূলক ভাবে অন্ধকার। রাস্তার দিক থেকে এসেছে ওরা, রানা নিশ্চিত, ভেতর থেকে বের হয়নি। হলে ওর চোখে পড়ত।

কয়েক মুহূর্ত নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল লোক দুটো, পরক্ষণে একযোগে পা বাড়াল ভেতরে আসার জন্যে। ভঙ্গিটা সন্দেহজনক। টোকা দেবে কি না ভাবছে ও, এই সময় ওর চিন্তার চেয়েও দ্রুত গতিতে যার যার শোল্ডার হোলস্টারের দিকে চলে গেল লোক দুটোর হাত, পরমুহূর্তে একযোগে অনেক কিছু ঘটে গেল অসম্ভব দ্রুতগতিতে।

বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে টেবিলে দুটো টোকা দিল রানা, ওরই মধ্যে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল সঙ্কেত দেয়ার পরও মূল্যবান কয়েক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে ফেলেছে বুশরা। এতক্ষণ পর বিপদ সত্যিই হাজির, বুঝে উঠতে পারেনি হয়তো সময়মত। কিন্তু রানার তখন অন্যদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে কেনাকুনি লনে ঢুকে পড়েছে লোক দুটো, বাঘের জন্য হাত বের করে ফেলেছে। চীফ স্টুয়ার্ড কিছু বলার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল, ধাক্কা মেরে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিল ডানদিকের লোকটা।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

চেয়ার থেকে পিছলে নেমে পড়ল রানা, বাঁয়ের জনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। তার হাতেও জ্বলসে উঠল আগুন, দুটো গুলি একই সঙ্গে হলো, মিলেমিশে এক হয়ে গেল দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ। চেয়ার থেকে নেমে পড়েছিল বুশরা, কিন্তু ভয়ে পড়ার আগেই বাঁ কাঁধে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে। একই সঙ্গে রানার গুলিও জায়গামতই বিঁধল।

বুকের মাঝখানে গুলি খেয়ে এমনভাবে থমকে দাঁড়াল লোকটা, মনে হলো অদৃশ্য বাটারিং র‍্যামের ঝুঁতো খেয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায়ই মৃত্যু হলো বাটার, লেইটা লাশ হয়ে আড়ষ্টোরা ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল। বুশরার দিকে তাকাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে দমন করে দ্বিতীয় লোকটার দিকে নজর দিল রানা। সঙ্গীর অবস্থা দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল সে, সুযোগটা কাজে লাগাল। দ্বিতীয় গুলিতে কবজির হাড় চুরমার করে দিল লোকটার। লাথি খাওয়া কুকুরের মত 'কেঁউ!' করে উঠে বসে পড়ল সে।

সবে হুলস্থূল পড়ে গেছে ততক্ষণে। খাওয়া ভুলে, টেবিল চেয়ার উল্টে এলোপাতাড়ি ছুটছে সবাই। মেয়েদের বাঁশির মত চিৎকার, ছোটদের কান্নাকাটি আর পুরুষদের বিচিত্র চেঁচামেচির শব্দে শান্ত পরিবেশ পলকে চরম বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা গেছে ভেবে বুশরার দিকে তাকাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু সুযোগ হলো না। একযোগে আরও তিন-চারটা হালকা অস্ত্রের আওয়াজ শুনে চমকে উঠল। ওর সামনের দিক থেকে আসছে গুলির শব্দ, অথচ কারা বুঝছে, ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না হুটোপুটির জন্যে। আবার উঠল একাধিক আওয়াজ, গোটা এলাকা কেঁপে উঠল। এক যুবতীকে উরুতে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল রানা, মুহূর্তে লাল রক্তে ভিজে উঠল তার প্যান্টের পা। তার গায়ে হোঁচট খেয়ে আরেক লোক মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

লড়াই করার চিন্তা বাদ দিল রানা। শত্রুর সংখ্যা জানা নেই, তারা কে কোনখানে, তাও জানে না। কাজেই এখন সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখান থেকে সরে পড়া। সোজা কথায় পালিয়ে যাওয়া। নইলে বেঘোরে মরতে হবে। ঝপ্ করে বুশরার কাছে বসে পড়ল ও। উপুড় হয়ে গোঙাচ্ছে মেয়েটা, কাতরাচ্ছে। ডান হাতে খুঁজে একটা পিস্তল। চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত। টি-শার্টের কাঁধ, পিঠ আর বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

'ওঠো!' ব্যস্ত গলায় নির্দেশ দিল রানা। 'জলদি, পালাতে হবে!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল বুশরা, ওর এক হাত চেপে ধরে উল্টোদিকে ছুটল রানা, রেস্টুরেন্টের উরু সমান উঁচু তারের ফেন্সের দিকে। ওটা টপকাতে পারলে খোলা রাস্তা। পিছনে থেকে থেকে গর্জে উঠছে পিস্তল, চিৎকার করছে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ, গুলি খেয়ে আছড়ে পড়ছে। ভয়াবহ অবস্থা সব মিলিয়ে।

দৌড়ের ওপর এক পলক পিছনে তাকাল রানা, শত্রুর সংখ্যা দেখে আঁতকে

উঠল। সাত আটজন! কয়েকজন ধাক্কা-গুঁতো মেরে পথ পরিষ্কার করে নিয়েছে, পিস্তল উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। তবে কিছুটা স্বস্তির কথা যে হুলস্থূলের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে ওরা, কম করেও পঁচিশ-ত্রিশ গজ পিছনে রয়েছে এ মুহূর্তে।

এই ব্যবধান বজায় রাখতে পারলে সমস্যা হত না। ফেন্স টপকে একবার ওপাশে যেতে পারলেই বুলেভার, ওই পর্যন্ত যাওয়া গেলে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ির স্রোতের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু বুশরা ঠিক মত দৌড়াতে পারছে না। প্রচুর রক্ত পড়ায় এরই মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে মৃত্যু ভয় যোগ হওয়ায় পা ফেলছে এলোমেলো। থরথর করে কাঁপছে। ওর জন্যে রানাও বাধ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়তে। কি করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা অবস্থা ওর।

ম্যাগাজিন প্রায় শেষ, একটা ম্যাগাজিন সঙ্গে আছে অবশ্য, কিন্তু তা দিয়ে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে ওদের? ফেন্সের কয়েক গজ আগে বসে পড়ল ও বাধ্য হয়ে, বুশরাকে টান মেরে বসিয়ে দিয়ে অস্ত্র তুলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'গুলি করো! বেছে বেছে মারো, ভয় নেই, আমি আছি তোমার সাথে।'

কিন্তু অভয়বাণীতে খুব একটা কাজ হলো না। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে এই প্রথম পড়েছে মেয়েটা, তারওপর গুলি খেয়ে আর শত্রুর সংখ্যা দেখে এতই ভয় পেয়েছে যে হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত ওর আশা ছেড়ে দিল রানা, ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে শত্রু, দল থেকে দু'জন বেশ এগিয়ে আছে।

ওদের ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, পিস্তল কেন, এখন কামান দেখলেও পিছ-পা হবে না কেউ।

ভয় দমনের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পরপর দু'বার ট্রিগার টানল রানা, একজন পড়ে গেল, অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েই পাল্টা গুলি করল। একই মুহূর্তে তার পিছন থেকে আরও চার-পাঁচটা পিস্তল গর্জে উঠল। একটা গুলি একেবারে ওর কান ঘেঁষে চলে গেল। কয়েকটা গেল মাথার ওপর দিয়ে। ওর যে-কোন একটা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত রানার।

নাহ্, আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হচ্ছে না, ভাবল ও, লোকগুলো আরও কাছে এসে পড়ার আগেই সরে পড়া উচিত। এখনও সময় আছে। 'গুলি করো, বুশরা!' চেঁচিয়ে বলল। 'হারি আপ্, হারি আপ্!'

এবার সাড়া দিল মেয়েটা। দু'জনে মিলে পর পর বেশ কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দলটাকে কিছু সময়ের জন্যে থেমে পড়তে বাধ্য করল, তারপর আবার দৌড় দিল ওরা ফেন্স লক্ষ্য করে। এক দৌড়ে ফেন্স টপকে এপাশে এসে পড়ল। এবং

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তখনই দ্বিতীয় গুলি খেল বুশরা। কাতরে উঠে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রানা তার আগেই খপ করে ধরে ফেলল ওকে, এক ঝটকায় দেহটা কাঁধে তুলে নিয়েই লাফ দিয়ে বুলেভারে পড়ল।

মেইন রোডের এত কাছে গাইকারী গোলাগুলির শব্দে ট্রাফিকের গতি এমনিতেই কমে এসেছিল। বেশিরভাগ চালকের নজর ছিল রেস্তরাঁটার দিকে। এমন সময় রক্তাক্ত এক মেয়েকে কাঁধে নিয়ে পিস্তল হাতে ডাকাতের মত চেহারার রানাকে আচমকা সামনে লাফিয়ে পড়তে দেখে হকচকিয়ে গেল সবাই। আতঙ্কে উঠে পালাবার চেষ্টা করল কয়েকজন, কিন্তু সুবিধে হলো না ট্রাফিক প্রায় থেমে গেছে বলে।

কোনদিকে তাকাল না রানা, হাঁপাতে হাঁপাতে পরপর কয়েকটা লেন অতিক্রম করল এঁকেবেঁকে। গাড়ির তলায় পড়তে পড়তে খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেল দু'বার। পিছনের অবস্থা দেখার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করে উল্টোমুখো গাড়ির লেনে পড়েই মাথা তুলল সামনের গাড়ির চালককে লক্ষ করে। চেঁচিয়ে বলল, 'নামো! গাড়িটা আমার দরকার!'

কড়া ব্রেক কষল চালক, নির্দেশ ভুলে দু'হাত তুলে বসে থাকল। ঠক-ঠক করে কাঁপছে ভয়ে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর ওয়ালথারের দিকে। সময় নষ্ট করল না রানা, ঝটকা মেরে পিছনের দরজা খুলে ভেতরে প্রায় ছুঁড়ে দিল বুশরাকে। তারপর কলার ধরে চালককে বের করে একলাফে উঠে বসেই গিয়ার দিল।

একই মুহূর্তে নিজেও গুলি খেল। প্রথমে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি লাগল বাঁ বাহুতে, পাঁজরে বাড়ি খেল গুটা, পরক্ষণে মনে হলো কেউ বুঝি আগুনে পোড়ানো লোহার চোখা শিক ভরে দিয়েছে বাঁ কনুইয়ের সামান্য ওপরে। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল রানা, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। পলকের জন্যে বাইরে তাকাতে পাঁচ-ছয়জন অস্ত্রধারীকে দেখতে পেল।

এসে পড়েছে ওরা। গাড়ি ঘোড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে। একজনকে শূন্যে ভাসতে দেখা গেল—এক গাড়ির বনেট, অন্য গাড়ির ছাত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে দ্রুত কাছে পৌঁছাবার জন্যে। দলের অন্যদের চেয়ে বেশ এগিয়ে আছে লোকটা। দুনিয়ার কোনদিকে খেয়াল নেই। পিস্তলটা সীটের ওপর পড়ে গিয়েছিল, দ্রুত তুলে নিয়েই গুলি করল ও। শেষ গাড়ির ছাত থেকে লাফ দিয়েছে তখন লোকটা।

বুকের ঠিক মাঝখানে লাগল গুলি, শূন্যে ঝাঁকি খেয়ে গতি থেমে গেল তার। দেহটা মাটি ছোঁয়ার আগেই ক্লাচ ছেড়ে এক্সিলারেটর চেপে ধরল রানা, মত্ত ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠে ছুটল গাড়ি সামনের দিকে। পিছনের লোকগুলোর এলোপাতাড়ি গুলির আঘাতে জানালা ও পিছনের কাঁচ চুরমার হয়ে গেছে, গাড়ির ধাতব দেহ প্রায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বিপদ বুঝে যথাসম্ভব নিচু হয়ে বসে আছে

রানা, ড্যাশবোর্ডের ওপর দিয়ে চোখ মুখ সামান্য উঁচু করে রেখে মরিয়া হয়ে গেয়ো থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

সাইড দিয়ে কয়েকটা গাড়িকে ধাক্কা মেরে পথ পরিষ্কার করে ছিটকে বেরিয়ে ছুটল সামনের দিকে। এ মুহূর্তে পিছনে নজর রাখা উচিত, রানা জানে, ধাওয়াকারীরাও ওর দেখাদেখি গাড়ি ছিনতাই করে ছেড়ে আসে কি না দেখা উচিত, কিন্তু উপায় নেই। এখন সেকেন্ডের জন্যে অসাবধান হলেই বিপদ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

কাজেই সামনে নজর দিল ও। ঠিক তখনই পিছন থেকে পুলিসের সাইরেন শুনে চমকে উঠল। খুব কাছেই বাজছে। একটা নয়, কয়েকটা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা, এই অবস্থায় ফরাসী পুলিসের হাতে ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে নেই। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে।

বাঁকে ওর বাঁ দিক ঘেঁসে যাচ্ছে, ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা, কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার উপায় নেই, দু'হাতে শক্ত করে হুইল ধরে গাড়ির গতি বাড়িয়েই চলল রানা। ফাঁক-ফোকর খুঁজে নিয়ে তার ভেতর দিকে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। হর্ন টিপে ধরে রেখেছে, এবার রেইড সাইরেনের মত বাজছে গুটা।

একটু পর বুলেভার ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল ও, এ-গলি ও-গলি ঘুরে আরও মিনিট দশেক ছুটে শহরের বাইরে এক লেকের পাশে দাঁড় করাল গাড়ি। পুলিসের সাইরেন মিলিয়ে গেছে অনেক আগেই। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও, আপাতত কোন বিপদ নেই নিশ্চিত হয়ে বুশরার দিকে নজর দিল।

বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে কাত হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। নিথর। সীটের কয়েক জায়গায় কালচে রক্তের পুকুর দেখতে পেল রানা। 'বুশরা!'

সাড়া নেই।

'বুশরা!'

বুশরা নিরুত্তর।

ঝুঁকে ওর বাহুতে হাত রাখল রানা, আস্তে করে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল আবার। জবাব না পেয়ে ওর গলার ধমনী স্পর্শ করল আলতো করে। নেই। স্পন্দন থেমে গেছে। মরে গেছে বুশরা ফাতমি।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল ও।

দু'ঘণ্টা পর।

প্যারিস দূতাবাস পাড়ার বিশেষ এক বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। ইসরায়েলী রাষ্ট্রদূতের অফিস ভবন ওটা।

অসময়ে নতুন করে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওখানকার ড্রাইভার থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত প্রত্যেকে। নতুন করে প্রস্তুতি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল সবাই। জেরুজালেম থেকে মোসাদ প্রধানের নির্দেশ এসেছে প্যারিস থেকে পাঠানো

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রিপোর্টের জবাবে। সেটা এরকম: খুশরা ফাতমি ও মাসুদ রানাকে যে কোন মূল্যে খুঁজে বের করতে হবে। যেমন করে হোক খতম করে দিতে হবে।

শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল তারা। হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল ওদের দু'জনকে।

দুই

মিসিজাই হেড অফিস, ঢাকা।

নিজের বিলাসবহুল অফিসরুমে পুরু গদিমোড়া সুইভেল চেয়ারে স্বভাবসুলভ ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন সংস্থার কর্ণধার, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ধপধপে সাদা ইজিপশিয়ান কটনের স্টিফ কলার শার্ট পরেছেন, তার ওপরে লাইট গ্রে সুট। গলায় ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা হালকা খয়েরীর ওপর সাদা ধুটির টাই। কোটের তলা দিয়ে উঁকি মারছে শার্টের কাফে আটকানো সোনার কাফলিঙ্ক। গত জন্মদিনে মাসুদ রানা প্রেজেন্ট করেছিল ওই জিনিস।

ফিটফাট বৃদ্ধের ক্লীন শেভড্ মুখটা একটু আগেও সতেজ, প্রাণবন্ত দেখাচ্ছিল, এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। হাতে ধরা একটা কাগজে আটকে রয়েছে তাঁর নজর, কাঁচাপাকা ঘন ভুরু কুঁচকে আছে। কাগজটা এসেছে সংস্থারই এক-বিশেষ শাখা, ডিসাইফার সেকশন থেকে। সাঙ্কেতিক বার্তাকে আক্ষরিক ভাষায় রূপ দেয়া হয় ওখানে।

বাংলাদেশ সময় আজই খুব ভোরে প্যারিস থেকে রানা পাঠিয়েছে সাঙ্কেতিক বার্তা। রাহাত খান যেটা দেখছেন, সেটা তারই ইংরেজি রূপান্তর। সংক্ষিপ্ত বার্তা, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধের। বারবার পড়ছেন, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

দুটো খবর আছে ওতে, প্রথমটায় আছে: এক ফিলিস্তিনী ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছে ও। প্রতিপক্ষ মোসাদ। ফিলিস্তিনী এজেন্ট মারা পড়েছে। রানা গা ঢাকা দিয়ে আছে, কারণ ওর আশঙ্কা, মোসাদ যে-কোন মূল্যে ওর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টায় আছে। কারণ, ওদের সুগভীর এক চক্রান্ত সম্পর্কে জেনে ফেলেছে ও।

পরেরটায় আছে: সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেয়ার বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করা জরুরী। আমেরিকানদেরও এখনই সতর্ক করে দেয়া উচিত। মোসাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত প্রমাণ পরে পাঠানো হবে।

পরে কেন? আবার ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের, এটার সঙ্গেই কেন পাঠানো

হলো না? জবাবটা নিজেই ভেবে বের করলেন—নিশ্চয়ই মেসেজটা বাইরে কোথাও থেকে পাঠিয়েছে ও। বেশি কথা লিখতে গেলে বেশি সময় নষ্ট হত, বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় থাকতে হত, এবং তাতে এক্সপোজড হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে ঝুঁকি বাড়াতে চায়নি। তাই হবে। নইলে আসল খবর উহ্য রাখার আর কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। খানিক চিন্তা ভাবনার পর জবাবটা পছন্দ হতে আপন মনে মাথা দোলালেন রাহাত খান। সে না হয় হলো, কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়া কাউকে সতর্ক করেন কি করে তিনি?

কেউ বিশ্বাস করবে? বিষয়টা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ মাথা ঘামালেন, তারপর ঝুঁকে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন। 'সোহেল, আমার রুমে এসো।'

বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সাথে ফিট্ করা একটা সুইচ তর্জনীর ডগা দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করলেন তিনি, রুমের একদিকের দেয়ালের প্রায় অর্ধেকটাই নিঃশব্দে সরে গেল। ওপাশে আরেকটা বড় অফিস রুম, সংস্থার চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের। এ পাশে চলে এল সে। কোটের বা আস্তিন নড়ছে না, হাতটা নেই সোহেলের। জীবনের প্রথম দিকের একটা অ্যাসাইনমেন্টে ট্রেনের নিচে পড়ে হারিয়েছে।

'বোসো,' ভরাট গলায় বললেন বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক নজরে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'আমি জানতাম রানা লন্ডনে ছুটি কাটাচ্ছে। রানা এজেন্সির জটিল কিছু পেন্ডিং কেসের সমাধান করবে বলে এক মাসের ছুটি নিয়েছিল, কিন্তু এখন ওনছি ও প্যারিসে। ওখানে কবে গেছে জানো?'

'না, স্যার,' বলল সোহেল।

ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। 'এ ব্যাপারে কিছুই জানায়নি ও?'

মাথা দোলাল সোহেল। 'জ্বি না!'

'হুঁম!'

নড়েচড়ে বসল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। 'কি হয়েছে, স্যার?' রাহাত খান আগুন না ধরিয়েই পাইপ টানতে শুরু করেছেন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। খারাপ কিছু না ঘটলে এমন কাজ করেন না বৃদ্ধ। তার মানে··· 'খারাপ কিছু ঘটেছে ওখানে?'

কাগজটা ওর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। 'পড়ো।'

এক নিঃশ্বাসে বার্তাটা পড়ল সোহেল, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'সে কি! সম্মেলনের সব ব্যবস্থা কমপ্লিট, অথচ ইসরাইল কি না···কিন্তু কই, প্যারিস থেকে আমাদের ওরা তো কিছুই জানায়নি এ ব্যাপারে!'

'ওদেরকেও প্যারিস যাওয়ার কথা জানায়নি রানা,' বললেন বৃদ্ধ। পাইপে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে থমকে গেলেন, ওটা হাতে নিয়ে আগুনহীন, তামাক ঠাসা বাউলের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপল সোহেল। তাঁকে আগুন ধরাবার

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

সময় দিয়ে মুখ খুলল।

'তা হতে পারে, স্যার।'

'তাই হয়েছে। তুমি প্যারিসে লাইন লাগাও। দেখি...'

আচমকা লাল টেলিফোন বেজে উঠতে থেমে গেলেন রাহাত খান। সোহেলকে ইঙ্গিত করলেন ফোন ধরতে। রিসিভার তুলল ও, 'হ্যালো!' দুই তিন সেকেন্ড ও প্রান্তের কথা শুনে আবার বলল, 'এক মিনিট।' বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিল রিসিভার। 'প্যারিস চীফ। আপনার সাথে কথা বলতে চায়।'

থাবা দিয়ে ওটা কেড়ে নিলেন বৃদ্ধ। 'ইয়েস! আর.কে. স্পীকিং!' এরপর একটানা পাঁচ মিনিট ও প্রান্তের বক্তব্য শুনলেন, মাঝেমধ্যে 'হুঁ', 'হাঁ' করলেন। দেখতে দেখতে আরও থমথমে হয়ে উঠল চেহারা। শেষে বললেন, 'ঠিক আছে। ব্রিটেন রিপোর্ট পাঠাও, আর রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করো। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখো। হ্যাঁ, রানা প্যারিসেই আছে এখনও, মেসেজ একটা পাঠিয়েছে, কিন্তু বিস্তারিত নেই ওতে। লিখেছে পরে সুবিধেমত সময়ে জানাবে। অ্যাঁ?...হ্যাঁ। যোগাযোগ রেখো।'

রিসিভার রেখে সোহেলের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। 'কাল বিকেলে প্যারিস পৌঁছেছে রানা। বিসিআইকে কিছু জানায়নি, এয়ারপোর্ট থেকে ওর এজেন্সি অফিসে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ছিল, তারপর একজনের সঙ্গে দেখা করবে বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে; কিন্তু...'

ততক্ষণে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় শক্ত হয়ে গেছে সোহেল। 'কিন্তু কি, স্যার? কি বলল প্যারিস চীফ?'

'ওর দেরি দেখে বিসিআইতে খোঁজ নেয় রানা এজেন্সির চীফ, রেজা। ওখানে কেউ কিছু জানে না দেখে অনেক রাতে রানাকে খুঁজতে বের হয়। রানার খোঁজ পায়নি সে, তবে ওর গাড়িটা পেয়েছে। এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টের সামনে পার্ক করা ছিল।'

'তারপর?'

ডান কপালের রগ তিরতির করে লাফাচ্ছে বৃদ্ধের। দু'আঙুলে জায়গাটা চেপে চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকলেন তিনি। 'রানা ডিনার খেতে গিয়েছিল ওখানে, পরে এক মেয়ে যোগ দেয় ওর সাথে। এর মিনিট বিশেক পর হঠাৎ করে একদল অস্ত্রধারী আক্রমণ চালায় ওদের ওপর। রেস্টুরেন্টের চীফ স্টুয়ার্ড রেজাকে বলেছে, মেয়েটাকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছে সে। রানাও গুলি করে। ওর গুলিতে মোসাদের দুই এজেন্ট জায়গায়ই মরেছে, আহত হয়েছে কয়েকজন। অবস্থা বেগতিক দেখে পরে আহত মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে রানা।'

'মেয়েকে দেখা যাচ্ছে ও আহত হয়েছে,' সোহেল বলল। 'তার মানে ওটা

মারাত্মক কিছু হয়নি।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু মেয়েটা কে, মোসাদ কি ষড়যন্ত্র করেছে জানতে পেলে ভাল হত।'

'কিন্তু রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করতে বললেন কেন?'

'আমাদের আর রানা এজেন্সি, দুই অফিসের বাইরেই সন্দেহজনক লোকজন ঘোরাফেরা করছে গাড়ি নিয়ে। মোসাদের লোকই হবে, মনে হয় সন্দেহ করেছে রানা ভেতরে আছে। ওদের ধারণা যে-কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে রিসিআই বা রানা এজেন্সিতে।'

রাগে সোহেলের ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'এতবড় সাহস কুত্তার...মোসাদের!'

কথায় কথায় পাইপ নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান। স্যার মানে, ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, রানাকে ঠেকাতে যতদূর যেতে হয় যাবে। এর আরেক অর্থ, নতুন করে কোন ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে জেরুজালেম। ওটা ফাঁস হলে কপালে দুঃখ আছে বুঝেই এভাবে উঠেপড়ে লেগেছে।'

ডান ভুরু চুলকালেন বৃদ্ধ। 'আমি পররাষ্ট্র সচিবকে আপাতত ফোনে খবরটা জানাচ্ছি, ফর্মালিটি পরে হবে। তুমি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে আভাসে জানাও। আজই কোনও সুযোগে আমার সাথে দেখা করতে বলো।'

'বেশ,' মাথা দোলাল সোহেল। 'কিন্তু, স্যার, প্রমাণ ছাড়া এসব বিশ্বাস করবে ওরা?'

'করবে,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে। 'যদি দেখো আঁইশুঁই করছে, বলবে, খবরটা এসেছে "অপারেশন ব্ল্যাক ক্যাটের" কমান্ডারের তরফ থেকে। সে যদি বিস্তারিত শুনতে আগ্রহী হয়, আজ অফিস আওয়ারের মধ্যে আমার সাথে এসে দেখা করবে। নইলে আমি নিজস্ব চ্যানেলে ওদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে জানিয়ে দেব খবরটা। তার গুরুত্ব না দেয়ার কথাও থাকবে ওর সাথে।'

'জ্বি!'

সোহেল নিজের রুমের দিকে পা বাড়িয়েছে দেখে এক হাত তুললেন তিনি। 'দাঁড়াও! ইওরোপে আমাদের স্পেশাল এজেন্ট ক'জন আছে এখন?'

'দু'জন, স্যার। সলিল আর রাশেদ। কিন্তু কয়েকদিন থেকে ওদের কারও কোন খবর নেই। মনে হয়...'

'তাহলে ওদের আশা বাদ,' আপনমনে বললেন বৃদ্ধ। 'আর কেউ নেই?'

'রূপা আছে, স্যার। রোমে। ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।'

'ঠিক আছে। ওকে বলো, হাতের কাজ আর কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে স্ট্যান্ড বাই থাকতে। প্রয়োজন মনে করলে রিপ্লেসমেন্ট পাঠাও। রূপাকে দরকার হতে পারে রানার বাকআপ হিসেবে।'

'জ্বি, স্যার।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

জেরুজালেম।

শহরের কেন্দ্রে পাঁচতলা এক আধুনিক ভবন। মাথায় উড়ছে সাদা জমিনের ওপরে ও নিচে চওড়া দুই গাঢ় নীল ফিতে এবং মাঝে একই রঙের ছয় কোনা স্টার অভ ডেভিড খচিত ইসরাইলের জাতীয় পতাকা। মোসাদের সদর দফতর ওটা। এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র। এত সমৃদ্ধ অত্যাধুনিক আয়োজন, বিশ্বের আর কোথাও কোন ভবনে এর অর্ধেকও আছে কি না সন্দেহ।

চারতলায় সংস্থার প্রধানের অফিস। রুমটা প্রকাণ্ড, সবকিছুতে বিলাসের বেশিরকম ছড়াছড়ি। দেয়ালে ঝুলছে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতা বেন গুরিয়ান ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বড় দুটো ছবি।

ছবির ঠিক নিচে বিশাল রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে ঘাড়ে-গর্দানে ও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান মোসাদ প্রধান, চাইম হেরযোগ। চর্বি থলথলে প্রকাণ্ড মুখ তার, দুই গালের চামড়া নিচের দিকে ঝুলে আছে বুলডগের অনুকরণে। চোখের নিচে কোলেস্টেরলের বড় দুই বেগুন।

ভীমের গদার মত দুই বাহুতে ভর দিয়ে ভেলের ওপর ঝুঁকে বসা মানুষটা, চোখ আধবোজা, ঘুমের অভাবে লাল। দৃষ্টি সামনে বসা মুখগুলোর ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংস্থার অপারেশনস্ চীফ আছে ওখানে, আছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ও নবগঠিত হিট টীমের নেতা, ইউরি দান। বেশি কাদাল স্বল্পপরিচয়ে প্যারিসে থাকে সে। নিউ ইয়র্কে যায় কেনি অ্যান্ডারসন নামে। এখানকার প্রতিটা অলিগলি তার মুখস্থ। বিশেষ তলব পেয়ে একটু আগে দেশে ফিরেছে লোকটা।

আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স, দেহের গঠন বুনো ষাঁড়ের মত। চোখ দুটো কুতকুতে, নাকের খুব কাছে বসানো। দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড আমুক প্রকৃতির মানুষ। খাটো নাক। ক্রু-কাট চুল খুলি কামড়ে ছড়িয়ে আছে গোটা মাথায়। এত কালো আর ঘন, মনে হয় আলকাতরার প্রলেপ বুঝি। উচ্চতা পাঁচ ফুট আটের মত। সারামুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। শার্ট, প্যান্টের নিচে আছে কয়েক কুড়ি।

তার পাশে রয়েছে মাঝবয়সী আরেক লোক, 'ন্যাট অ্যারন, সংস্থার প্যারিস কন্ট্রোলার। নিতান্তই গোবেচারা চেহারার মানুষ এই লোক। যেন দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এ মুহূর্তে অবশ্য একটু কোণঠাসা অবস্থায় আছে, কারণ প্যারিসে ঘটে যাওয়া বিষয়টা নিয়ে জবাবদিহি করতে হচ্ছে তাকে। একই প্রশ্নের উত্তর বার বার দিতে গিয়ে চরম বিরক্তি ধরে গেছে, কিন্তু কিছু করার নেই। চাকরি অন্যের অধীনে, কাজেই এ সকল সইতেই হবে।

প্রথম প্রশ্নটা যখন তৃতীয়বারের মত করা হলো, চীফকে মনে মনে যা-তা বলে গালাগালি করে নিল সে খানিক। তারপর বলতে শুরু করল, 'বলেছি তো...'

তৎক্ষণাৎ এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে বাধা দিল বুলডগ। 'আমিও শুনেছি, কিন্তু দয়া করে এভাবে রেফারেন্স টানবেন না। যা প্রশ্ন করি, সরাসরি তার জবাব দিন।'

অপমানে কালো হয়ে গেল প্যারিস প্রধানের মুখ। কিছু সময় গুম মেরে থেকে মাথা ঝাঁকাল। 'প্রতিবারের মত এবারও একই হোটেলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করি আমি। তিনজনের জন্যে পাশাপাশি তিনটে রুম। প্রথম রাতে অন্য দু'জনের মত নিজের রুমেই ছিল পেলেড, কিন্তু দ্বিতীয় রাতে ছিল না। কাউকে কিছু না জানিয়ে ওই মেয়েটার সঙ্গে অন্য হোটেলে রাত কাটায়।

'পেলেড যে মেয়েটাকে এয়ারপোর্টেই ডিনারের নিমন্ত্রণ করে বসেছে, সে কথা আমি কেন, ওর দুই সঙ্গীও জানত না। মেয়েটা...'

সামনের নোট প্যাডে চোখ বুলিয়ে নিল চীফ। 'আনা সিনাত্রা। কাস্টমস অফিসার, অর্লি, ওরফে বুশরা ফাতমি, পিএলও'র আন্ডারকাভার এজেন্ট।'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার আসল পরিচয় জানতেন না আপনি,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল চাইম হেরযোগ। 'তাই তো?'

'না।'

'কোনটার "না", মিস্টার অ্যারন? চিনতেন না, নাকি...'

'আসল পরিচয় জানতাম না। পেলেডও জানত না।'

'হুঁ, তারপর?'

'পেলেড বলেছে, কাস্টমস থেকে ব্যাগেজ ছাড় করাবার সময় মেয়েটিই সেধে আলাপ করে ওর সাথে। নিজেকে পরিচয় দেয় আনা নামে। পরে যা শুনলাম, তাতে জানা গেল মেয়েটাকে নাকি দেখামাত্র ভাল লেগে যায় পেলেডের, তাই সেই রাতেই ওকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানায় ব্যাটা। সেদিন ফিরতে বেশি রাত হলেও ফিরে ঠিকই এসেছিল পেলেড, কিন্তু দ্বিতীয় রাতে আসেনি। সর্বনাশ যা ঘটার ওই রাতেই ঘটেছে।'

বক্তব্য এখানেই শেষ করার ইচ্ছে ছিল অ্যারনের, কিন্তু যখন দেখল চীফ একভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন বাধ্য হয়ে আবার মুখ খুলতে হলো। 'তৃতীয় দিন সকালে সিকি বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাসায় এল পেলেড। বলল, ড্রিঙ্কসে কিছু মেশানো হয়েছে কি না তক্ষুণি পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে। পরিচিত এক ল্যাবে পরীক্ষা করালাম। ওরা জানাল, ওতে এক ধরনের কড়া উত্তেজক পাওয়া গেছে। ওটার নাম মিথ...মিথাই...'

'নাম বাদ দিন। পরের ঘটনা বলুন।'

'তারপর আমাকে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই না জানিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল পেলেড। সন্দেহ হতে আমি ওকে ফলো করে এয়ারপোর্ট পৌঁছে জানলাম আনা নামের এক কাস্টমস অফিসারকে খুঁজছে সে। তখনই জানা গেল ও নামে কোন অফিসার নেই। পেলেড যাকে খুঁজছে, সে সম্ভবত বুশরা ফাতমি। কিন্তু মেয়েটা সেদিন ছিল না এয়ারপোর্টে। সেদিন ওর ডিউটি অফ ছিল। অথচ সকালে পেলেডকে সে ডিউটিতে যাচ্ছে বলে হোটেল থেকে বেরিয়েছে। পেলেডের

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তখনকার উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখেই বুঝেছি বড় ধরনের কোন সমস্যা ঘটেছে।

'ওকে কিছু না বলে গোপনে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে জানলাম মেয়েটার আসল পরিচয়। এর মধ্যে পেলেজও নিজের চেষ্টায় জেনে ফেলেছে সব। ওকে ধরে জানতে চাইলাম কি ঘটেছে, প্রথমে মুখ খুলতে চাইছিল না, পরে যখন হেড অফিসে রিপোর্ট করব বলে হুমকি দিলাম, তখন সব খুলে বলল।'

'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?' বলে উঠল প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা, মোশে বারলো। ষাটের মত বয়স লোকটার, তালপাতার সেপাই। 'মেয়েটা ওদের দেখামাত্র চিনতে পেরেছিল। পেরেছিল বলেই ছদ্মনামে সেধে ভাব জমায় সে পেলেডের সাথে। না হলে এমন কাজ কেন করতে যাবে সে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' প্রকাণ্ড মাথা দুলে উঠল বুলডগের।

'গড!' বিড়বিড় করে বলল উপদেষ্টা। 'সামান্য একটা মেয়ের জন্য এতবড় এক কাণ্ড ঘটে গেল। আর এতদিন কি না আমরা গর্ব করে বলে এসেছি এসপিওনাজের ক্ষেত্রে আমরাই পৃথিবীর সেরা! ছি ছি!'

'তারপর?' খোঁচাটা গায়ে মাখল না বুলডগ। 'কি বলল পেলেড?'

'বলল, রাতে ওকে ব্র্যান্ডির সাথে ঘুমের উত্তেজক খাইয়েছে মেয়েটা। তাই খেয়ে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে নিউ ইয়র্ক মিশন সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই ফাঁস করে দিয়েছে সে। ওই উত্তেজকের একটা বড় দুর্বলতা হলো, ওটা পেটে গেলে যে যা-ই করুক, নেশা কেটে গেলে তার সবই অনায়াসে মনে করতে পারে সে।

যা হোক, এরপর মেয়েটাকে ধরার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হলাম। শেষে যখন প্রায় ধরেই ফেললাম, বাংলাদেশী স্পাইটা সব ভণ্ডুল করে দিল। প্রথমেই পেলেড মরল ওর হাতে, তারপর মরল আমার সেলের একজন। অথচ...'

'অথচ তারপরও মাসুদ রানার কিছুই করতে পারেনি আপনার সেল,' বাধা দিয়ে বলে উঠল চাইম হেরযোগ। 'মেয়েটার কাছ থেকে সব জেনে সরে পড়েছে সে প্যারিস থেকে।'

'এর ফল কি হতে পারে, অনুমান করতে পারেন?' প্রশ্ন করল মোশে বারলো। 'কতবড় বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা...'

'উইথ অল রেসপেক্ট, স্যার,' অ্যারন বলে উঠল। 'মাসুদ রানা প্যারিস ছেড়ে পালাতে পারেনি, কোনদিন পারবেও না। সে ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।'

চোখ গরম করে তাকাল তালপাতার সেপাই। 'মাসুদ রানা সম্পর্কে যদি বিন্দুমাত্র ধারণাও আপনার থাকত, তাহলে এত নিশ্চিন্ত হয়ে কথাটা বলতে পারতেন না। লোকটা সম্পর্কে আপনাদেরই রেকর্ডস সেকশনে অজস্র তথ্য আছে। প্যারিসে ফিরে যাওয়ার আগে তার দু-একটায় দয়া করে চোখ বুলিয়ে নেবেন, তাতে আপনারই উপকার হবে।'

চরম বিরক্ত হয়ে উঠলেও তা প্রকাশ করল না অ্যারন। লম্বা করে দম নিয়ে

সরাসরি লোকটার চোখে চোখে তাকাল। 'লোকটা সম্পর্কে যথেষ্ট জানা আছে আমার, স্যার। তাই সে প্যারিস আসছে জানামাত্র তাকে ফলো করার ব্যবস্থাও করেছিলাম।'

'এবং সে ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়েছেন।'

'স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাদের এটাও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি, আমি যাদের নিয়ে কাজ করছি, তারা সবাই কেন্দ্রের কিউট।'

চাইম হেরযোগের চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। চোখের নিচের বালিশ আরও একটু বড় হলো যেন। 'কাম টু দা পয়েন্ট, মিস্টার অ্যারন। সরাসরি বলুন কি বলতে চান।'

'বলতে চাই, আমাদের ট্রেনিং ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজানোর আয়োজন করুন, স্যার। নইলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সময় চেনা নেই জানা নেই, মেয়ে দেখলেই পটে যাওয়া, কাউকে অনুসরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া, এসব ঘটতেই থাকবে। দেশের সমস্যা ও বেইজ্জতি বাড়তেই থাকবে। কন্ট্রোলারদের অধীনস্থদের ওপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু যারা কাজ করবে, তারাই যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, তো কন্ট্রোলারের একার কি করার থাকতে পারে? কতদিক সামাল দেয়া সম্ভব তার একার পক্ষে?'

খানিক নীরবতার পর বারলো মন্তব্য করল, 'মিস্টার অ্যারন কথাটা মন্দ বলেননি। ভাল প্রস্তাব। দেখি, প্রথম সুযোগেই প্রধানমন্ত্রীকে কথাটা জানাব আমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

অ্যারনের প্রত্যক্ষ অভিযোগটা প্রমাণিত সত্য হলেও মেনে নিতে পারছিল না বুলডগ, তার ওপর বারলো বিষয়টা তার বিবেচনার ওপর ছেড়ে না দিয়ে তারই সামনে প্রধানমন্ত্রীকে জানাবে বলায় মনে মনে রেগে ফায়ার হয়ে উঠল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে সামলেই নিল, যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মিস করেছেন, মিস্টার অ্যারন। এই মেয়েকে অনেক আগে আপনারই সনাক্ত করার কথা ছিল। এ কাজটা আপনার, পেলেডের ছিল না। মেয়েটা প্যারিসে বসেই এখান থেকে পাঠানো আমাদের এজেন্টদের চিনে ফেলছে, অথচ আপনি ওখানে থেকেও ওকে চিনতে পারেননি। পারলে এই সমস্যা দেখাই দিত না। এতে প্রমাণ হয় আপনার সেলের তুলনায় ওখানকার ফিলিস্তিনী সেল অনেক বেশি চৌকশ, অনেক বেশি সিরিয়াস। ঘাটতি আছে...'

'ঠিক,' সমর্থন জানাল উপদেষ্টা।

'সে ঘাটতি শোধরাবার জন্যেই মাসুদ রানাকে ধরার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি, স্যার। একটু ধৈর্য ধরুন, লোকটাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্লেটে সাজিয়ে হাজির করব আমি। কথা দিচ্ছি।'

অনেকক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হেরযোগ ও বারলো।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'পুরো দায়িত্বের সাথে বলছেন আশা করি?' প্রথমজন বলল।

তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল অ্যারন। 'অবশ্যই!'

'মিশনের কাজ যেমন চলছিল চলবে?'

'এখনও না চলার মত তেমন কিছু ঘটেনি, স্যার।'

হিট টীমের নেতার দিকে ফিরল হেরযোগ। 'তোমার কি মত?'

ফীল এক টুকরো হাসি ফুটল লোকটার বদখত মুখে। 'আপনি অনুমতি দিলে মিস্টার অ্যারনের সাথে প্যারিস ফিরে যেতে চাই আমি, স্যার। ওখান থেকে নিউ ইয়র্কের প্রথম ফ্লাইট ধরতে হবে। জরুরী মীটিং আছে, না গেলেই নয়।'

মোসাদ প্রধানের দু'চোখ একটু একটু করে বুজে আসছে দেখে বোঝা গেল হাসতে শুরু করেছে সে। একে একে অন্যরাও যোগ দিল তার নিঃশব্দ হাসিতে।

তিন

দু'দিন পরের কথা।

সকাল সাতটা। হোয়াইট হাউস। নাস্তা সেরে দিনের প্রথম কফির কাপে মৃদু চুমুক দিলেন প্রেসিডেন্ট, দুনিয়ার এক নম্বর ক্ষমতাধর মানুষ। দীর্ঘদেহী, স্মার্ট, লেভিস্কিলার মার্কা চেহারা। মাথায় কাঁচার চেয়ে পাকা চুল বেশি। বলিষ্ঠ দেহ। টানা পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ওঠার পর প্রায় লাল, ক্লীন শেভড্ মুখটা এ মুহূর্তে পাকা, টসটসে আপেলের মত লাগছে দেখতে।

ট্রাউযার্স, শার্ট, টাই, ওয়েস্ট কোট ও পালিশ করা চকচকে জুতোয় কারখানা থেকে সদ্য বের হওয়া বহুমূল্য গাড়ির মত ঝকঝক করছে তাঁর আপাদমস্তক। দিনের অফিশিয়াল কাজ শুরু হওয়ার আগে কোট পরেন না তিনি–হোয়াইট হাউসের রীতি ওটা।

দুই চুমুক দিয়ে টেবিলের বাঁ দিকে রাখা একটা ট্রের দিকে হাত বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট। খুব জরুরী কিছু চিঠিপত্র, পেপার কাটিং, মেসেজ ইত্যাদি আছে ওটায়। রোজই থাকে, দিনের কাজ শুরু করার আগে ওগুলো দেখেন তিনি–নিয়ম। ভোরে সেক্রেটারি সাজিয়ে রেখে যায় সব। প্রেসিডেন্ট রাঁহাতি হলে ওই ট্রে বাঁ দিকে থাকে; ডানহাতি হলে ডানদিকে। এটাও এখানকার আরেক নিয়ম।

সবার ওপরের মুখ সীল করা খামটা তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তরফ থেকে এসেছে ওটা। ওপরে লেখা: টপ সিক্রেট, আলট্রা রেড, ফর হিজ আইজ ওনলি।

পেপার নাইফ দিয়ে খামটা খুলতে ভেতর থেকে দামী, পুরু কাগজের একটা শীট বের হলো। ওটা কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠল প্রেসিডেন্টের, পড়া শেষ হতে আরও। দেখতে দেখতে চেহারা সজীবতা হারাল তাঁর, ভুলে গেলেন কফির কথা। ওতে যা আছে, একবার পড়েই তা বুঝে ফেলেছেন, প্রতিটা বাক্য এবং তার অর্থ মগজের বিশেষ সেলে জমাট বেঁধে গেছে, তবু বারবার পড়তে লাগলেন। চোখ কপালে উঠে গেছে।

হোয়াট অন আর্থ…! ভাবলেন তিনি, হোয়াট দ্য হেল্ দিস গড ডাম্নড মেসেজ ইজ 'বাউট!

চার-পাঁচবার পড়তে বিষয়টা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হলো। ওতে যা লেখা, তার সারমর্ম এরকম: কিছুদিন আগে জেনিজুয়েলায় আমাদের বন্দী রাষ্ট্রদূতকে উদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত 'অপারেশন ব্ল্যাক ক্যাটের' কমান্ডার, বাংলাদেশী এক এক্স মেজর, মাসুদ রানা, প্যারিসে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন সম্পর্কিত আসন্ন ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ইসরাইল অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। যে কোন মূল্যে ওটা প্রতিহত করতে মোসাদ বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে ওদের প্রধানমন্ত্রীর সায় রয়েছে।

মোসাদের প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত যতদূর জানা গেছে, তা এরকম…। ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলায় মেজর মাসুদ রানার ওপর হামলা হয়েছে প্যারিসে, তিনি আহত। আরও হামলার আশঙ্কায় আত্মগোপন করে আছেন। মোসাদের প্ল্যান সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এক ফিলিস্তিনী স্পাইয়ের মাধ্যমে তাঁর হাতে পড়েছে। মেজর রানার বস, মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে এ নিয়ে কথা হয়েছে আমার। বিষয়টি আমার মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তা না হলে…।

ঝাড়া দশ মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। স্মার্ট চেহারা দেখতে দেখতে দুশ্চিন্তায় অন্যরকম হয়ে উঠল। মাথা কাজ করছে না ঠিকমত, বোধবুদ্ধি জড়িয়ে গেছে। এ কেমন কথা? ভাবলেন প্রেসিডেন্ট। সম্মেলনে যোগ দেয়ার সম্মতিপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সই করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী, সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ, আর মাত্র আটদিন বাকি…এমন সময় এসব কি শুনছেন তিনি!

কিছুক্ষণ সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দোলায় দুললেন প্রেসিডেন্ট, আপনমনে মাথা নাড়তে লাগলেন– এ হয় না। হতে পারে না। তিনি ব্যক্তিগতভাবেই চান মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসুক, স্বাধীন জাতির মর্যাদা পাক ফিলিস্তিনীরা। এত বছর ইহুদীদের সমর্থন দিতে গিয়ে আমেরিকা যে সমস্ত বন্ধু হারিয়েছে, তারা শত্রুতা ভুলে আবার তার পাশে এসে দাঁড়াক।

এ জন্যে যথেষ্ট খাটতে হয়েছে তাঁকে, অনেক রকম দর কষাকষির পর রাজি করাতে হয়েছে ইসরাইলকে। দেশ-বিদেশের নেতারা আসবেন সম্মেলনে যোগ দিতে, সারা বিশ্বের নজর এখন আমেরিকার ওপর, আর এরকম সময়ে কি না…!

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

এ-ও কি সম্ভব? কেন নয়?

সম্ভব না হলে মেজর মাসুদ রানার কি দায় পড়েছে এমন এক নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানোর? ওর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রেসিডেন্টের। এই তো সেদিন, ওভালে তার গলায় নিজ হাতে দেশের সর্বোচ্চ পদক ঝুলিয়ে দিয়েছেন তিনি, বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্যে।

আগেও অনেক ব্যাপারে তাঁর দেশকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে মাসুদ রানা, সেবারও করেছে, অথচ বিনিময়ে অতবড় এক পদক পেয়ে যাচ্ছে জেনেও ওর মধ্যে সামান্যতম আগ্রহও জাগতে দেখা যায়নি। বরং না দেয়া হলে বোধহয় খুশিই হত। কিন্তু ওটা পেলে মানব জন্ম ধন্য হয়ে যাবে যে কারও।

সেই লোক যখন এমন এক খবর জানিয়েছে, তখন গুরুত্ব দিতেই হবে, ভাবলেন তিনি। যদি ঘটনা সত্যি হয়, বুকের ভেতরে শীতল ক্রোধ ফেনিয়ে উঠল তাঁর, ইসরাইলকে আবারো চরম খেসারত দিতে হবে। অনেক বাড় বেড়েছে ওদের, এবার একটু শিক্ষা না দিলেই নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে ছোট করার প্ল্যান তো বহুদূরের কথা, অমন চিন্তাও যেন কখনও ওদের মাথায় না আসে, সেই ব্যবস্থাই তিনি করবেন এবার।

পরের দশ মিনিট ভেবেচিন্তে পরবর্তী করণীয় ঠিক করলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর একান্ত ব্যক্তিগত সচিবকে ডেকে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার (এনএসএ) উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে জরুরী তলব পাঠাতে বললেন। এবার ঠাণ্ডা কফি সরিয়ে রেখে আরেক কাপ তৈরি করে চুমুক দিলেন তিনি।

চল্লিশ মিনিট পর।

একই টেবিলে প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। বয়স ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে হবে তাঁর। নৌ-বাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পর বহুদিন আমেরিকার আন্ডার ওয়াটার মেরিন রিসার্চ বা নুমার (NUMA) পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি, এখন উপদেষ্টা হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এনএসএ-র। ব্যক্তিগতভাবে মেজর জেনারেল রাহাত খানেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভদ্রলোক।

ঢাকা থেকে আসা বার্তাটা পড়ে প্রায় একইরকম প্রতিক্রিয়া হলো তাঁর। অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করে বললেন, 'আমার মনে হয় রাহাত খানের সঙ্গে কথা বলা উচিত আমাদের। তাহলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে।'

মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমিও তাই ভাবছিলাম। মাসুদ রানা কোথায় আছে, সেটাও জানা জরুরী। সম্ভব হলে তার সাথেও কথা বলতে হবে।'

'সেটা এখনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আত্মগোপন করে আছে রানা,

হয়তো...'

'আপনি ফোনে রাহাত খানকে ধরুন, কথা বলুন। আমিও বলব। যে খবর উনি পাঠিয়েছেন, তাতে আমার তরফ থেকে অন্তত মৌখিক ধন্যবাদ জানানো উচিত ভদ্রলোককে।' টেবিলের এককোণে রাখা টেলিফোন সেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রিসিভার তুললেন অ্যাডমিরাল। 'এখনও মনে হয় অফিসেই আছে খান, দেখি...'

প্রথমবারের চেষ্টাতেই কাজ হলো, একদম স্পষ্ট ভেসে এল রাহাত খানের বিশেষ লাল টেলিফোন বেজে ওঠার আওয়াজ। দ্বিতীয় রিঙের পরপরই ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ 'ইয়েস, আর কে!' শুনে নিঃশব্দে হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'খান? হ্যামিলটন বলছি, গুড মর্নিং!'

'সেইম টু ইউ। কথাটা পারছি না বলে দুঃখিত, জর্জ,' রাহাত খান জবাব দিলেন। 'ঢাকায় এখন রাত। হাউ এভার, গুড ইভনিং। কেমন আছ, কোত্থেকে?'

চাপা হাসি হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'হোয়াইট হাউস থেকে। খানিক আগে পর্যন্ত ভালই ছিলাম, এখন একটু...থাকগে, তোমার আমানিং সিক্রেট নিউজটা প্রেসিডেন্টের হাতে পড়েছে। উনি কথা বলতে চান তোমার সাথে, লাইন দিই?'

'অফ কোর্স!'

'মিস্টার খান?' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'গুড মর্নিং, স্যার। খবরটা জানানোর জন্যে অনেক-অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'এনি টাইম, স্যার।'

'আমি মেজর মাসুদ রানার সাথে মুখোমুখি কথা বলতে চাই, উইথ ইওর কাইন্ড পারমিশন অভ কোর্স। ব্যবস্থা করা সম্ভব?'

'ঠিক বলতে পারছি না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। তবে আপনি যদি ইনসিস্ট করেন, আমি ওকে বলে দেখব।'

'ইনসিস্ট করছি, জেনারেল। দয়া করে মেজরকে বলুন আমি তাঁর মুখ থেকে ডিটেইলস্ জানতে চাই ব্যাপারটা সম্পর্কে। উনি এখন কোথায়?'

'আন্ডার্গ্রাউন্ডে, স্যার, প্যারিসে। ওর চিকিৎসা চলছে ওখানে। ঠিক আছে, আমি ওকে জানাব আপনার কথা।'

'ধন্যবাদ। মেজরের আঘাত কিরকম, সিরিয়াস কিছু?'

'তেমন সিরিয়াস না।'

'থ্যাঙ্ক গড!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'তাঁকে বলবেন আমি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছি।'

'শিওর, স্যার, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

'আমি মেজরের যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। এই মুহূর্ত থেকে হোয়াইট হাউস তাঁর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকবে। যখন সুবিধে আসতে পারেন

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মেজর।'

'ঠিক আছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল। অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলুন, গুড বাই।'

'গুড বাই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

প্যারিস। রাত আটটা।

অর্লি এয়ারপোর্টের কার পার্কিং লটে এসে দাঁড়াল গাঢ় নীল ও রুপোলী রঙের এক পাজেরো জে সিক্স। চালকসহ দু'জন আরোহী ওটায়, দুই শিখ। দু'জনই নেমে পড়ল, কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল লাউঞ্জের দিকে। একজন দীর্ঘদেহী, বড়সড় ভুঁড়িওয়ালা। হাতে ব্রীফকেস। কোমরের বেল্টের সাথে লাগানো বিশেষ হুকে ঝুলছে মোবাইল ফোন। গা থেকে দামী সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুরভুর করে। অন্যজন তার চেয়ে একটু খাটো, হালকা-পাতলা।

নির্দেশের সুরে অনর্গল পাঞ্জাবীতে কথা বলে যাচ্ছে প্রথমজন, অন্যজন তার প্রতি কথায় 'হাঁ-জী, হাঁ-জী!' করছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। বিতর্ক উচ্চারণের জন্যে কথাটা শোনাচ্ছে 'হান-জী!'

এয়ার ফ্রান্সের প্যারিস-নিউ ইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার ঘন ঘন অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে আরও জোরে পা চালাল লোক দুটো, অতিরিক্ত সুগন্ধ ছড়িয়ে মানুষের চরম বিরক্তি ও ভ্রূ-কুটির কারণ ঘটিয়ে ফরাসী বিমানের কাউন্টারের সামনে থামল।

'ওউস ইটেস জি...' প্রথম শিখের মুখ দিয়ে বিতর্ক ফরাসী বের হলো এবার।

জবাবে ফিক করে হেসে উঠল স্বর্ণকেশিনী টিকেটিং অফিসার। মাথা ঝাঁকাল। 'ওউই, মশিয়ে সুরজিত সিং। এই যে আপনার টিকেট। তাড়াতাড়ি যান, প্লেন এখনই ছাড়বে।'

'ধন্যবাদ।'

টিকেট নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সিং, সঙ্গীকে দ্রুত শেষ নির্দেশ জানিয়ে হাত মেলাল, তারপর ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল ডিপারচার গেটের দিকে। বোর্ডিং কার্ড অনুযায়ী তার সীট ছিল বাঁ দিকের জানালার পাশে, কিন্তু দেখা গেল সেটা বেদখল হয়ে আছে। অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী বসে আছে ওটায়, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

মুখ খুলতে যাচ্ছিল সুরজিত সিং, ঠিক তখনই ঘুরে তাকাল যুবতী, চোখাচোখি হতে মিষ্টি এক টুকরো হাসি দেখা দিল তার মুখে, কিন্তু ওর মধ্যেও বিস্ময় ফুটল তার চোখে। নজর নিচে নেমে স্থির হলো আগন্তুকের ভুঁড়ির ওপর। 'এ মা!' চাপা কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় বলল সে। 'কী বিচ্ছিরি ভুঁড়ি!'

চেহারার পরিবর্তন যাতে কারও চোখে পড়ে না যায়, সে জন্যে দ্রুত বসে পড়ল মাসুদ রানা। 'রূপা! তুমি!'

'দেখতেই তো পাচ্ছ!' পাইলটের সীট বেল্ট বাঁধার অনুরোধ শুনে নড়ে উঠল রূপা।

'তা পাচ্ছি। কিন্তু তুমি এখানে, এই প্লেনে কেন?'

'কি করি, কর্তার হুকুম, তাই আসতেই হলো। এইরকম কোন সিচুয়েশনে পড়েই বোধহয় কবি লিখেছিলেন, "পথ বেঁধে দিল বন্ধুহীন গ্রন্থি, আমরা দু'জন চলতি মিশনের পন্থী"।'

'ঠাট্টা কোরো না, রূপা,' সীট বেল্ট বাঁধার ফাঁকে বলল ও। 'আমি জানতাম তুমি ইটালিতে ছিলে।'

'ছিলাম।'

'তো?'

'কি "তো"?' চোখ কোঁচকাল রূপা।

'ফ্রান্সে কেন এসেছ?'

'বললাম না কর্তার হুকুম!'

'কেন?'

'নাহ, এতদিন পর দেখা, কোথায় ভেবেছি তোমার কুশলাদি জিজ্ঞেসের উত্তর নিতে গিয়ে বিরক্তি ধরে যাবে, তা না। এখন দেখছি উল্টো হয়ে গেল।'

আঙুল তুলে সিলিঙের কনসিলড্ আলোগুলো দেখাল রানা। 'প্লেন ফ্লাই করলে ওগুলো নিভে যাবে, তখন সে সব ভাল করে শুনব। এখন...'

কটমট করে তাকাল রূপা। 'গুলিটা বাঁ হাতে লেগেছে না? সাবধান থেকো, তেড়িবেড়ি করলে ওখানেই বক্সিং মারব!'

'সে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ফ্রান্সে কেন তুমি, তারওপর এই প্লেনে?'

'কেন, বুড়ো তোমাকে কিছু বলেনি আমার ব্যাপারে?'

'না তো! কি?'

'তোমাকে ব্যাক আপ করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

নেভাজ বিগড়ে গেল ওর। 'কেন?'

'তুমি আহত, সাহায্য দরকার হতে পারে, তাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বুড়োকে সত্যি সত্যি ভীমরতিতে ধরেছে।'

'কেন?' ঘুরে কাত হয়ে বসল রূপা। ট্যাক্সিইং সেরে দৌড় শুরু করার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এয়ার ফ্রান্সের প্রকাণ্ড বোয়িং ৭৪৭। ঝোড়ো দৌড় লাগাল খানিক পর।

'শোনো, রূপা, আমার কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যা বললে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে নিউ ইয়র্কে নেমেই ঢাকার ফ্লাইট ধরবে তুমি। বুড়োকে গিয়ে বলবে, আমি তোমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি, বুঝতে পেরেছ?'

ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল ও। 'উঁহুঁ! কিচ্ছু বুঝিনি।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

অনেক কষ্টে রাগ দমন করল রানা। 'বুড়ো জানে অর্ডার দিতে আর টেবিলে বসে হাতি-ঘোড়া মারতে। আমাদের কাজ যে কত কঠিন আর বিপজ্জনক, বোঝে না। এরমধ্যে তোমাকে ঠেলে দেয়া তার উচিত হয়নি।'

'নিজেকে কি মনে করো তুমি?' পাল্টা ফুঁসে উঠল রূপা। 'আমাকেই বা কি ভাবো? কচি খুকি? কিছুই...'

ড্রিঙ্কস নিয়ে এক হোস্টেসকে এগিয়ে আসতে দেখে তখনকার মত থেমে গেল ও, একটা ডায়েট কোলা তুলে নিল তার ট্রে থেকে। 'ধন্যবাদ।'

রানা নিল খানিকটা ব্র্যান্ডি। ভাবল সত্যিই কাজটা ভাল করেনি রাহাত খান।

অজান্তে নিজেকে কি ভয়ঙ্কর প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলেছে রানা, তা কেবল ও-ই জানে। মাথার ওপর গিলোটিন ঝুলে আছে, খুব সূক্ষ্ম সুতোয় বাঁধা। যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে ওটা, নাকে মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছে রানা, নিজের জান বাঁচাতেই পাগলপারা।

এরমধ্যে সাহায্য করার নামে রূপাকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে দেয়া উচিত হয়নি রাহাত খানের। হোক সে যতই ট্রেইনড। রানার হাত-পা বেঁধে দেয়া হলো এর ফলে। কেননা রূপাকেও ঠেলে দেয়া হয়েছে চরম বিপদের মধ্যে। অর্থাৎ একটা নয়, এখন থেকে দুটো জীবনের কথা ভাবতে হবে ওকে। কিন্তু সে ঝুঁকি নিতে রানা রাজি নয়, কাজেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রূপাকে ফেরত পাঠাতেই হবে।

কিন্তু ওর বোঝানোতে কাজ হবে কি না, সে ব্যাপারে নিজেরই ঘোর সন্দেহ আছে রানার। ভীষণ একবোখা আর জেদী মেয়ে রূপা, একবার যা মুখ দিয়ে বের করে, তা করেই ছাড়ে শেষ পর্যন্ত। তারওপর এ কাজটা রাহাত খানের নির্দেশে করছে ও, অর্থাৎ ডবল সমস্যা। দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেলেও ওকে ওর কর্তব্য থেকে নড়ানো যাবে বলে ভরসা হয় না। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে ব্রান্ডিতে চুমুক দিল ও।

মাথায় একটার পর একটা আইডিয়া আসছে রূপাকে ঝেড়ে ফেলার, কিন্তু কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত পথ না পেয়ে মনে মনে চরম বিরক্ত হয়ে উঠল ও, সব রাগ গিয়ে পড়ল রাহাত খানের ওপর।

'তারপর? প্ল্যান পছন্দ হয়েছে একটাও?' মৃদু গলায় বলল রূপা।

পাশে তাকিয়ে ওকে হাসতে দেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিসের কথা বলছ?'

'আমাকে খসাবার মতলব চলছিল না মাথায় এতক্ষণ?'

মুখ ফিরিয়ে নিল রানা। 'খসাবার না, নিজের জান বাঁচাতেই অবস্থা কাহিল আমার, এরমধ্যে তুমি নাক গলালে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। এই কথাটা সহজে কি করে তোমাকে বোঝানো যায়, তাই ভাবছিলাম।'

মাথা দোলাল রূপা। 'পেলে না তো? জানতাম, পাবে না। কারণ আমার মত তুমিও খুব ভাল করেই জানো বিপদ যত কঠিনই হোক, তার মুখোমুখি হওয়া একজনের পক্ষে যত কঠিন, দু'জনের পক্ষে ততটা নয়।'

'মানে তুমি মত পাল্টাচ্ছ না?'

'প্রশ্নই আসে না। এসে যখন পড়েইছি, ভেতরের সবকিছু জানতে পেরেছি, তখন ওসব মাথায় ঠাঁই দিতেই রাজি নই আমি।' চোখ ইশারায় ওর আহত হাতটা দেখাল রূপা। 'তাছাড়া এই অবস্থায় তোমার একজন সাহায্যকারী আসলেই দরকার।'

মনে মনে স্বীকার করল রানা। মুখে বলল, 'সাহায্যকারীর আবার সাহায্য দরকার না পড়লেই বাঁচি।'

'পড়তেও পারে,' দার্শনিকের মত উদাস ভঙ্গিতে বলল ও। 'কখন কি ঘটে বলা যায়?'

'তবু তুমি থাকবেই?'

'নিশ্চয়ই! ইতিহাসে পড়োনি, পৃথিবীতে যত পুরুষ বড় বড় কীর্তি রচনা করেছে, তার প্রায় সবগুলোর পিছনেই কোন না কোন নারীর অনুপ্রেরণা ছিল? বিশেষ করে সেই জন্যেই আমার আসা, যাতে তুমি...'

'তাই নাকি?' হেসে উঠে হাত বাড়াল রানা। 'কই, তোমার তরফ থেকে এখনও তেমন কিছু পাইনি তো!'

ছিটকে বাঙ্কহেডের দিকে সরে গেল রূপা। আঁধারের বুক চিরে সগর্জনে নিউ ইয়র্কের দিকে ছুটে চলল এয়ার ফ্রান্সের বোয়িং ৭৪৭।

পরদিন। ওভাল, হোয়াইট হাউস।

প্রেসিডেন্টের সুবিশাল ডেস্কের এপাশে বসে আছে রানা ও রূপা। ওদের মুখোমুখি বিশ্বের সবচেয়ে দামী সুইভেল চেয়ারে বসা প্রেসিডেন্ট। তাঁর বাঁ দিকে ডেস্কের মাথায় বসা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

প্রেসিডেন্টের হাতে পিন-আপ করা কয়েকটা কাগজ, কম্পিউটার প্রিন্ট আউট। বুশরা ফাতমি মোসাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যা যা জানতে পেরেছে, সব একটা বড় কাগজে লিখে রানার হাতে তুলে দিয়েছিল, ওটা তার কপি। আসলটাও তাঁর সামনেই রয়েছে। প্রতিটা তথ্য খুব মন দিয়ে পড়লেন প্রেসিডেন্ট, বারবার। তারপর নীরবে ওগুলো তুলে দিলেন অ্যাডমিরালের হাতে। চেহারায় আগের দিনের সেই শীতল ক্রোধ ফুটে উঠেছে। মুখ টকটকে লাল।

'হিট টীমের নেতৃত্ব দেবে ইউরি দান?' বহু দূরাগত কণ্ঠে বললেন তিনি। অন্যমনস্ক।

মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। ওরফে বেনি কাদাল ওরফে কেনি অ্যান্ডারসন। লোকটার এক নম্বর টার্গেট ইয়াসির আরাফাত। তারপর আরব বিশ্বের আর যতগুলো মাথা কেটে ফেলা যায়...'

'গড অলমাইটি!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এর বদলে যদি নিউ ইয়র্কে একটা নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানোর প্ল্যান করত ওরা, তাহলেও হয়তো এত শকড়

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

হতাম না। জিয়াস!'

অ্যাডমিরাল সোজা হয়ে বসলেন, রিপোর্টটা রেখে দিলেন সামনে। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, রানা।-এরকম ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ করলে মানায়, কিন্তু একটা দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তার প্রধানমন্ত্রী এমন জঘন্য ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেবে, এ তো...' সঠিক শব্দ খুঁজে না পেয়ে থেমে গেলেন।

'সময় থাকতে বিষ দাঁত না ভেঙে দুধ-কলা দিয়ে এই কালসাপকে পুষেছেন আপনারা,' অ্যাডমিরালের উদ্দেশে বলল ও। 'ওদের হাজারো অন্যায় দেখেও চোখ বুজে থেকেছেন, অন্ধ সমর্থন দিয়ে এসেছেন, এ তারই ফল। এখন আর ছোটদের কামড়ে সুখ পাচ্ছে না ওরা, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত প্রভুদেরও ছোবল মারতে ফণা তুলেছে।'

বুকের অপমানে কালো মুখের ওপর থেকে সরে প্রেসিডেন্টের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। তাঁর চেহারাও খুব একটা সুবিধের লাগল না। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, স্যার। আপনার মুখের ওপর এতবড় এক চরম সত্যি কথা বলার সুযোগ জীবনে আর হয়তো পাব না, তাই বলে ফেললাম। তবে সে জন্যে আমি ক্ষমা চাইতেও রাজি নই। কারণ কথাটা বলে আমি যে কোন অন্যায় করিনি, ইতিহাস তার সাক্ষী।'

রক্ত যেটুকুও বা ছিল অ্যাডমিরালের মুখে, গড়িয়ে নেমে গেল, চোখের পলকে মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। বিস্ফারিত চোখে একবার ওকে দেখছেন তিনি, একবার প্রেসিডেন্টকে। রূপাও আড়ষ্ট। মানুষটার কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে। মনে মনে রানার ওপর চটে আগুন।

কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঙুলের নখ পরীক্ষা করলেন প্রেসিডেন্ট, দুই হাতের তালুতে চোখ বোলালেন। তারপর অবিশ্বাস্যরকম শান্ত গলায় বললেন, 'আমিও বলছি না আপনি মিথ্যে বা অন্যায্য কিছু বলেছেন, ইয়াং চাপ। তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যেসব শুরু থেকে একই নিয়মে চলতে চলতে এক সময় রীতিতে পরিণত হয়। অনেকটা সংস্কারের মত হয়ে ওঠে।

'ইসরাইলের ক্ষেত্রে আমার দেশ এতদিন যা করে এসেছে, সেটাও ওরকম এক সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবেই এর অবসান চাই। চাই বলেই এই সম্মেলনের আয়োজন করেছি। কিন্তু তা নিয়ে যুক্তিতর্কের সময় পরেও পাওয়া যাবে। আমি এখন প্যারিসে কি ঘটেছে, আপনার মুখ থেকে তার পুরোটা শুনতে চাই, ইফ ইউ প্লীজ।'

'নিশ্চই, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

মাঝে একবারও বাধা না দিয়ে পুরো ঘটনা শুনে গেলেন তিনি, রানার বলা শেষ হতে দীর্ঘ সময় স্থাণুর মত বসে থাকলেন। 'বুশরার লাশ কোথায়?' পেপার

নাইফ নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে প্রথম প্রশ্নটা করলেন।

'আমার এক বন্ধুর জিম্মায়, স্যার। আজ-কালকের মধ্যে ওর পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'হিট টীমের নেতা সম্পর্কে কি জানেন?'

'হিট টীমের নেতা সম্পর্কে কি জানেন?'

'সেরা ম্যানিয়াক লোকটা। ভয়ঙ্কর খুনী। ড্রাগ অ্যাডিক্ট। নানান বয়সের তেরোজন মেয়েকে খুন করার অপরাধে জেল আদিব হাইকোর্ট পঞ্চাশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিল লোকটাকে। কিন্তু দু'বছর জেল খাটার পর মোসাদ তাকে বের করে নিয়ে যায়। ট্রেনিং দিয়ে আরও এক্সপার্ট খুনী বানিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে শুরু করে।'

'পার্টিনে আনলাকি হওয়ার কথা ছিল,' মৃদু গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'অথচ হয়েছে উল্টো। বাট, জাস্ট আ মিনিট! মেয়রের রিপোর্টে তো নাম ছাড়া তেমন কিছু দেখলাম না, এর সম্পর্কে আপনি এত খবর জানলেন কি করে তাহলে?'

'গত দু'দিনে জোগাড় করেছি আমি,' রানা বলল।

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'লোকটা তাহলে প্যারিসে?'

'হ্যাঁ। কাল নিউ ইয়র্ক পৌঁছাবে।'

ছেলে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন তিনি। 'এখানেও দেখছি উল্টোটা ঘটেছে!'

রানা লাফিয়ে উঠল। 'পার্ডন?'

রূপার দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর রানার দিকে। 'জেনারেল খানের মুখে শুনেছি ওখানকার মোসাদ সেল আপনাকে খুঁজে হয়রান। আপনি আত্মগোপন করে আছেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনিই ওদের খোঁজ খবর নিয়ে বেড়িয়েছেন।'

'ঠিক তা নয়, মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' লজ্জা পেল ও। 'কয়েকজনো আমার সহকর্মীরা জোগাড় করেছে।'

'হুঁম!' খানিক বিরতি। 'আপনার জখমের অবস্থা কেমন?'

'এখন কিছুটা ভাল, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ। দু'দিন বিশ্রাম পেলে পুরো সেরে যাবে আশা করছি।'

'তারপর? সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যাবেন নিশ্চয়ই?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। প্রেসিডেন্ট ও অ্যাডমিরাল বিস্মিত হয়ে ওর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করলেন-চাউনি একেবারে নরম হয়ে গেছে ওর। হিম ঘার নিষ্প্রাণ, দেখলে পিলে চমকে ওঠে। তার সাথে যোগ হয়েছে পশুসুলভ হিংস্রতার আভাস। বড় রকম ধাক্কা খেলেন দু'জনেই।

'না,' চাউনির মত একইরকম ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। 'বুশরা হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তবে যাব। ওর আত্মদান যাতে বৃথা না যায়, সম্মেলন সময়মত অনুষ্ঠিত হয়, সে ব্যবস্থা করে দেশে যাওয়ার কথা ভাবব।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

চকিতে হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, চোখাচোখি হয়ে গেল। 'আপনি বলতে চাইছেন...!'

'হ্যাঁ। আমি কেবল আপনার সাথে দেখা করতেই আসিনি, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। আসল কাজে...'

ঝুঁকে এলেন হ্যামিলটন। 'কিন্তু তুমি তো পুরোপুরি সুস্থ নও, রানা।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমি সুস্থ, স্যার।'

দীর্ঘ নীরবতা।

'আপনার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাবের প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধা আছে আমার,' প্রেসিডেন্ট বললেন। '"স্নোক ক্যাট" মিশনের আগেও আপনার মধ্যে এই ভাবটা দেখেছি আমি। তখন অবশ্য খুব বেশি ভরসা করতে পারিনি। কিন্তু আজ কোন দ্বিধা নেই, আমি বিশ্বাস করি আপনি পারবেন।'

'কাজটা এমনিতেও করতে হত আমাকে। কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী হুমকি আছে জেনেও নিউ ইয়র্ক সফর বাতিল করতে রাজি নন। নির্দিষ্ট সময়ই আসছেন উনি। কাজেই...' থেমে শ্বাস নিল ও। 'তাঁর নিরাপত্তার জন্যে যথাসম্ভব করতেই হবে।'

আবার কিছু সময়ের নীরবতা। 'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, মেজর,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'গো অ্যাহেড সেন। আমিও চাই না এ ধরনের কোন ধ্বংসাত্মক কাজে সফল হোক মোসাদ। এনাফ ইজ এনাফ। আপনি লেগে পড়ুন। আমেরিকা আছে আপনার পিছনে।'

অ্যাডমিরাল মাথা দোলালেন। 'হ্যাঁ, রানা। আমরা চাই তুমি সফল হও, ওদের বিষদাঁত ভেঙে দাও। এ জন্যে যতরকম সাহায্য দরকার, আমরা করব। তুমি শুধু বলো কি কি প্রয়োজন।'

'ধন্যবাদ, স্যার। ধন্যবাদ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। কোন সাহায্যের দরকার নেই। যদি করতেই চান, তাহলে একটা সুবিধে করে দিতে পারেন।'

আরেকবার দৃষ্টি বিনিময় হলো প্রেসিডেন্ট ও অ্যাডমিরালের। 'সুবিধে? সেটা কি?' হ্যামিলটন বললেন।

'এফবিআই, পুলিসসহ আপনাদের যত প্রাইভেট প্রয়োগকারী সংস্থা আছে, সবাইকে বলে দিন তারা যেন আমাদের কোন কাজে বাগড়া দিতে না আসে।'

'বাস!' তাজ্জব হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। 'এইটুকুই?'

'হ্যাঁ, মিস্টার প্রেসিডেন্ট। এইটুকুই। যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় হানা দিতে হতে পারে আমাদের, ওরা যেন ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে।'

'অবশ্যই! মনে করুন, হয়ে গেছে কাজটা। কিন্তু...আপনি শিওর আর কোন সাহায্য দরকার নেই?'

'মোর দ্যান শিওর, স্যার।'

চার

নিউ ইয়র্ক শহরতলির এক ফার্ম হাউস। অন্তত বাইরে থেকে দেখলে সেরকমই মনে হয় ওটাকে, কিন্তু ভেতরের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম। পরিবেশে কেমন একটা অফিস অফিস গন্ধ আছে। যারা আছে, তাদের কাজকর্মও অনেকটা অফিসারদের মতই।

সামনের রুমের বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে সবাই, নিচু গলায় আলাপ করছে। হাউসের কয়েকটা টেলিফোন সেটের একটা রয়েছে টেবিলটার মাঝখানে, মাঝেমধ্যে বেজে উঠছে ওটা। এ ছাড়া আরও কয়েকজন আছে ভেতরে, অন্য কাজে ব্যস্ত। অত্যাধুনিক সমস্ত অস্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছে তারা। এম-সিক্সটিন আছে ওর মধ্যে, আর আছে ইসরাইলের তৈরি দুনিয়ার সেরা অটো পিস্তল–উজি। কয়েক পদের হ্যান্ড গ্রেনেড ও নানা ধরনের পিস্তল। সব নতুন। রানা এজেন্সির সেফ হাউস ওটা। সামনের রুমে টেবিল ঘিরে যারা বসা, তাদের মধ্যে আছে রানা, রূপা, রকি, আজাদ ও আরও দু'জন। শেষের দু'জন একটু আগে এসেছে শহর থেকে। আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স এদের।

রকি ও আজাদ এজেন্সির লন্ডন অপারেটর, রানার জরুরী কল পেয়ে এসেছে। রকির উচ্চতা পাঁচ ফুট সাতের মত, গাট্টাগোট্টা মজবুত দেহ। বয়স তেইশ-চব্বিশ। আজাদ বিশালদেহী, ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। দৈর্ঘ্যেও কম নয়, বুকের ছাতি একচল্লিশ ইঞ্চি। বয়স রকির মতই।

এরা দু'জন বাংলাদেশ আর্মির কমান্ডো বাহিনীর জন্যে মনোনীত হয়েছিল, কিন্তু ট্রেনিঙের চূড়ান্ত পর্যায়ে সামান্য দৈহিক ত্রুটি দেখা দেয়ার ফলে বাদ পড়ে যায়। বাহিনীতে কর্মরত এক বন্ধুর মাধ্যমে খবরটা শুনে ওদের ডেকে পাঠায় রানা, নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়ে মনের মত করে গড়ে নেয়। ওর বর্তমান সহকর্মীদের মধ্যে কমান্ডো লড়াইয়ে এই দুটিই সেরা। কেউ কারও চেয়ে কম নয় ওরা।

বিকেল চারটায় আবার বেজে উঠল টেলিফোন। প্যারিস থেকে এসেছে। রানা ধরল। 'ইয়েস!...এক ঘন্টা ডিলেড?...আচ্ছা, আচ্ছা!...কেনি অ্যাডারসন?...গট দ্যাট। অ্যাঁ? হা-হা-হা! শেষ পর্যন্ত পাদ্রী? সঙ্গে চার নান? বেশ বেশ। ঠিক আছে, আমরা রিসিভ করব ওদের। হ্যাঁ। ধন্যবাদ, বলবিন্দর সিং। হা-হা-হা!'

রিসিভার রেখে রূপার দিকে তাকাল রানা, তারপর একে একে অন্যদের দিকে। 'ওরা আসছে। প্যারিস ছেড়েছে প্লেন, রাত ন'টায় ল্যান্ড করবে। কবির,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আসাদ, বেরিয়ে পড়ো। তোমাদের খবরের আশায় থাকব আমরা।'

শেষের দু'জন চেয়ার ছাড়ল।

রাত এগারোটা। প্রকাণ্ড আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে ঘাড় কাত করে তাকিয়ে আছে ইউরি দান। ওয়ার্ডে বেশি কাদাল। পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্রে তার নামের জায়গায় লেখা: কেনি অ্যান্ডারসন।

নিজেকে দেখছে না সে, দেখছে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীটিকে। শুধু 'আন্ডারগার্মেন্টস পরে আছে যুবতী—ব্রা ও হাই-কাট প্যান্টি। দুটোই উজ্জ্বল নীল রঙের। অদ্ভুত সুন্দরী সে। সোনালী চুল, নীল চোখ। চাউনি মায়া ভরা।

একভাবে তাকিয়ে আছে আন্ডারসন। একটু আগে প্যারিস থেকে এসেছে সে, অথচ চেহারায় ক্লান্তির চিহ্নও নেই। ঘুমের অভাব বা জেট ল্যাগ, ওসব কোন ব্যাপারই নয় তার কাছে। কেবল দুটো জিনিসের জোগান ঠিক থাকলেই সব ঠিক—জার পছন্দের ড্রাগ ও মেয়ে।

এদিক ঠিক থাকলে দুনিয়ার কাউকে, কোন কিছুকে পরোয়া করে না সে। নিজের কাটাকুটির দাগ ভরা মুখটা দেখল ইউরি দান। গর্বে বুক ভরে উঠল। টাকা, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, কি নেই তার? সবই আছে, এবং যথেষ্টর তুলনায় অনেক গুণ বেশিই আছে। এসব দিক থেকে সে প্রায় ঈশ্বরের মতই ক্ষমতাবান।

ইচ্ছেমত মানুষ মারার ক্ষমতার অধিকারী সে—বিশেষ করে মেয়েদের। কোন মেয়ের সাথে দ্বিতীয়বার মিলনে তৃপ্তি পায় না দান, একবারেই শেষ। এবং বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে গিয়ে তাদের প্রায়ই মেরে ফেলে সে। যদি কোন মেয়ে তার পরও বেঁচে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে পূর্বপুরুষদের কারও পুণ্যের জোরে ঘটেছে ব্যাপারটা।

তার এই দাবি মেটাতে মোসাদ নিত্য নতুন মেয়ে সরবরাহ করে থাকে। অল্পবয়সী, সুন্দরী তরুণী-যুবতীদের 'নারী কমান্ডো ইউনিট'-এর নামে তিড়ুটি করে ছেড়ে দেয় 'প্রশিক্ষক' ইউরি দানের অধীনে। তাদের সে ট্রেনিং দেয় ঠিকই, সেই সঙ্গে তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে।

এমনি এমনি তাকে এত খাতির করে না ওরা, করে উপযুক্ত কারণ আছে বলে। পৃথিবীতে এমন কোন নৃশংসতা নেই যা দান ঘটাতে পারে না। তার বাপ ছিল কুলি, মা বেশ্যা। নোংরা পরিবেশে জন্মে চারদিকে নোংরামি দেখতে দেখতে কখন যে নিজের মনটাও ওইরকম হয়ে গেছে, নিজেও জানত না দান। জানল চোদ্দ বছর বয়সে, পাঁচ বছরের বস্তিবাসী এক মেয়েকে ধর্ষণের পর ছুরি মেরে খুন করার পর।

মিলনে যত না আনন্দ পেয়েছে দান, তার হাজার গুণ বেশি পেয়েছে শিশুটিকে খুন করে। ব্যাপারটা আসলেই তাই, নাকি অন্য কিছু, পরীক্ষা করে দেখার জন্যে পরের দেড় বছরে আরও তিনটি মেয়েকে একইভাবে হত্যা করে

সে। কেবল ছুরি মেরেই নয়, কাউকে গলা টিপে, কারও ঘাড় মটকে দিয়ে। খুনের পদ্ধতি যাই হোক, প্রতিবার একইরকম তৃপ্তি লাভ করেছে ইউরি দান। যদি কখনও কোন মেয়েকে হত্যা না করেও পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যেত, ভারী অবাক লাগত তার। কেবে পেত না কি করে সম্ভব হলো ব্যাপারটা।

মোট উনচল্লিশটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে দান। শিশু থেকে যুবতী, সব বয়সী মেয়ে ছিল এর মধ্যে এবং খুনগুলো সে এমন কায়দায় করেছে, পুলিসের বাপেরও সাধ্য ছিল না তাকে ধরে। কিন্তু কথায় বলে, চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন।

তার বেলায়ও সেই একদিন এল। ব্যাপারটা হয়তো ঘটত না যদি দান সতর্ক থাকত। কিন্তু ছিল না সে। ধরা না পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় শেষ দিকে অসতর্ক হয়ে উঠেছিল সে, এবং নিজের হিসেবে উনচল্লিশ ও পুলিসের হিসেবে তেরোতম খুনটা করার পর ধরা পড়ল। খবরের কাগজে তার হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা পড়ে শিউরে উঠল মোটা ইসরাইল।

মামলা চলার সময় তার আরেক পরিচয় জানা গেল। দেশের সবচেয়ে বড় ড্রাগস ব্যাপারী সে। দশ বছর ধরে ছদ্মনামে এই ব্যবসা করে কোটি কোটি ডলারের পাহাড় গড়ে তুলেছে সুইস ব্যাঙ্কে। তাকে ধরার জন্যে পুলিস ডজনবার রেইড করেছে তার বিভিন্ন গোপন আস্তানায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবারই। দান ছিল না বলে নয়, সে ধরা দেয়নি বলে।

পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে পালিয়ে গেছে। সে লড়াইও ছিল রীতিমত ওস্তাদী লড়াই, গেরিলা যুদ্ধের অদ্ভুত সব কৌশল খাটিয়ে ডজনকে ডজন পুলিসকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে দান। একটা আঁচড়ও লাগেনি তার গায়ে। পঞ্চম ও শেষবার অভিযান চালায় আর্মি, সেবারও একই ফল হলো। দলের অর্ধেকেরও বেশি সদস্যকে হতাহত করে সরে পড়ল ইউরি দান।

বিচার চলার সময় শেষের বিষয়টা নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে গেল দেশে, পুলিস ও সেনাবাহিনী অযোগ্যতার অভিযোগে নিন্দিত হলো। প্রশ্ন উঠল, জনগণের করের টাকায় পালিত এইসব বাহিনীতে এমন উপযুক্ত কেউই কি ছিল না এমন এক অপরাধীকে পাকড়াও করার?

বিষয়টা নিয়ে যখন তুমুল বিতর্ক চলছে, মোসাদ চীফ চাইম হেরযোগের মাথায় তখন অন্যরকম এক সম্ভাবনার চিন্তা খেলে গেল। ওটাকে ঘষেমেজে চোখা করতে করতেই পঞ্চাশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল দানের। তার কয়েদ খাটার মেয়াদ ছয় মাস পুরো হওয়ার পর একান্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্যে প্রাইভিয়াটা পাড়ল হেরযোগ।

দেশের স্বার্থে আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে আরব 'চক্রান্তকারীদের' প্রায়ই 'হাত' করার প্রয়োজন দেখা দেয় ইসরাইলের, প্রতি বছর অন্তত দুই-একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাতেই হয়, এসব কাজ আমরা ইউরি দানকে দিয়ে করাই

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

না কেন? ও একটা প্রতিভা, ওকে জেলে পচিয়ে মারার কোন অর্থ হয় না।

আইডিয়াটা পছন্দ হলো প্রধানমন্ত্রীর, দু'বছরের মাথায় জেল থেকে নতুন নাম-পরিচয় নিয়ে বেরিয়ে এল সে। মোসাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ইউরি দানের, এমন কিছু নেই যা তাকে দেয়নি ওরা। যখন যা পেতে ইচ্ছে হয়েছে, মুখ ফুটে একবার বললেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় লাভ যেটা হয়েছে, তা হলো এখন তাকে দেশে আগের মত লুকিয়ে বেড়াতে হয় না। বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারে সে। দেশের সরকারী মহলে ভিভিআইপির মর্যাদা পায়। ওসবের মজাই আলাদা।

তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শে 'নারী কমান্ডো ইউনিট' গঠন করেছে মোসাদ, তাকে, যেমন খুশি যৌনাচারের পথ করে দিয়েছে, তার আটকে নেয়া সমস্ত অ্যাকাউন্ট নতুন নামে ওপেন করে দিয়েছে। তাকে মাদক সরবরাহ করে চলেছে। এক জীবনে এরচেয়ে বেশি আর কি প্রয়োজন মানুষের?

এই জন্যেই প্রায় সময় নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য মনে হয় ইউরি দানের। এ মুহূর্তেও সেরকম মনে হচ্ছে। কেননা এই মেয়েটার জীবন-মরণ এখন সম্পূর্ণ তার মর্জির ওপর নির্ভর করছে। চাইলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সে, না চাইলে মেরে ফেলতেও পারে। কোন তফাৎ নেই দুটোয়, কিছু আসবে যাবে না। এক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টিই মূল কথা, আর সব কোন ব্যাপার নয়।

নিজের দলের চার মেয়ে রয়েছে তার সঙ্গে, কিন্তু ওরা 'ব্যবহৃত', ওদের দিকে জীবনে ফিরেও তাকাবে না সে আর। অত্যন্ত বিপজ্জনক এক মিশন নিয়ে এসেছে দান, এ সময় 'অব্যবহৃত' মেয়ে থাকলে সমস্যায় পড়তে হত। কেউ মরে-টরে গেলে আসল সময় লোকসংখ্যা কমে যেত, তাই ঝুঁকিটা সে ইচ্ছে করেই নেয়নি। অন্য মেয়ে দিয়ে কাজ সারবে ঠিক করে এসেছে।

এই মেয়েটি আমেরিকান, এখানকার সঙ্গীরা জোগাড় করে দিয়েছে। সেই সাথে অনুরোধ করেছে তাকে সংযত থাকতে, খুন-খারাবি এড়িয়ে চলতে। নইলে ঝামেলা বেধে যেতে পারে।

'অ্যাই মেয়েছেলে!' ডাকল দান। শব্দটা উত্তেজিত করে তুলল তাকে।

এর অর্থ সে ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে। মেয়েটা কিছু নয়, একটা খেলনা শুধু, তাকে আনন্দ দানের জন্যেই জন্মেছে। পৃথিবীতে আর কোন কাজ নেই মেয়েটার, থাকতে পারে না।

কিন্তু জবাব দিচ্ছে না কেন হারামজাদী! ওপর থেকে নেমে আসা গোলাকার, স্নিগ্ধ আলোর বৃত্তের সামান্য বাইরে রুমের জেট-ব্ল্যাক কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। খালি পা। উরু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার ওপরের রহস্যময় জগৎ অন্ধকারে।

'অ্যাই!' আবার ডাকল সে।

মেয়েটি নিরুত্তর। যেন শুনতে পায়নি।

নিঃশব্দ হাসি ফুটল দানের ভয়ঙ্কর মুখে। নির্দয় হাসি। হাত বাড়িয়ে একটা নরম, দামী চামড়ার পাউচ টেনে নিল। ভেতর থেকে বের করল একটা ছোট আয়না, একটা স্লাগ কিট ও একটা রুপোর লম্বা, গোল কন্টেইনার। ওগুলো নিয়ে ছোট এক টেবিলে রাখল সে, একটা ক্রোম চেয়ার টেনে বসল।

কন্টেইনার থেকে আয়নার ওপর তুষার সাদা পাউডার ও গুঁড়ি গুঁড়ি লাল ক্রিস্ট্যালের মিক্সচার ঢালল। রেজার দিয়ে নেড়েচেড়ে আরও ভাল করে ওগুলোকে মেশাল দান, তারপর অত্যন্ত হাতে সরু করে কেটে সমান চার ভাগে ভাগ করল। পাউচ থেকে এবার একটা সরু রুপোর টিউব বের করল সে, ওটার এক মাথা মিক্সচারের এক ভাগের ওপর রেখে অন্য মাথা নাকে ঠেকিয়ে সজোরে গভীর দম নিল। অদৃশ্য হয়ে গেল ভাগটা।

কয়েক মুহূর্ত দম বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে ছাড়ল লোকটা, অন্য নাক দিয়ে আরেক স্লাগ টেনে নিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। জায়গামত পৌঁছে গেছে নেশা। স্বর্গীয় একটা অনুভূতি একটু একটু করে গ্রাস করতে শুরু করেছে তাকে। কোকেন, অ্যামফেটামিন ও ডিক্যালসিয়াম আসফিনেটের কড়া ডোজ। সংক্ষেপে বলা হয় ডি-ক্যাল।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে মেয়েটাকে কাছে ডাকল দান। এবারও সাড়া দিল না সে। খেপে গেল লোকটা, চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, মেয়েছেলে! ডাকছি কানে যায় না?' এবার কাজ হলো, এক পা এগোল মেয়েটা।

কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না সে, ভাবল ও তাকে তেমন গ্রাহ্য করছে না। তড়াক করে উঠে পড়ল দান, দ্রুত দু'তিন পা এগিয়ে তার ঘাড়ের কাছের চুল শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে জোর এক ঝাঁকি লাগাল। 'আমি যখন যা হুকুম করি, সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করবে, শুনেছ?' আরেক ঝাঁকি লাগাল সে, ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে উঠল মেয়েটার।

'হ্যাঁ।'

আবার ঝাঁকি লাগাল দান, দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার!'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'গুড। এর খানিকটা পেতে ইচ্ছে করে?' বাকি দু'ভাগ ডি-ক্যাল ইঙ্গিত করল।

'কি ওগুলো?'

'স্বর্গ, মাতারি! স্বর্গের স্বাদ।'

মাথা নেড়ে কোনরকমে 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিল মেয়েটি।

অমনি আবার চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল দানের। চুল ছেড়ে অন্য হাত ঘুরিয়ে পর পর দুটো চড় মারল সে, উত্তেজনায় ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল। ভেতরে স্বর্গীয় আনন্দের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ায় প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কাঁপছে থরথর করে। 'আমার কাছে কিছু চাইতে হলে ভিক্ষে চাওয়ার মত করে চাইতে হয়, মাগী!'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

খদ্দেরকে চটানো যাবে না, তাই এত অপমান নীরবে সহ্য করে নিল মেয়েটি, তার নির্দেশ দেয়া কায়দায় অনুসরণ করল। জবাবে ঘাড় ধরে তাকে টেবিলটার দিকে সজোরে ঠেলে দিল দান। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল সে, শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে সামলে নিল।

ঘুরে এক পলক দেখল লোকটাকে। এরকম এক জানোয়ারের সাথে একটা গোটা রাত কাটাতে হবে ভাবতেই গায়ের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল, ইচ্ছে হলো ঝম ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ লোকটার বন্ধুরা তাকে এক রাতের জন্যে যে টাকা দিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। পঞ্চাশ রাতেও অত টাকা তার রোজগার হয় না।

এই সামান্য কারণে চলে গেলে টাকাটা তার ফেরত দিতে হবে, তার পরও এর বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করা হবে। নিজের গুডউইল নষ্ট হবে, তা সে চায় না। তার এই পেশার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নেই, একবার বদনাম হয়ে গেলে বিপদ। কারণ এসব খবর বাতাসের আগে ছড়ায়। খদ্দের আর যা-ই হোক, পয়সা দিয়ে কোন অবাধ্য মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চাইবে না।

মন শক্ত করল মেয়েটা, ইউরি দানের মত একই রকম অভাব, কায়দায় মিশ্রচারের বাকি দুই ভাগ টেনে দিল নাক দিয়ে। নেশা মাথাচাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে, শিউরে উঠল সে। চোখের সামনের সবকিছু মনে হলো দূরে সরে যেতে শুরু করেছে, যেন প্রশস্ত ড্রেন দিয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় যেন।

এরপরের বাকি ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে গেল। এত দ্রুত যে কিছু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না মেয়েটা, যা-ও বা পারল, কাউকে বলে যাওয়ার সময় পেল না। ব্রা আর প্যান্টিতে প্রায় একযোগে প্রচণ্ড টান অনুভব করতে শুরুল ওগুলো ছিঁড়ে নামানো হচ্ছে। কাজটায় দানকে সাহায্য করতে চাইল সে, ফল হলো উল্টো।

রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল লোকটা, সবল দুই হাতে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে, আছড়ে ফেলল কাঠের কফি টেবিলের ওপর। চুরমার হয়ে গেল ওটা, সেদের এখানে-সেখানে, মুখে, উষ্ণ তরল গড়াতে শুরু করেছে টের পেল সে। আতঙ্কে নেশা কেটে গেল, প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না।

ওখান থেকে তুলে তাকে কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে মারল দান, শেষ মুহূর্তে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত নিজের মুখের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে দেখে মুখ সরিয়ে নেয়ার দুর্বল চেষ্টা করল মেয়েটা। হলো না। মাথার মধ্যে কিছু একটা বিস্ফোরিত হতে চিরতরে জ্ঞান হারাল সে। কিন্তু দানের তখন কোনদিকে খেয়াল নেই, নিথর দেহটা নিয়ে সে ব্যস্ত। প্রলাপ বকছে নেশার ঘোরে।

ঝড় থেমে যেতে হুঁশ হলো তার, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার দিকে। 'বেশ্যা!' ডাকল সে।

জবাব নেই। নড়লও না মেয়েটা।

ও আবার তাকে অগ্রাহ্য করছে ভেবে রেগে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ

সন্দেহ হলো, কোথাও কোন গোলমাল আছে। একটু আগেও গোঙাচ্ছিল মেয়েটা, এখন একদম নীরব। কেন?

আতঙ্কের হিমশীতল একটা ধারা বয়ে গেল দানের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে। সর্বনাশ! যা করার নিজের করা হয়েছিল, তাই করে বসেছে সে। মেরে ফেলেছে মেয়েটাকে। এখন? চোখ দিয়ে বন্ধ করে দাঁতে দাঁত পিষল।

হারামজাদী, বেশ্যা মাগী! মনে মনে বলল সে, অন্ধ আক্রোশে ফুঁসছে। ও-ই দায়ী এ জন্যে, আমি নই।

রাত সাড়ে এগারোটা।

শহরতলির ফার্মহাউস থেকে একটা কালো ফোর্ড ভ্যান বেরিয়ে এল। আক্কাদ ড্রাইভ করছে, পাশে রানা। পিছনের সীটে বসেছে রূপা ও বকি। আগাগোড়ার তুলনায় ওরা বেশ মোটাসোটা দেখাচ্ছে সবাইকে। এর কারণ টি-শার্টের ওপর লাইটওয়েট কেভলার বডি আর্মার গায়ে দিয়েছে ওরা, তারওপর শার্ট।

এক রঙা শার্ট-প্যান্ট সবুজ বা গাঢ় নীল রঙের। পরনে গাঢ় কালো-লিভাই'স, আঁধারে কালো মনে হবে এই যা। পায়ে কেডস।

সবার পায়ের কাছে রয়েছে একটা করে উজি অটো পিস্তল, ফুল লোডেড। উজি দুনিয়ার সেরা অটো পিস্তল। তাই ওটাকেই কাঁটা তোলার কাঁটা হিসেবে বেছে নিয়েছে রানা। তার সাথে দুটো করে এক্সট্রা ম্যাগাজিন, হ্যান্ড গ্রেনেড ও দুটো করে ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড। আর আছে সাধারণ পিস্তল, যার যার পছন্দ অনুযায়ী। আর্মির গোটা একটা প্লাটুনের সাথে লড়াই করার জন্যে যথেষ্ট।

ফার্মের প্রাইভেট রাস্তা ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে এল ভ্যান, ম্যানহাটনের দিকে ছুটল তুমুল গতিতে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না, মিনিট দশেক চলার পরই ভেতরের ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস!'

'আসাদ বলছি, মাসুদ ভাই।'

'আসছি আমরা, আসাদ।'

'দরকার নেই, ফিরে যান।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ওর। 'কেন?'

'চিড়িয়া ভাগছে।'

'কেন?' একই ভঙ্গিতে বলল রানা।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু আগে হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে বডিগার্ডদের একজনকে কি যেন বলল ব্যাটা। তারপর দু'জনে মিলে ভেতরে গেল। এক মিনিট দুই-তিন পর ফিরে এসে গাড়িতে চেপে বসল। মোটামুটি বাজই মনে হলো ওদের। মনে হয় ভেতরে কিছু ঘটিয়েছে ব্যাটা।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল রানা। 'তোমরা কোথায়?'

'ফলো করছি। আমি সামনে, কবির পেছনে। হোল্ড ইট!'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কি হলো?'

'ওর গাড়ির গতি কমছে, মনে হয়...হ্যাঁ, থামছে। একটা লোক...একটা লোককে তুলে নিল এইমাত্র। আবার চলতে শুরু করেছে। লোকটার চেহারা চেনা যাচ্ছে না দূর থেকে।'

'পরে চিনলেও চলবে,' রানা বলল। 'দীপ গোয়িং। কোনদিকে যাচ্ছে ওরা?'

'মনে হয় মূল ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছে।'

'হতে পারে।' আবার কিছু ভাবল রানা। 'ঠিক আছে, আসাদ। আপাতত ফিরে যাচ্ছি আমরা।'

'ওকে, মাসুদ ভাই। আমরা লেগে আছি, খবর হলেই জানাব।'

'থ্যাঙ্ক, আউট।' রিসিভার রেখে আজাদের দিকে তাকাল ও। কিছু বলতে হলো না, আলোচনার সারমর্ম বুঝতে পেরে গাড়ির গতি আগেই কমিয়ে দিয়েছে সে। ঘোরাবার জায়গা খুঁজছে।

পিছন থেকে রূপা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'লাল বেরিয়ে পড়েছে ওবাড়ি থেকে,' রানা বলল। 'আর কোথাও যাচ্ছে। আসাদের ধারণা কিছু ঘটেছে এখানে।'

'অথবা নিজেই ঘটিয়েছে,' আজাদ মন্তব্য করল। 'মেয়েটাকে হয়তো যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়,' রানা বলল।

'আসাদ-কবিরের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়নি তো?' প্রশ্নটা আচমকা বেরিয়ে এল রূপার মুখ দিয়ে।

জবাব দিতে গিয়ে খানিক ইতস্তত করল রানা। 'সম্ভাবনা কম। ফলো করতে গিয়ে ধরা পড়ার মত কাজ ওরা করবে না। এরমধ্যে দু'বার ড্রেস বদলেছে ওরা, দু'বার গাড়ি বদল করেছে পরস্পরের মধ্যে। কাজেই ধরা পড়ার চান্স খুব কম।'

গভীর রাতে আবার বাজল ফার্মহাউসের ফোন।

পাঁচ

রাত দেড়টা।

ফার্ম হাউস ছেড়ে আবার বেরিয়ে এল ফোর্ড ভ্যান, হাইওয়েতে উঠে মুখ ঘুরিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটল। এবারও ম্যানহাটনের দিকেই চলেছে ওটা, তবে ভিন্ন ঠিকানায়। রাস্তায় ট্রাফিকের চাপ কমে এসেছে, তাই বেশ জোরেই ছুটছে ভ্যান, বেঁধে দেয়া গতিসীমার তোয়াক্কা করছে না আজাদ।

করার কোন প্রয়োজনও নেই, কেন না লিমিট ব্রেক করার অপরাধে পুলিস

তেড়ে আসবে না। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে। এনওয়াইপিডি-র কাছে ভ্যানের নাম্বার আছে, বলা আছে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে ডাকা না হলে ওটার ধারেকাছেও যাওয়া চলবে না।

টানা পনেরো মিনিট দৌড়ে নির্দিষ্ট ঠিকানার সিকি মাইল আগে গতি কমাল আজাদ। পথের পাশে ব্যাক পাইট জ্বেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা টয়োটা ক্রাউন, ওটার পাশে দাঁড় করাল ভ্যান। আসাদ বেরিয়ে এল ওটা থেকে। হাইওয়ের এই জায়গাটা মোটামুটি নির্জন, দু'দিকে পয়সাওয়ালাদের আবাসিক এলাকা। আর আছে কয়েকটা গ্যাস স্টেশন, শপিং সেন্টার ও ম্যাসাজ পার্লার। ছাড়া ছাড়া।

বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল জায়গা নিয়ে, সামনে-পিছনে প্রচুর গাছপালা। দেখে মনে হয় সিকিউরিটি ব্যবস্থাও ভালই আছে।

'কত নম্বর বাড়িতে ঢুকেছে?' ভ্যান থেকে নেমে পড়ল রানা। অন্যরাও নামল এক এক করে।

'দুইশো তিন,' আসাদ বলল। 'ওই যে ম্যাসাজ পার্লারের লাল সাইনটা দেখছেন, ওটার ঠিক পরের বাড়ি, ডানদিকে।'

একযোগে সবাই তাকাল বাড়িটার দিকে। পুরোটা দেখা যায় না, বেশির ভাগ আড়ালে পড়ে আছে। অন্ধকার। শুধু ওটা নয়, প্রায় প্রতিটা বাড়িই অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মানুষ।

'কার বাড়ি জানতে পেরেছ?' প্রশ্ন করল ও।

'এক আইনজীবীর, মাসুদ ভাই। ইহুদী। নাম ইয়েহুদ বারাক।'

'সিকিউরিটি ব্যবস্থা?'

'আমি গাড়ি নিয়ে সামনে দিয়ে দু'বার আসা-যাওয়া করেছি, দুটো কুকুর ছাড়া কিছু চোখে পড়েনি। কবিরও চেক করেছে। কিছু দেখতে পায়নি। কিছু ঘটতে পারে, এমন আশঙ্কা নেই ওদের মনে। শেষবার হেঁটে চক্কর দিয়ে এসেছি আমি। ওই যে পার্লার, ওটার পাশে একটা গলি আছে। ওখানে গাড়ি রেখে পিছন দিয়ে যেতে পারবেন আপনারা। অল্প পথ।'

মাথা দোলাল রানা, অন্যমনস্ক। 'বেস কিসের, কত উঁচু?'

'কাঁটাতারের। আট ফুটের মত উঁচু। ওটা টপকানো কঠিন কিছু হবে না।'

'কবির কোথায়?'

'সামনে,' বলল আসাদ। 'তিনশো গজ আগে।'

'হুম! আরেকবার সামনে দিয়ে ঘুরে এসো তুমি। আমরা এই ফাঁকে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। চোখ খোলা রেখো।'

মৃদু গুঞ্জন তুলে রওনা হয়ে গেল টয়োটা ক্রাউন, ধীরগতিতে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। ওরা এদিকে নিজেদের প্রস্তুতি শেষবারের মত চেক করে নিল। বডি আর্মারের স্ট্র্যাপ ঠিকমত বাঁধা আছে কি না দেখা হলো পরস্পর। তারপর

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পিস্তল, অটো পিস্তল, ওগুলোর ম্যাগাজিন, গ্রেনেড, এক্সট্রা ম্যাগাজিন, সাপ্রেসর। ঠিক আছে সব।

পনেরো মিনিট পর ফিরে এল আসাদ। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'অল ক্লীয়ার, মাসুদ ভাই। আরও ছায়াও দেখলাম না।'

বাড়িটার লে-আউট প্রসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন করল রানা, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'অল রাইট। চলো সবাই। আসাদ, গাড়ি নিয়ে আরেকটু এগিয়ে দাঁড়াও। কবিরকেও এগিয়ে আসতে বলো। কড়া নজর রাখবে।'

'আমরাও আপনাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হয় না?' বলল যুবক। 'দল ভারী হলে কাজটা সহজ হত! ওরা সব মিলিয়ে কতজন, কে জানে!'

'প্রয়োজন নেই,' মাথা নাড়ল ও। 'ওরা কোন অঘটন ঘটাব আশঙ্কা করছে না, আমরা চারজনই যথেষ্ট ওদের জন্যে। তোমাদের এখানে থাকা জরুরী। যদি ধাই চাপ লোকটা পালিয়ে যায়, ফলো করতে পারবে।'

'আচ্ছা।'

'তাহলে ওঠো সবাই। লেট'স গো।'

ধীর নিঃশব্দে গড়াতে শুরু করল তাদের চওড়া টায়ার। মাঝারি গতিতে এগোল আজাদ, রানার নির্দেশে বাড়িটার সামনে দিয়ে সোজা এগোল খানিক দূর। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে ম্যানাজ পার্লারের গা ঘেঁষে পিছনদিকে চলে যাওয়া গলিতে ঢুকল ব্যাক করে। অফ করে দিল এঞ্জিন।

'আউট!' নির্দেশ দিল রানা।

বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করল ওরা, আজাদ লক করে দিল। পা বাড়াবার আগে চারদিকের পরিবেশটা বুঝে নিল রানা। দুটো বাজে। ঝিঁঝি পোকার ঐকতান ও রাত জাগা কিছু পাখির ডাক ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। একটু পর তার সাথে যোগ হলো একটা কুকুরের গলা, দূর থেকে গম্ভীর ডাক ভেসে আসছে ওটার।

'মুভ!' চাপা গলায় বলল রানা। রূপাকে পাশে নিয়ে পা বাড়াল। চারদিকে কড়া নজর সবার, হাতে অস্ত্রসহ পাবলিকের চোখে পড়ার ইচ্ছে নেই, তাতে অনেক ঝামেলা। আসাদের নির্দেশিত পথে কোনাকুনি ইয়েহুদ বারাকের বাড়ির সীমানায় পৌঁছতে মিনিট দশেক লাগল। পার্লারের পাশের প্লট খালি, তবু ফেন্স দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা আছে।

ফলে অনেক সুবিধে হলো ওদের। পিছন থেকে আচমকা কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা একেবারেই থাকল না। কুকুরটার দেখা পাওয়ার আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা চারজন। নাহ, পাত্তাই নেই ব্যাটার। নিশ্চিন্তে বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল সবাই। বড় বড় গাছের ভেতর দিয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে এগোল। কিচেন হয়ে ঢোকার ইচ্ছে রানার।

বাড়িটা দোতলা, বেশ বড়, ডিজাইনও তেমনি নজরকাড়া। পিছনটা উজ্জ্বল

করে রেখেছে দু'মাথার দুটো শক্তিশালী আলো। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ সামনে তাকিয়ে থাকল রানা—কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। কুকুর দুটো গেল কোথায়?

ও দুটোর অপেক্ষায় থাকল রানা, কোন তাড়া নেই। বরং আরও দেরিতে কাজ শুরু করলেই ভাল হবে। ভোরের দিকে। কোথাও যদি সেন্ট্রি থেকে থাকে, ওই সময় একঘেয়েমিতে পেয়ে বসবে তাকে বা তাদেরকে, ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসবে। ওই সময়টাই এখন কাজের একদম উপযুক্ত সময়।

সারমেয় যুগলের দেখা পাওয়ার আশায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তারপর দেখা মিল ও দুটো। প্রকাণ্ড দুই ডোবারম্যান, একটার গায়ে খয়েরী, তার ওপর সাদা ছোপ, অন্যটার কালোর ওপর সাদা ছোপ। ছোটাছুটি করছে দুটোয় মিলে, একটা অন্যটার গা চাটছে। কোনদিকে বিশেষ নজর নেই। ওদের পাল্লার গন্ধ পেলে অবশ্য বিপদ হত।

কিন্তু সেদিকে প্রথম থেকেই নজর ছিল রানার, দেখে নিয়েছে বাতাস ওদের উল্টোদিক থেকে বইছে, অতএব সে ভয় নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকল রানা। গড়াগড়ি খেতে খেতে সামনে চলে গেল ডোবারম্যান দুটো, পনেরো মিনিট পর আবার দেখা মিল। পরেরবার ওগুলো কখন আসবে, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যেতে তৎপর হলো ও।

সবাইকে পিস্তলে সাপ্রেসর পরিয়ে নিতে বলল, অপেক্ষায় থাকতে বলে আজাদকে কিছু নির্দেশ দিল। তারপর কুকুর দুটো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ামাত্র আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে নিঃশব্দে দৌড় লাগাল কিচেনের বন্ধ দরজার দিকে। গুলি হলো না, কেউ চেঁচিয়েও উঠল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, বাঁ কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝুলছে, ডান হাতে সাপ্রেসর পরানো ওয়ালথার পিপিকে। এক মিনিট পর আজাদ একই ভাবে অনুসরণ করল রানাকে, এরপর এল রূপা ও রকি। কিচেনের দরজার দিকে ঘুরিয়ে দেখল রানা—তালা মারা। ইশারায় রকি-আজাদকে বাড়ির এক প্রান্তের দিকে যেতে বলল, ওদিক থেকেই আসবে কুকুর, তারপর পকেট থেকে বের করল চার ইঞ্চি লম্বা একটা স্টীলের সরু পাত।

একমাথা ছুঁচালো ওটার, মাঝখানটা কাটা। একদিকে সামান্য বাঁকা কাটা অংশ দুটো। ওই মাথা তালায় ঢুকিয়ে মিনিটখানেক এদিক-ওদিক ঘোরাতেই মৃদু কট শব্দে খুলে গেল তালা। যত মৃদুই হোক, এত নীরবতার মাঝে ওটাই যথেষ্ট জোরে শোনাল। দম বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল রানা, আশঙ্কা ছিল ভেতরে হয়তো কোনরকম শব্দ উঠবে।

উঠল না।

ত্রিশ সেকেন্ড পর নিরাপদে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা সবাই। নিঃশব্দে দরজা ভিড়িয়ে লক করে দিল। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে অন্ধকারে চোখ সইয়ে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

নিয়ে চারদিকে তাকাল। বেশ বড় কিচেন এটা। টাইলসের দেয়াল, সমস্ত ফার্নিচার ওক কাঠের। দামী, ঝকঝকে তৈজস। ভেতরে যাওয়ার দরজার অবস্থান বুঝে নিয়ে হালকা পায়ে এগোল ও। ডান হাত কাঁধের কাছাকাছি, খাটো ব্যারেল ওপরমুখো করে উজির গ্রিপ ধরে রেখেছে শক্ত মুঠোয়।

দরজা বন্ধ। নব ধরে আলতো করে ঘোরাল রানা। খোলা। সামান্য ফাঁক করে ভেতরে নজর বোলাল। বাইরে থেকে আসা চাঁদের দুর্বল আলোয় প্রকাণ্ড এক সিটিংরুম দেখা গেল। ঘুরে সঙ্গীদের ইশারায় নির্দেশ দিল ও, তারপর একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা পুরো মেলে দিল। দিয়েই ভেতরে ঢুকে বাঁয়ে সরে বসে পড়ল এক হাঁটু গেড়ে। উজি তুলল।

ওর এক মুহূর্ত পর ঢুকল আজাদ, ডানদিকে সরে পজিশন নিল একই ভঙ্গিতে। রকি খোলা দরজার মুখে বসে পড়ল ওদের কাভার দেয়ার জন্যে। রূপা দাঁড়াল ডোর ফ্রেম ঘেঁষে, রকির মাথার দেড় ফুট ওপরে ঝুলিয়ে আছে ওর অটো পিস্তল।

ভালো তাকাল রানা। বড়, শানদার এক বার দেখতে পেল, মূল্যবান আখরোট কাঠ ও কালো চামড়ার তৈরি। ওটার স্মোকড কাঁচের আয়নার সামনে সারি সারি গ্লাসওয়্যার ও বোতল। ওটার পাশে একটা সংক্ষিপ্ত করিডর। এপাশে, বাঁ দিকে দামী দুই সেট সোফা, একটা বুক কেস ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। পায়ের নিচে পুরু কার্পেট।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কাটল তিন-চার সেকেন্ড, এরপর পেশীতে খানিকটা ঢিল দিল রানা ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়নি বুঝতে পেরে। বাঁ হাতে আজাদকে সঙ্কেত দিল, পরস্পরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে গেল দু'জনে। নীরবে গড়িয়ে চলেছে সময়।

হঠাৎ করে আধা অন্ধকারে একটা নড়াচড়ার আওয়াজ উঠল, তারপরই হিস্রতে চিৎকার করে উঠল কেউ। শব্দটা বোঝা না গেলেও অর্থ বুঝতে দেরি হলো না কারও।

বাড়ির সবাইকে সতর্ক করার জন্যে হাঁকটা ছেড়েছে কেউ।

দরজার বাইরে রূপা চমকে উঠল চিৎকার শুনে, পরক্ষণে গর্জে উঠল রানার উজি। শুরু হয়ে গেছে, ভাবল ও।

দ্বিতীয় দফায় কয়েক পা সরে এগিয়েছে রানা, এমন সময় চোখের কোণ দিয়ে বাঁ দিকের বড় এক সোফায় কিছু নড়ে উঠল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে উজি তুলল। ততক্ষণে হাঁকটা ছেড়েই নিজের অস্ত্র তুলতে শুরু করেছে কাঠামোটা, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল রানা। ওর সংক্ষিপ্ত ব্রাশের সবকটা বুলেট বুক পেতে নিল অলস সেন্ট্রি, ছিটকে উঠল রক্ত, তার পিছনের সোফা ও সোফার পিছনের বুক কেস ভেঙে গেল।

উড়ে গিয়ে প্রথম সোফায়, তারপর ওটা উল্টে দিয়ে ওপাশে পড়ল সেন্ট্রি।

এরকম মুহূর্তে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী লীডারকে গুলি ছোঁড়ার আগে সঙ্গীদের সতর্ক করতে হয়, কিন্তু সময় পায়নি রানা। তার দরকারও হলো না, গুলির শব্দেই কাজ হয়ে গেছে। ওরা তো বটেই, বাড়ির অন্যরাও যা বোঝার বুঝে গেছে। বাইরে একযোগে চিৎকার শুরু করল দুই ডোবারম্যান, ওপরতলায় ছোটাছুটির ধুপধাপ শব্দ উঠল।

ঘরের লাগোয়া করিডর দেখল রানা। 'ওদিকে' কথাটা শেষ করতে পারল না, তার আগেই আরেকটা কাঠামোর ওপর চোখ পড়ল—চওড়া কাঁধের মানুষ, মুখটা প্রকাণ্ড, নাকের নিচে চওড়া গোঁফ, হাতে অটোম্যাটিক। ওটা তুলছে সে। কিন্তু তার চেয়ে দুই-এক সেকেন্ড এগিয়ে ছিল রানা, ওর নাইন এম-এম বুলেট সেকেন্ডে বারোশো ফুট গতিতে বুকে আছড়ে পড়ে কয়েক পা পিছিয়ে নিয়ে গেল লোকটাকে।

কিন্তু আশ্চর্য! পড়ল না ব্যাটা, একবার গুঙিয়ে উঠল কেবল, মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করে আবার অস্ত্র তোলার চেষ্টা করল। দুর্বল চেষ্টা, নিচু হয়ে যাওয়া অটোম্যাটিকের নল দু'ইঞ্চি তোলার আগেই আবার এক ঝাঁক বুলেট আঘাত করল তাকে। হাড়গোড়হীন মাংসপিণ্ডের মত আছড়ে পড়ল লোকটা। তার সামান্য দূরে, রানার চোখের আড়ালে একটা দরজা বিস্ফোরিত হলো, পরমুহূর্তে নিহত লোকটার পিছনে একসঙ্গে উদয় হলো তিনজন অটোম্যাটিকধারী। ছুটে আসছে ঝড়ের বেগে।

পিছনের আজাদ ও রকিকে গুলি করার সুযোগ দেয়ার জন্যে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। দুর্বোধ্য এক হাঁক ছেড়ে অটো পিস্তলের ট্রিগার টেনে ধরল। ওর সাথে তাল মেলাল আজাদ ও রকির উজি। উজ্জ্বল কমলা রঙের ঝলকে আলো হয়ে উঠল করিডর। দুই পা আসার আগেই প্রথম শত্রু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, এক মুহূর্ত পর খতম হলো আরও একজন। কিন্তু তৃতীয়জনকে বাগে পাওয়া গেল না। বিপদ বুঝে চট্ করে পিছিয়ে গিয়ে আড়াল নিল সে। গুলি করতে লাগল একনাগাড়ে।

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল রানা; পিছনের দুই কমান্ডোও আড়ালে সরে গেছে। মেঝেতে পড়েই ব্যবহৃত ম্যাগাজিন ফেলে নতুন একটা সেট করল রানা। ততক্ষণে সামনের লোকটার গুলির আওয়াজ থেমে গেছে। বোধহয় নতুন ম্যাগাজিন ভরছে, ভাবল রানা, ব্যাটাকে এই সুযোগে খতম করবে ভেবে উঠে পড়ার চিন্তা করল, কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ উঠল, দূরে সরে যাচ্ছে। রানার মনে হলো ব্যাটা পালাচ্ছে।

কিন্তু ওর ধারণা যে কতবড় ভুল, একটু পরই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মোটেই পালায়নি লোকটা, ওদের বিভ্রান্ত করার জন্যে শব্দ করে কয়েক পা গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পা টিপে ফিরে এসেছে আগের জায়গায়। প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় আছে। ধীর, সতর্ক পায়ে সেদিকে এগোল রানা, করিডরের শেষ মাথায় এসে উঁকি দিল।

একই মুহূর্তে কানের কাছেই গুলির ক্লিকট শব্দ শুনে চমকে উঠল ও। কিছু

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

একটা আঘাত করল মাথার ডানপাশে, কানের ঠিক ওপরে। মাথাটা ঝাঁকি খেল পিছনদিকে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভর ধরে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলল হাঁটু, অন্ধকার গাঢ় হয়ে চেপে এল চারদিক থেকে, কী সব নাচতে শুরু করল চোখের সামনে।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল রানা, হাতের অস্ত্র উড়ে গেল। ভেতরের শক্তি আর গতি, সব শুষে নিয়েছে কে যেন। তবু মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করল, আড়াল নিতে হবে। হলো না, হাত আর হাঁটু বিশ্বাসঘাতকতা করল। থুবড়ি দিয়ে পড়ল ও পুরু কার্পেটের ওপর, রক্তে ভেসে যেতে লাগল ওটা।

চিৎকার করার চেষ্টা করল, গলা দিয়ে মৃদু গোঙানি ছাড়া আর কিছু বের হলো না। সবকিছু ঘুরছে, ঝাপসা হয়ে আসছে, কয়েকটা জানোয়ার দেখতে পাচ্ছে রানা ওর মধ্যেও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নিল, ওর নড়াচড়ার অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন অন্য সমস্ত বোধ জীবন্ত হয়ে উঠল হঠাৎ করে। অনুভব করার ক্ষমতা বেড়ে গেছে কয়েকগুণ।

কার্পেটটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা, এমনকিঁ তার প্রতিটা বোনা পর্যন্ত আলাদা আলাদা সনাক্ত করতে পারল। নাকে কার্পেটে ব্যবহৃত কেমিক্যালের সাথে কনভাইটের গন্ধ পেল, নিজের রক্তের তামাটে গন্ধও। শ্রবণশক্তিও বেড়ে গেল বহুগুণ। সিটিংরুমে রকি ও রূপার উত্তেজিত গলা শুনতে পেল ও, তৃতীয় লোকটার উপস্থিতি টের পেয়ে ওর ব্যাপারেই কি যেন বলছে।

মাথার কাছে যেখানে শত্রু লুকিয়ে আছে, সেদিক থেকে ফোঁসফোঁস দম ছাড়ার শব্দ আসছে। ক্রমে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। হঠাৎ রূপাকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল রানা, পরমুহূর্তে গুলির শব্দে কেঁপে উঠল বাড়ি। ফোঁসফোঁসানি থেমে গেল, ভারী কিছু আছড়ে পড়ল দড়াম করে।

মেয়েটা ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে, উন্মত্তের মত ভাবল রানা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওকে।

ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, একটা চাপা শব্দ শুনতে পেল। কাছেই কিছু একটা পড়েছে, ছুঁড়ে মারা হয়েছে, হয়তো। দেখার আগেই বুঝে ফেলল ও জিনিসটা কি হতে পারে।

গ্রেনেড!

দ্রুত গড়িয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রথমে কাজ হলো না, মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইল না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মানল খানিক পরে, ধীরে ধীরে চিত হলো ও। মনে হলো ঘন তেল বা মধুর মধ্যে পড়েছে ও, গতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে আরও এক গড়ান দিতে জিনিসটা দেখতে পেল। তখনও বিস্ফোরিত হয়নি ওটা। আরও, সৌভাগ্যের কথা যে ওটা গ্রেনেডই, তবে ও যা আশঙ্কা করেছিল তা নয়। অন্য জিনিস।

পার্থক্যটা ধরতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, সাধারণ অ্যান্টিপার্সোনেল

শ্রাপনেল ডিভাইস নয় ওটা, ফ্লাশ-ব্যাঙ গ্রেনেড। লক্ষ লক্ষ মোমবাতি একসঙ্গে জ্বলে উঠলে যেমন আলো হয়, তেমনি আলোয় ঝলসে দেয় চারদিক একইসঙ্গে ঘটে বিস্ফোরণ।

এই গ্রেনেডের মূল উদ্দেশ্য শত্রুকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে [illegible] কালা এবং দৃষ্টিবিভ্রান্ত বানিয়ে দেয়া। কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এ অবস্থা, নির্ভর করে গ্রেনেডের শক্তি ও রূপের সাইজের ওপর। বেশি শক্তির ফাটলে কানের পর্দা ফেটেও যেতে পারে, তাছাড়া চোখের সামনে কালো কালো ফোঁটা ভেসে বেড়ায়, কয়েক ঘণ্টাও স্থায়ী হতে পারে ব্যাপারটা।

কলজে হিম হয়ে এল ওর। সঙ্গীরা যদি এর ঝলকের আওতায় পড়ে, তাহলে সমস্ত আশা-ভরসা শেষ, ইউরি লানের সিটিং ডাকে পরিণত হবে সবাই।

'গ্রেনেড!' চেঁচিয়ে ওদের সতর্ক করতে চাইল রানা, কাজ হলো না, দুরোধ একটা গোঙানি বের হলো কেবল গলা দিয়ে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ভেতরে, আবার চেঁচাল, 'সাবধান, গ্রেনেড! ফ্লাশ-ব্যাঙ!' কেউ সাড়া দিল না, শুনতে পায়নি হয়তো। নাকি গলায় জোর ছিল না ওর?

মরিয়া চেষ্টায় নিজেকে উপুড় করল ও—মূল মূল সময় লেগে গেল তাতেই। মারেক মরিয়া গড়ান দিয়ে গ্রেনেডের দিকে পিঠ দিয়ে শুলো, চোখ টিপে বন্ধ করে রেখে দুই হাতে কান চেপে সামান্য হাঁ করে পড়ে থাকল। এতে কানের পর্দায় বাতাসের চাপ পড়বে সমান সমান, ফাটবে না।

'শুয়ে পড়ো, রূপা! চিৎকার করে বলল। 'চোখ বন্ধ করো! শুয়ে...!'

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ফ্লাশ-ব্যাঙ গ্রেনেড। মেঝে আর দেয়াল ভীষণভাবে কেঁপে উঠল, অবিশ্বাস্যরকম উজ্জ্বল, সাদা আলোর একটা প্রকাণ্ড বেলুন মাথাচাড়া দিল ফ্লোর থেকে, কংক্রিশন মহাশক্তিশালী ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর।

শাপে বর হলো, ওই ধাক্কায় ঝাঁকি খেয়ে হারানো বোধশক্তি ফিরে পেল রানা। আরও আশ্চর্য যে মাথার যন্ত্রণা ঝাপ করে অনেকটা কমে গেল। গতি ফিরে পেল ও।

মাথা ঝাড়া দিয়ে চারদিক তাকাল। কটুগন্ধী ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে, দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা। গ্রেনেড কোথায় ফেটেছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল রানা, দেখল ওর মাত্র চার ফুট দূরে কার্পেটের অনেকখানি জায়গা পুড়ে গেছে, ধোঁয়া উড়ছে ওখান থেকে।

মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীদের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। নেই কেউ, কেবল ছায়া ছায়া কিছু কাঠামো দেখা যাচ্ছে। আর যা-ই হোক, মানুষের নয়। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও, এবার সাড়া দিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তবে যেমন দ্রুত হবে ভেবেছিল, তেমন নয়।

এমন সময় অন্যরকম কিছু দেখতে পেল ও। একটা কাঠামো, মানুষের। কেউ একজন এগিয়ে আসছে পায়ের দিক থেকে, কার্পেটের পোড়া অংশের ওপর

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

দিয়ে। একটু একটু স্পষ্ট রূপ নিচ্ছে কাঠামোটা।

'আজাদ!' গলা ভেঙে গেল ডাকতে গিয়ে। 'রকি! আমি এখানে!'

ঘুরে তাকাল কাঠামোটা, আঁতকে উঠল রানা। তীব্র এক ঝাঁকির সাথে টের পেল লোকটা ওর সঙ্গীদের কেউ নয়।

ওটা ইউরি দান! ধীরপায়ে রানার কাছে এসে দাঁড়াল সে, ঝুঁকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ব্যাপার ঠিকমত বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড দেরি হয়ে গেল রানার, এরমধ্যে ওকে চিনে ফেলেছে দান। কঠোর হাসি ফুটল তার মুখে, ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলল। হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল।

দেরি হয়ে গেছে জানে, তবু যথাসম্ভব দ্রুত কোমরে ঝোলা ওয়ালথারটা বের করল রানা। একই মুহূর্তে গুলির শব্দ হলো। রানার বিস্মিত চোখের সামনে উড়ে গেল দানের অটোম্যাটিক। ভড়িয়ে উঠে কব্জি চেপে ধরল লোকটা, পরক্ষণে আবার গুলি হলো।

ঘুরেই দৌড় দিল দান। রানা গুলি করল পিছন থেকে, কিন্তু মিস করল। বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত পর একটা দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ উঠল। বুঝতে দেরি হলো না পালিয়ে গেছে শয়তানটা।

ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াল রানা, কয়েক পা পিছিয়ে সিটিংরুমে চলে এল। দুটো দেহ। মেঝেতে শুয়ে আছে। অন্য কিছু ভেবে আঁতকে উঠল রানা, শুয়ে আছে, না মরে গেছে! শক্তিতে যতদূর কুলায় দ্রুত এগোল ও। নাহ, বেঁচে আছে–রকি ও আজাদ।

'রূপা!' নামটা বিস্ফোরণের মত বেরোল ওর গলা দিয়ে। 'রূপা, কোথায়?'

'ওখানে,' আজাদ বলল।

কাঁপতে কাঁপতে এগোল ও, কয়েক পা যেতে দেখতে পেল মেয়েটাকে। কাত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, মাথা ঠেকে আছে কার্পেটে। পাশেই পড়ে আছে ওর উজি। চোখ বন্ধ, হাতে নিজের পছন্দের পিস্তল, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন।

আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে। 'রূপা!'

সাড়া এল না। নড়ল না ও।

মাতালের মত ছুটে গেল রানা, ব্যস্ত গলায় ডাকল আবার। জবাব নেই। পাশে বসে ওর ঘাড়ের ধমনীতে আঙুল রাখল। প্রথম কয়েক সেকেন্ড মনে হলো, নেই, মরে গেছে রূপা। তারপরই স্পন্দিত হলো ধমনী। 'রূপা! রূপা!'

চোখ মেলল ও, ফিসফিস করে বলল, 'ও···ও কোথায়, মরেনি?'

একটু আগের গুলি দুটো কে করেছে, পলকে বুঝে ফেলল রানা। তবু বলল, 'কে? কার কথা বলছ?'

ওর সাহায্য নিয়ে উঠে বসল রূপা। 'ইউরি···!'

কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। 'মরেনি, তবে গুলি খেয়েছে।'

'ও,' হতাশা ফুটল রূপার চেহারায়। 'পালিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা নেই। আহত অবস্থায় পালিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না। কিন্তু তোমার কোথায় লেগেছে?'

'লাগেনি। হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠেছে...'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'তাই বলো। ওঠো।'

ঘড়ি দেখল রানা–তিনটে চার মিনিট। অ্যাকশন শুরু হয়েছিল তিনটে এক মিনিটে। এতকিছু ঘটে গেল মাত্র তিন মিনিটে! এরমধ্যে ছয়জন মরেছে ওদের হাতে, কিন্তু ইউরি দান কেটে পড়েছে।

হাই বেল্ট ডিস্ট্রিক্ট, ম্যানহাটন সাউথ।

আকাশছোঁয়া এক পেন্টহাউস ভবনের ষোলোতলায় অ্যাপার্টমেন্টের মাস্টার বেডরুমে বসে আছে ইউরি দান। ডান হাত দুপ দপ করছে ব্যথায়। গুলিটা লেগেছে কনুইয়ের ঠিক দু'ইঞ্চি ওপরের মাংসল জায়গায়। হাত মুঠো করতে গেলে যেখানকার পেশীতে প্রথম টান পড়ে, সেখানটায়। ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল বুলেট, একটু আগে বের করা হয়েছে।

অ্যাপার্টমেন্টের মালিক, ইয়েহুদ বারাক নামের এক ইহুদী আইনজীবীর খুব ঘনিষ্ঠ এক ডাক্তার বন্ধু করেছে কাজটা। ইয়েহুদ বারাক তাদেরই একজন, মোসাদের নিউ ইয়র্ক সংগঠক। টাকার কুমীর, সংগঠনের কাজে দু'হাতে পয়সা খরচ করে।

শুধু পয়সাওয়ালাই নয়, যথেষ্ট প্রভাবশালীও। শহরের ডিফেন্স অ্যাটর্নি ও সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নের সাথে কড়া দহরম মহরম তার, কাজেই বিশেষ প্রয়োজন যদি কখনও দেখা দেয়, রায় প্রভাবিত করতে বিচারকদের দুয়ারে ধর্না দিতে হয় না বারাককে, প্রভাব খাটিয়েই কাজ আদায় করতে পারে। যদি কোন মোসাদ এজেন্ট আইনের জটিল প্যাঁচে পড়ে, প্রয়োজনটা তখনই দেখা দেয়।

নিউ ইয়র্কে অনেকগুলো বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্ট আছে ইয়েহুদ বারাকের, এখানে মিশনে এলে ওগুলোয় থাকে এজেন্টরা। গতরাতে দলবলসহ যে বাড়িতে ছিল ইউরি দান, সেটাও তার। ওখানে সমস্যা দেখা দেয়ায় এই পেন্টহাউসে সরে এসেছে সে। দলের কয়েকজনকে অবশ্য খোয়াতে হয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ওরা ছিল বাড়তি। মূল হিট টীমের কারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। দান বাদে অবশ্য।

ওদিকে এতবড় এক কাণ্ড ঘটে গেছে নিজের বাড়িতে, অথচ একটুও ভয় পায়নি লোকটা। উল্টো কেস ঠুকে দিয়েছে 'অজ্ঞাত হামলাকারীদের' বিরুদ্ধে। দাবি করেছে, গতরাতে সে ছিল ওখানে। হয়তো তাকেই হত্যা করার জন্যে তার কোন 'ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বী' পাঠিয়েছিল খুনী। পুলিস এখন সেই কল্পিত 'প্রতিদ্বন্দ্বীকে' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হাতের ব্যান্ডেজের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সে। হারামজাদী! রূপার

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

উদ্দেশে মনে মনে বলল, একদিন তোকেও ঠিকই ধরব আমি। ওর মত…

ঘুরে বাক্সটার দিকে তাকাল দান। ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিউবিক ফুটের স্ট্যান্ডার্ড কার্ডবোর্ড শিপিং বক্স ওটা। বিশেষ ঠিকানায় ওটাকে পাঠাতে যাচ্ছে সে। ভেতরে যা আছে, তা নিজ হাতে প্যাক করেছে সে–সাবধানে, আস্তেধীরে। কাজটা করে প্রচুর মজা পেয়েছে। কেন না এমন কাজের সুযোগ বছরে বারবার আসে না।

প্যাক করার আগে গ্লাভস পরে নিয়েছিল দান, কাজেই না ভেতরের প্যাকেটে, না কার্ডবোর্ডের বাক্সে, কোথাও তার হাতের ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাতে অবশ্য কাজটা কার, তা গোপন থাকবে না। একজন ঠিকই বুঝে নেবে। সে হচ্ছে ওভলোর প্রাপক।

এবং ইউরি দান সেটাই চায়।

বাদামী রঙের এক রোল ফিলামেন্ট টেপ বের করল সে, দ্রুত হাতে বাক্সটার মুখ এঁটে দিল ভাল করে। এরপর হলুদ বর্ডার দেয়া স্থানীয় এক ডেলিভারি ফার্মের লেবেল এঁটে দিল ওটার গায়ে। ফার্মের নাম: স্পীডি ড্রপ। দিনে দিনে মাল পৌঁছে দেয় ওরা। এক্সট্রা চার্জ দিলে কাজ এক ঘণ্টার মধ্যেও করিয়ে নেয়া যায়।

তাই নিয়েছে সে। কেন না তার ইচ্ছে দুপুরের আগেই মালটা জায়গামত পৌঁছে যাক। গ্লাভস পরা হাতে লেবেলের ওয়াক্স-পেপার ব্যাকিং খসিয়ে নিল দান, তারপর বাক্সের গায়ে বড় বড় অক্ষরে প্রাপকের ঠিকানা লিখল: মাসুদ রানা…

লেখা শেষ হতে মনে মনে হাসল। নিজেদের কেন এসপিওনাজ এজেন্ট দাবি করে ওরা? অথবা যেটাকে ইচ্ছে 'সেফ হাউস' বলে? শ্রাগ করল দান, ঠিকানা ঠিক আছে কি না দেখে নিয়ে ভাবল, হতে পারে কাল পর্যন্ত ওটা 'সেফ হাউস' ছিল। কিন্তু আজ আর নেই।

বাক্সের গায়ে মৃদু চাপড় মারল। নিড়বিড় করে বলল, 'ঠিকানাটা জানিয়ে যাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, বন্ধু!'

সিধে হলো ইউরি দান, সব ঠিকঠাক আছে কিনা ভাবল। আছে। 'এবার, দেখি কি করে ঠেকাও তুমি।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে, শ্রাগ করল আরেকবার। এবার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার সময় হয়েছে।

দুপুর বারোটা। ফার্ম হাউস।

ভেতরে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করছে মাসুদ রানা, মাথায় ব্যান্ডেজ। দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। থেকে থেকে টেলিফোন সেটটার দিকে তাকাচ্ছে। সকাল থেকে একবারও বাজেনি ওটা, অথচ বাজার কথা ছিল। আসাদ হোক বা কবির, কারও না কারও যোগাযোগ করা উচিত ছিল। কিন্তু করেনি।

ইউরি দান বিপদ বুঝে পালাবার চেষ্টা করলে তাকে ফলো করার কথা

ওদের। কিন্তু…মাথার ক্ষতটা ব্যথায় টন টন করছে। কানের ওপরকার খুলির খানিকটা চামড়া উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বুলেটটা। আর দুয়েক মুহূর্ত পর গুলি হলে ফল কি হত কে জানে!

টেবিল ঘিরে বসে আছে রূপা, রকি ও আজাদ। সবার মুখ শুকনো। কথা নেই কারও মুখে, সবাই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। চেহারা দেখেই বলে দেয়া যায় প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে সবাই।

হাঁটা থামিয়ে টেলিফোনটার দিকে তাকাল রানা, তখনই আওয়াজটা কানে এল সবার। একটা গাড়ির আওয়াজ, এদিকেই আসছে। ঝট্ করে আসন ছাড়ল আজাদ, খোলা দরজার সামনে গিয়ে উঁকি দিল। 'ডেলিভারি ভ্যান!' ঘুরে রানার দিকে তাকাল। 'কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়ি মনে হচ্ছে, মাসুদ ভাই।'

কপাল আরও কুঁচকে উঠল রানার। 'কুরিয়ার…!'

গাড়িটা ততক্ষণে থেমে পড়েছে দরজার সামনে। চালক ছাড়া কেউ নেই। লম্বা চওড়া এক যুবক। আজাদকে দেখে নেমে এল সে। 'গুড আফটারনুন, স্যার।'

ত্রিশ-কুড়ি হবে বয়স। স্টাইল করে ছাঁটা ছোট ছোট চুল। চওড়া কাঁধ, কিন্তু মাংস নেই। শুধুই হাড়। খাকি শর্টস ও হলুদ শার্ট পরে আছে সে। শার্টের বুকে 'স্পীডি ড্রপ' কুরিয়ার সার্ভিসের সীল। আজাদকে প্রত্যুত্তর না করতে দেখে শ্রাগ করল যুবক, ভ্যানের ক্যারিয়ার থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স নামিয়ে ওদের সামনে রাখল।

'কি ওটা?' রূপা জানতে চাইল।

'স্পেশাল ডেলিভারি, ম্যাম। মিস্টার মাসুদ রানার নামে।'

ধাক্কাটা সামলে নিতে একটু সময় লাগল ওর। রানা এসে দাঁড়াল ওর পিছনে। বাক্সটা দেখামাত্র কেমন এক অশুভ অনুভূতি জাগল ভেতরে। কি আছে ওর মধ্যে!

'উনি তো এখানে নেই,' সামলে নিয়ে বলল রূপা। এটা সেফহাউস, বেকুব হয়ে ভাবল, এখানে রানার নামে প্যাকেজ আসে কি করে? কে পাঠাল?

'ঠিক আছে,' যুবক বলল। 'আপনারা কেউ একজন চালানে সই করলেই চলবে।' সীট থেকে ক্লিপবোর্ড তুলে নিল যুবক।

'কি আছে ওর মধ্যে?'

শ্রাগ করল যুবক। 'তা বলতে পারি না, ম্যা'ম। যা-ই হোক, বেশ হালকা। ভারী কিছু নয়।' ক্লিপবোর্ড এগিয়ে দিল। 'এখানে একটা সই করুন, প্লীজ!'

মন সাড়া দিল না, তবু সই করল ও। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে। কেন যেন ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না ওর। কোথাও নিশ্চয়ই কোন গোলমাল ঘটে গেছে।

হাত বাড়িয়ে ক্লিপবোর্ডটা নিল যুবক। 'এটা এখানেই রাখব? নাকি ভেতরে…'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'অ্যাঁ? না, ঠিক আছে। আমরা নিয়ে যাব।'

'ওহ্, একটা চিঠিও আছে মিস্টার রানার নামে। এই যে। এটার জন্যেও সই দরকার।'

এবার হাত কেঁপে গেল রূপার অজানা আশঙ্কায়। সই করে চিঠিটা নিল। যুবক গাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাক্সটা ভেতরে নিয়ে এল আজাদ, দরজা বন্ধ করে দিল। রূপার বাড়ানো হাত থেকে খামটা নিয়ে খুলল রানা। চেহারা থমথম করছে ওর, আড়চোখে ঘন ঘন বাক্সটার দিকে তাকাচ্ছে।

খাম থেকে একটা ছোট শীট বেরোল। তাতে কয়েকটা শব্দ টাইপ করা: ভয় পেয়ো না, বোমা নয়। আমাকে ফলো করতে গিয়ে ধরা পড়েছে বেচারা। আরও একজন ছিল, আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। আমি শিওর সে-ও মরবে, হয়তো এতক্ষণে মরেই গেছে। কিন্তু এতে মন ভরবে না আমার। আমি তোমাকেও জটিনে দেখতে চাই আজাদ রানা। সাদীসের পাইকের সাথে। এটা প্রথম নমুনা। নিচে লেখা: 'ডি'।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো রানার, হাত-পা একটু একটু কাঁপছে। 'খোলো!' কর্কশ গলায় বলল ও।

পকেট নাইফ বের করে ফিল্যামেন্ট টেপ কাটল আজাদ, ফ্ল্যাপ খুলে ভেতরে তাকাল। একটা হেভি ক্লীয়ার-প্লাস্টিক ব্যাগ আছে ভেতরে। তার মধ্যে কাত হয়ে পড়ে আছে আসাদের রক্তাক্ত মাথা।

চোখের পাতা কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ফটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে যুবক। ঠোঁট নেই, পুরোটাই কেটে ফেলা হয়েছে। বীভৎস দৃশ্য!

ঝপ্ করে বাক্সটা বন্ধ করে দিল আজাদ। সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল রূপা। অন্য তিনজন অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেদের। রানা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বাক্সটা দেখছে। এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা।

এই জন্যেই, ভাবছে ও, এই জন্যেই এতক্ষণ সাড়া নেই টেলিফোনের। কখন ধরা পড়ল আসাদ? কবির...মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেল ওর। বেখেয়ালে দানের চিঠিটা দলা পাকিয়ে চলেছে। আরেকবার আসাদের ছিন্ন মাথাটা দেখবে কি না ভাবল রানা, ওটা আসলেই তাই, নাকি ভাঁওতা, নিশ্চিত হতে চায়। নকল হতেও পারে। আজকাল...

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল ও। আসলই। ইউরি দানের এই ঠিকানায় পার্সেল পাঠানোই প্রমাণ করে ওটা আসল। মৃত্যুর আগে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ঠিকানাটা বলে গেছে আসাদ। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। কোন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই বাধলে শুধু অন্য পক্ষের লোকই মরবে, নিজের পক্ষের কেউ

মরবে না, এমনটা কখনও আশা করে না রানা। জানে, তা কখনই সম্ভব নয়। সে জন্যে মানসিক প্রস্তুতি থাকে ওর, হতাহতের সংখ্যা যত কম হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখে। কিন্তু কাজের সময় সব হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। দেখা যায় যাকে নিয়ে শঙ্কা থাকে না, সে হারিয়ে যায় অকালে। ও নিজে, রূপা এবং আজাদ, বকি, মোসাদ হিট টীমের সাথে সরাসরি লড়াই করার পরও বেঁচে আছে। অথচ যে দু'জন লড়াইয়ের ধারেকাছেও ছিল না, তাদেরই একজন নেই।

কষ্টটা এখানেই। বেচারী! বাক্সটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল রানা। মনে মনে বলল, দুঃখিত, বন্ধু, তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারলাম না।

পরক্ষণে আসল সমস্যার কথা খেয়াল হতে আঁতকে উঠল। আসাদ মারা পড়েছে দানের হাতে, কবিরও তার চিঠির কথা অনুযায়ী আহত, অথবা মৃতই। তার মানে দানকে অনুসরণ করার কেউ নেই। সর্বনাশ! তার মানে...টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল রানা, দলা পাকানো কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর।

'হ্যালো।'

'মাসুদ রানা?' অপরিচিত, মোটা একটা গলা।

আশাহত হলো ও। ভেবেছিল কবির বোধহয়। 'কে?'

'পার্সেলটা পেয়েছ তো?'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। 'হ্যাঁ। ঠিক করেছি তোমার মাথাটাও একইভাবে প্যাক করে তোমাদের প্রাইম মিনিস্টারের হাতে তুলে দেব সে এখানে এলে।'

হা-হা করে হেসে উঠল ইউরি দান। 'সরি, বন্ধু। এ জন্যে সে সুযোগ পাবে না তুমি। সে যাক, আমি ফোন করেছি তোমাকে বিশেষ একটা খবর জানাতে। তা হলো আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি আমি। বাকি কাজ সেখান থেকেই করব। যদি পারো, ঠেকাও আমাকে। হা-হা-হা!'

লাইন কেটে গেল। কিছুক্ষণ রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, চিন্তায় কপালে কুঁচকে আছে। অন্যরা একদৃষ্টে ওকে দেখছে। সবার ধারণা ফোনালাপের বিষয়টা তাদেরকে জানাবে রানা। কিন্তু না, ক্রেডলে টোকা দিয়ে লাইন রীয়াল করল ও। সাত ডিজিটের একটা নাম্বার পাঞ্চ করল। দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল এক মুহূর্ত পর। 'শুরু করো।'

আধ ঘণ্টা পর।

ডিফেন্স অ্যাটর্নির অফিস থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের প্রকাণ্ড লিমুজিনের দিকে এগোল আইনজীবী ইয়েহুদ বারাক। পঞ্চাশের মত বয়স। লম্বায় বেশি নয় তবে মোটা বেশ। ভুঁড়িটা প্রকাণ্ড। মুখটা লাল। ইউনিফর্ম পরা শোফার তার দিকে পিছন ফিরে দরজা খুলে ধরতে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল, হাতের ফাইলগুলো

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

রেখে আরাম করে বসল। শোফার যে বদলে গেছে, খেয়ালই করল না। দরজা বন্ধ করতে লোকটা দেরি করছে দেখে চেহারায় বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলল, হাঁ করল কিছু বলার জন্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল দশাসই এক যুবক। 'আই!' চেঁচিয়ে উঠল আইনজীবী। 'কে তুমি!'

খট করে তার মুখের ভেতর পিস্তলের নল ভরে দিল যুবক, একই মুহূর্তে সড়াম করে লেগে গেল দরজা।

'মাথা যদি কয়েক মিনিট বাড়াতে চাও,' ভীষণ শীতল গলায় বলল দশাসই, 'তাহলে চুপ থাকো।'

সামনে 'শোফার' উঠে বসতে দুলে উঠল লিমুজিন, গড়াতে শুরু করল। সাহায্যের আশায় মুখ না ঘুরিয়ে যেটুকু সম্ভব, এদিক-ওদিক তাকাল ইয়েহুদ বারাক। বিশেষ করে ডিফেন্স অ্যাটর্নির অফিসের দিকে। নাহ, কেউ খেয়ালই করেনি চোখের সামনে দিনে-দুপুরে ঘটে যাওয়া এমন একটা ঘটনা। না অফিসের কেউ, না পথচারীদের কেউ।

কিছুক্ষণ যেতে সীটের ওপর ঘুরে বসল পিস্তলধারী যুবক। অস্ত্র সরাল না। 'বানা এহোদ,' বলল সে। 'শুনেছ কখনও এ নাম?'

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল আইনজীবীর। দ্রুত মাথা ঝাঁকাল। শুনেছে।

সামনে তাকাল যুবক। পেয়েছে, শফিক,' বলল হাসিমুখে।

'বলেছি না, চালু মাথা' শফিক বলল। 'যত কঠিন ধাঁধাই জিজ্ঞেস করিস না কেন, উত্তর ঠিকই দিতে পারবে।'

'ঠিক আছে, এবার দু'নম্বর,' বলল প্রথমজন। 'ইউরি দানের নাম শুনেছ?'

আইনজীবী অনড়।

'কি বলে?' শফিক প্রশ্ন করল।

'বলে না।'

'তাহলে মনে হয় মেমোরি ওবলেট হয়ে গেছে। এক কাজ কর, সবুর, ওর মেমোরি ব্যাঙে কয়ে এক লাত মার। ওর ওটা কোথায় জানিস তো? বাঁচিতে। মার, দেখবি কেমন গড়গড় করে...'

ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা, কাজেই ইয়েহুদ বারাকের বুঝতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। এরই মধ্যে ভয়ে দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে সে। তিন ঘণ্টা পর মুখ খুলতে বাধ্য হলো লোকটা। সবুর ও শফিকের খাতির-যত্নে তখন তার প্রাণপাখি ঠোঁটের কাছে উঠে এসেছে।

ইউরি দানের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের অবস্থান জেনে গেল মাসুদ রানা।

ছয়

আমেরিকানরা জায়গাটাকে বলে দ্য কইনস্।

নামটা বেমানান হয়নি। ওয়াটারফ্রন্টের পরিত্যক্ত অংশের এক মাইলেরও বেশি এলাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। দূর থেকে দেখতে লাগে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চলের মত। ভাঙাচোরা ওয়্যারহাউস আর অসংখ্য ডক, শুধু নামেই।

একটা ওয়্যারহাউসেরও ছাত নেই, দেয়াল কোনটার আংশিক নেই, কোনটার একেবারেই নেই। কঙ্কালের মত খাঁচা দাঁড়িয়ে আছে শুধু। ডকেরও কেবল কাঠামো আছে, কাঠের প্ল্যাঙ্কিং হাওয়া। বাইরের সাধারণ মানুষ দূরের কথা, চোর-ছ্যাঁচোড়ও আজকাল এদিকে আসে কি না সন্দেহ।

তবে ইঁদুর আছে অঢেল, আর ছাড়া কুকুর। মানুষও আছে কিছু। সমাজে যাদের জায়গা নেই—খুব গরীব, নয়তো নিচু শ্রেণীর দাগী আসামী—তারা থাকে এখানে। তাও তেমন বেশি নয়।

পুলিসও এই এলাকা থেকে দূরে থাকে। এখানে কি হলো না হলো, তা নিয়ে প্রশাসনের একটুও মাথাব্যথা নেই।

সতর্ক নজর রেখে ভ্যান চালাচ্ছে মাসুদ রানা। এদিকের রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়, কত যুগ মেরামত হয়নি কে জানে! অসংখ্য খানাখন্দে ভরা। একটু অসতর্ক হলেই ফ্রন্ট অ্যাক্সেল ভেঙে আছাড় খেতে হবে। দূর থেকে কইনস চোখে পড়তে আরও সতর্ক হলো ও। গতি কমাল।

চারটে বাজে এখন। হারবারের তীর ধরে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে কইনস্। তার আধমাইল এপাশে সিটি কর্পোরেশনের খাওয়া-খাওয়া সমান্তরাল রাস্তা। ওটা থেকে বেরিয়ে গেছে প্রতিটা ওয়্যারহাউসের নিজস্ব পথ। রাস্তা থেকে ওয়্যারহাউসের মাঝখানের যে ব্যবধান, ওটাকে বলা হয় ভয়েস্টল্যান্ড।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওয়্যারহাউসগুলোর দিকে তাকাল রানা। রূপা, রকি এবং আজাদও তাকিয়ে আছে। ভোতা ধূসর আকাশের নিচে নোংরা বাদামী ইট ও ধূসর সিমেন্টের ভাঙাচোরা কাঠামোগুলো দেখতে অশুভ লাগছে। যেন মূক ভাষায় ওদের ফিরে যেতে বলছে ওগুলো, আর এগোতে নিষেধ করছে।

কাঠামোগুলোর ওপাশে ছাড়া ছাড়া কিছু কাঠের বিল্ডিং ও অসংখ্য ভাঙাচোরা মেশিনারি দেখা যাচ্ছে। ওর মধ্যে কার, ভ্যান ইত্যাদিও আছে। স্তূপ হয়ে আছে সব। কোন কোন স্তূপ উচ্চতায় বিশ ফুটেরও বেশি। লোহা-লক্কড়ের জঙ্গলের মত লাগে দেখতে।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ওসবের মধ্যে জং ধরা টেইন-লিঙ্ক ফেন্স দিয়ে ঘেরা চৌকো এক জোবা দেখা গেল, কালো তরল পদার্থ তাতে। তেল বা কোন কারখানার বর্জ্য হবে।

গাড়ি দাঁড় করাল রানা। দূর থেকে জায়গা করে পর্যবেক্ষণ করতে চায় গোটা কইনস। নেমে পড়ল ও, দেখাদেখি অন্যরাও।

'বাপরে!' সামনে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল রকি। 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে শেষ হলো!'

'ব্যাটা ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে,' রূপা মন্তব্য করল।

'হ্যাঁ,' রানা মাথা দোলাল। 'সর্দমার ডাঁটের জন্যে উপযুক্ত জায়গাই।' আর্জেন্টিনায় এ ধরনের এক পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস দেখেছে ও, সেদিন ভেবেছে ওটার মত নোংরা জায়গা পৃথিবীতে বুঝি আর নেই। আজ মনে হচ্ছে ওটা এর থেকে অনেক পরিষ্কার ছিল। সম্ভবত প্রকল্প পরিত্যক্ত হওয়ার পরও আশেপাশে মানুষের আবাসন বহাল থাকার জন্যে এমনটা হয়েছে, ভাবল রানা।

পরিত্যক্ত এলাকা বলে কর্পোরেশন মাথা ঘামায়নি, যারা থেকেছে বা এখনও আছে, তারাও না। শূন্যতাকে বরং ভরাট করছে ওরা।

রানার ভঙ্গি দেখে মনে হয় ও ভালমত কিছু দেখছে না। আসলে উল্কো, সামান্যতম খুঁটিনাটিও এড়াচ্ছে না ওর তীক্ষ্ণ নজর। জায়গাটা যত দেখছে, ততই পাকস্থলীর ভেতর কেমন এক অনুভূতি জোরাল হচ্ছে। কি যেন হাঁটছে ভেতরে, নখ দিয়ে ভেতরের দেয়ালে আঁচড় কাটছে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছে ওকে।

আগেও দেখেছে ও, যখন কোন বড় ধরনের বিপদ আর অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন এমন হয়।

কেউ লক্ষ রাখছে না এদিকে, অনেকক্ষণ পর নিশ্চিত হলো রানা। রাস্তার দিকে নজর রাখার প্রয়োজন মনে করেনি ইউরি দান। এতে বোঝা যায় কতখানি আত্মবিশ্বাসী মানুষটা, নিজের সাফল্যের ব্যাপারে কি ভীষণ আস্থাশীল। হয় তাই, নয়তো অন্ধ আহাম্মক সে। এত গুরুত্বপূর্ণ এক মিশনে সফল হতে পিছনেও যে নজর রাখতে হয়, তা মাথায় আসেনি।

কিন্তু রানা জানে, প্রথমটাই আসল কারণ। কেননা এতবড় এক দায়িত্ব কোন আহাম্মককে অবশ্যই দেবে না মোসাদ। দিতে পারে না।

'এবার চলো,' বলল রানা। 'আর দেরি করা যায় না।'

'আমিও তাই বলতে চাইছিলাম,' আজাদ বলল।

'কিন্তু কোথায় যাব?' রকি প্রশ্ন করল।

গাড়িতে ওঠার জন্যে পা বাড়িয়েছিল রানা, ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'কোথায় যাব মানে?'

'বলছি, এর মধ্যে লোকটা কোথায় আছে, বুঝব কি করে আমরা? আগে নিশ্চিত হয়ে নিলে ভাল হত না?'

মাথা দোলাল ও। 'আমি জানি কোথায় আছে দান।'

প্রশ্ন ফুটল রকি ও আজাদের চাউনিতে।

'ওই ওখানে সবচেয়ে বড় যে ওয়্যারহাউসটা দেখতে পাচ্ছ, ওটার উত্তরের কোন একটায়।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকাল ওরা। রকি বলল, 'উত্তরের কোনটায়?'

'সেটা জায়গামত গিয়ে জেনে নিতে হবে,' রানা বলল। 'ওখানে নিজের টীম সদস্যদের জন্যে ট্রেনিং সেন্টার খুলে বসেছে দান। একটু খোঁজ করলে আর কিছু না হোক, ওদের কারও না কারও পায়ের ছাপ অন্তত পাওয়া যাবে। কামন, গুয়েজ। লেট'স গেট রেডি।'

ভ্যানের ড্রাইভিং ডোর খুলে ফেলল ও। হাত বাড়িয়ে সীট থেকে দুটো কেভলার বডি আর্মার তুলে নিয়ে রকি ও আজাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'পরে নাও তোমরা দু'জন।'

বাকি দুটোর একটা রূপাকে দিয়ে অন্যটা নিজে পরল। সবগুলোর স্ট্র্যাপ টাইট করে বাঁধা হয়েছে কি না দেখে নিশ্চিত হলো ও। এরপর অস্ত্র বিতরণের পালা। সবার জন্যে আছে একটা করে এম-সিক্সটিন রাইফেল ও পিস্তল, পরেরটা যার যার পছন্দ অনুযায়ী। তবে মূল যেটা, সেটা একই। দুনিয়ার সেরা অটো-পিস্তল, উজি। ইসরায়েলের তৈরি। কাঁটা তুলতে কাঁটা।

'রাইফেলের সিলেক্টর সুইচ চেক করো সবাই,' বলল ও। 'সেমি অটোতে ফিক্স করো।'

এরপর লাইট-প্যাক পরে নিল সবাই। ওর মধ্যে আছে হ্যান্ড হেল্ড রেডিও, এক্সট্রা ক্লিপ, ফ্র্যাগমেন্টেশন ও ফ্ল্যাশ-ব্যাঙ গ্রেনেড ইত্যাদি। প্রস্তুতি শেষ হতে রানার দিকে ফিরল আজাদ। 'অ্যাপ্রোচ কিভাবে করতে চান, মাসুদ ভাই?'

জবাব দেয়ার আগে আরেকবার কইনসের লে-আউট দেখে নিল ও। 'গাড়ি নিয়ে সবচে' বড় ওয়্যারহাউস পর্যন্ত যাব। ওখান থেকে হেঁটে।'

'রজার,' মাথা দোলাল কমান্ডো।

'আর কোন প্রশ্ন?' প্রথমে রূপা, পরে রকির দিকে তাকাল রানা। 'নেই? গুড!'

রূপাকে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হলো ওর, চেহারার রং কমে গেছে। ও মত বদলাতে চায় কি না আরেকবার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো, কিন্তু সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। কারণ উত্তরটা কি হবে জানা আছে।

'চলো।'

প্রায় নিঃশব্দে এসে প্রথম ওয়্যারহাউসের কাছের লোডিং ডক বরাবর ভ্যান দাঁড় করাল রানা।

ষাট ফুট দীর্ঘ হবে বিল্ডিংটা, ভীষণরকম নোংরা। বাইরের সিমেন্টের পলেস্তরা খসে পড়েছে অনেক আগেই, আবরণহীন দাঁতের মত বেরিয়ে আছে বাদামী রঙের

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ইট। ওখান থেকে ভাঙাচোরা রাস্তা চলে গেছে লোডিং ডকের দিকে। প্রচুর জঞ্জাল জমে উঠেছে ওয়্যারহাউসের চারদিকে। জ্বালানির পেট মোচড়ানো গন্ধ উঠছে ওসবের মধ্যে থেকে।

ভ্যান দাঁড় করিয়ে মুখ তুলল রানা, কিছু একটা চোখে পড়ল বুঝবেই। শেষ বিকেলের মরা আলোয় ঝিক করে উঠল কি যেন, ওয়্যারহাউসটার পিছন দিকে। দেহের কয়েকটা পেশী শক্ত হয়ে উঠল ওর। 'বেরোও সবাই!' নির্দেশটা দিয়েই দরজা খুলে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল ও, তার আগে থাবা দিয়ে রাইফেলটা তুলে নিতে ভুল হয়নি।

মাটিতে এক গড়ান দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল, তারপর নিচু হয়ে তীরবেগে ছুটল ওয়্যারহাউসের আড়ালে আশ্রয় নেয়ার জন্যে। ওর তিন হাতের মধ্যে রয়েছে রকি, তারপর রূপা। আজাদ সবার পিছনে। সবাই ঠিকমত পজিশন নিতে পারার আগেই পিছনে 'শো-ও-ও' জাতীয় একটা শব্দ উঠতে শুরু করল ওরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু একটা আছড়ে পড়ল ভ্যানের ওপর, দুলে উঠল ওটা, তারপর বিস্ফোরিত হলো ভয়াবহ শব্দে। তীব্র আগুনের ঝলকে পরিণত হলো ভ্যান, আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল অনেক উঁচুতে।

'আড়াল নাও!' চেঁচিয়ে বলল রানা। সামনের দেয়ালের গায়ে একটা লোডিং-আনলোডিং ইকুইপমেন্ট আনা-নেয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইজ দরজা দেখে তীরবেগে সেদিকে ছুটে গেল। নব ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুরল না। একটু অবাক হলো ও। এমন এক বিভিন্নের কোন দরজা তালা মারা থাকতে পারে ভাবাই যায় না।

একটু দূরে আরেকটা বড় দরজা দেখে সেদিকে এগোবে কি না ভাবল রানা, কিন্তু মন সাড়া দিল না। ওটা একটা ফাঁদও হতে পারে। ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছে বাদ দিল ও, কাঁধ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্ধ দরজাটার ওপর। যতটা লাগবে মনে হয়েছিল, তার সিকি ভাগ শক্তিও ব্যয় করতে হলো না, হাঁ হয়ে গেল ওটা।

আজাদ প্রায় সেঁটে আছে ওর গায়ের সাথে, তার একটু পিছনেই রূপা। কিন্তু রকি নেই কোথাও। বুক ছাঁৎ করে উঠল রানার। আজাদকে ওর কথা জিজ্ঞেস করবে বলে মুখ খুলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে বসে পড়ল ঝপ করে। একই মুহূর্তে আজাদও দেখেছে ব্যাপারটা, সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে রূপাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিল। 'লক আউট!' চেঁচিয়ে সতর্ক করল রানাকে।

কিন্তু তার দরকার ছিল না।

ব্যাপারটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটল, তবে তা এত অসম্ভব দ্রুত ঘটল যে ডবল-স্লো মোশন ছায়াছবিও হার মানবে তার কাছে। সামনে পড়ে থাকা এক প্যাকিং বাক্সের আড়াল থেকে একটা মাথা উঠে আসছে দেখল রানা, তারপর বড়সড় একটা মুখ ও প্রশস্ত একজোড়া কাঁধ দেখা দিল। ডান কাঁধে ঠেকে

আছে উজি অ্যাসল্ট রাইফেলের স্টক।

এই সময় লাফ দিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে আজাদের 'লক আউট!' ও রূপার গোঙানি কানে এল। কোনদিকে তাকাল না রানা, বসে কোমরের পাশে ঠেকিয়ে এম-সিক্সটিনের ট্রিগার টেনে দিল। পনেরো ফুট দূরে ছিল লোকটা, বুকে সেকেন্ডে তিন হাজার ফুট গতিশীল পয়েন্ট টুটু প্রোজেক্টাইলের আঘাতে ঠিক মাছির মত উড়ে গেল। কয়েক গজ গিয়ে দুটো ডিগবাজি খেয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা। রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ধুলোমোড়া মেঝে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। রূপা উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ছে, চোখ পড়ে আছে মৃত লোকটার ওপর। আজাদ সম্ভবত ধাক্কা দেয়ার ব্যাপারে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে নিষেধ করল ও, ধন্যবাদ জানাল বিড়বিড় করে।

নিজের চারদিকে নজর বোলাল রানা, বুঝল এটা অ্যান্টিক্লাম গোছের কিছু হবে। ওয়্যারহাউস যখন চালু ছিল, তখন অফিস বা বিসিভিং এরিয়া হিসেবে ব্যবহার হত। ওয়্যারহাউসের তুলনায় বেশ ছোটই বলা চলে জিনিসটাকে। বড়জোর বিশ বাই ত্রিশ। মৃত লোকটার পিছনে কয়েকটা ডবল ডোর দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ওয়্যারহাউসে যাওয়ার পথ।

আজাদকে রকির অনুপস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করবে ভেবে আবার মত পাল্টাল রানা। আগের কাজ আগে। ওর খারাপ কিছু যদি ঘটেই থাকে, তার কোন প্রতিকার এখন ওদেরকে দিয়ে হবে না, কাজেই একটু দেরিতে জানলে কিছু আসবে-যাবে না। আজাদ ও রূপাকে ওকে অনুসরণ করতে সঙ্কেত দিয়ে সামনে এগোল।

সবচেয়ে কাছের ডবল ডোরের কয়েক হাতের মধ্যে পৌঁছতে ভেতরে দৈত্যাকার একটা ইকুইপমেন্টের কাঠামো চোখে পড়ল ওর। খুব সম্ভব প্রেস হবে অনুমান করল রানা। দরজা থেকে পনেরো ফুট ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে ওটা নিরেট, ধাতব। প্রায় দেড়তলা বাড়ির সমান উঁচু। পাশেও তেমনি। ওদের জন্যে চমৎকার আড়াল হবে জিনিসটা, ভাবল ও।

সঙ্গীদের আরেকবার ইঙ্গিত করল, তারপর একসঙ্গে তিনজন ঝাঁপ দিল দানবীয় যন্ত্রটার দিকে। দীর্ঘ তিন পদক্ষেপে মুহূর্তে ফুট দশেক দূরত্ব পেরিয়ে এল ওরা, তারপর ডাইভ দিল একই সময়ে। ওরই মধ্যে বাঁয়ে তাকাল রানা। দেখতে পেল এদিকে পিছন ফিরে কমপক্ষে পনেরোজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সবার নজর সামনে, হাতে অটোম্যাটিক রাইফেল।

প্রথমবার ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হওয়ার পর বড় যে খোলা দরজাটা দেখতে পেয়েছিল রানা, ওটাই সবার টার্গেট। অবচেতন মন সময়মত সতর্ক না করলে এতক্ষণে কি ঘটত ভেবে অজান্তেই ঢোক গিলল ও।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

শুটিং গ্যালারির মুখোমুখি পড়তে হত ওদের। এখন হয়েছে উল্টো।

নিঃশব্দে পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাতে শুরু করেছে লোকগুলো, সবাই বিস্মিত, দ্বিধাগ্রস্ত। সুযোগটা খোলো আনা কাজে লাগাল ওরা। কন্ট্রোল লিভার অটোতে সেট করে একযোগে ব্রাশ ফায়ার শুরু করল। চোখের পলকে পড়ে গেল কয়েকজন, অস্ত্র ছেড়ে নিজেদের ক্ষত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লোকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছে যে ছিল, প্রথম দফায় প্রায় অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেল সে। অক্ষত অবস্থায় মাটিতে আছড়ে পড়েই রানার মাথা সই করে গুলি ছুঁড়ল লোকটা। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে মাত্র এক সেকেন্ড আগে রানা অবস্থান বদলে ফেলেছে, ওর কানের পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে চলে গেল শত্রুর বুলেট।

দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেল না লোকটা, তার আগেই মাটির সাথে সমান হয়ে গেল রুপার দুই-তিনটে বুলেট হজম করে। একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে। নিখুঁত টাইমিং। ওয়্যারহাউসের ফ্লোর কেঁপে উঠল থর থর করে, ভয়ঙ্কর শ্রাপনেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল ফাটানো চিৎকার করতে আরম্ভ করল হিট টীমের সদস্যরা। তাদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল ভেতরের বাতাস।

বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল না রানা, রাইফেলে নতুন ক্লিপ ভরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। অটোতে দিয়ে ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে ঘোরাতে শুরু করল ব্যারেল। আহত এক হতভাগ্য অবস্থা বেগতিক দেখে জলদি করে সরে পড়ার চেষ্টা করল মরিয়া হয়ে। এর ক্লিপের শেষ বুলেটের আঘাতে খুলির ওপরের অর্ধেক নেই হয়ে গেল তার। বুলেটের অসম্ভব গতি আর বারো হাজার ফুট পাউন্ড এনার্জি অংশটাকে যে কোথায় নিয়ে ফেলল, হদিসই পাওয়া গেল না।

পরেরবার ক্লিপ বদলের ঝামেলায় গেল না ও, উজি অটো পিস্তল ব্যবহার করতে লাগল। রুপা ও আজাদের এম-সিক্সটিন সমানে হুঙ্কার ছেড়ে চলেছে। ও দুটোর সঙ্গে আরও একটা যোগ হতে এক পলক তাকাল রানা। রকি!

ওরা যে দরজা দিয়ে এখানে এসেছে, তার এপাশে এসে দু'হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে গুলি করছে সে।

অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ। অসম হলেও অপ্রত্যাশিত চমক দিতে পারায় নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করল রানা বাহিনী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা দেহগুলো দেখল ওরা। বেশিরভাগই মরে গেছে। যারা বেঁচে আছে, কোনমতে প্রাণ ঠোঁটের ডগায় ঠেকে আছে তাদের। যায় যায় অবস্থা।

সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও এক এক করে, সবাই দু'পায়ে খাড়া। একটা আঁচড়ও লাগেনি কারও গায়ে। কিন্তু রুপাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। চেহারা একদম

ফ্যাকাসে, ঠোঁট কাগজের মত সাদা। যথেষ্ট শক্ত মেয়ে ও, পেন্টহাউসে রানার প্রাণ বাঁচিয়েছে একবার, কিন্তু রানার বোঝা হয়ে গেল, এ ধরনের গণহত্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল ও। এক মৃত-আধামৃতদেহ আর রক্ত দেখে তাল হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞান না হারালে হয় এখন।

'তুমি ঠিক আছ, রুপা?' বলল রানা।

চমকে চোখ তুলল ও। 'অ্যাঁ! হ্যাঁ, আমি...' ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ, ঠি-ঠিক আছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দেহগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এগোল রানা। 'আজাদ, সামনের দরজা দিয়ে বাইরে নজর রাখো। রকি, তুমি যে দরজা দিয়ে ঢুকেছ, সেদিকে।' গুলিশূন্য এম-সিক্সটিন তুলে নিল কথার ফাঁকে।

দেহগুলো গুনল রানা—মোট ষোলোটা। একটা উল্টে থাকা দেহের কাছে থমকে দাঁড়াল। লোকটার গাল আর জুলপির মিহি চুলের রেখা দেখে সন্দেহ হতে ঝুঁকল ও, ভাল করে তাকাতে প্রায় চমকেই উঠল। পুরুষ নয়, ওটা মেয়ে। যুবতী। আঠারো উনিশ হবে বয়স, মোহনীয় চেহারা। বব কাট দেয়া চুল।

খাড়া ত্রিশ সেকেন্ড মৃত মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর সিধে হয়ে রুপার দিকে ফিরল। 'এটা মেয়ে।'

'কি বলছ?'

হাত দিয়ে দেহটা দেখাল ও। বলল, 'মেয়ে। পুরুষ না।'

এগোতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ যুবতীর কাছের একটা রক্তাক্ত কাঠামো সাড়া দিয়ে উঠল। হাতে ধরা উজি তুলছে রানাকে লক্ষ্য করে, কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। খট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, গুলি করার সময় নেই, তাই রাইফেলের বাট ঘুরিয়ে দড়াম করে মেরে বসল লোকটার চোয়ালে। বাড়ির চোটে চেঁচিয়ে উঠে এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, উজি ছেড়ে বসে পড়ল কাঁপতে কাঁপতে।

ইয়েল দু'হাতে মাথার ওপর তুলে এগোতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু লোকটার অবস্থা দেখে থেমে পড়ল। নামিয়ে নিল অস্ত্র। শুয়ে পড়েছে হিট টীমের সদস্য। সতর্কতার সাথে তার দিকে এগিয়ে গেল ও, হাত বাড়িয়ে খুঁজে দেখল সঙ্গে গ্রেনেড বা পিস্তল ধরনের কিছু আছে কি না। নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে তার পাশে বসল ও।

রুপা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। অনেকটা সামলে নিয়েছে এরমধ্যে। চেহারায় রং ফিরে আসতে শুরু করেছে। আহত লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকল রানা, তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনি ধরে নাড়া দিল। 'জান কোথায়?' চড়া গলায় জানতে চাইল।

চোখ বুজে গোঙাচ্ছিল লোকটা, চেহারা বিকৃত করে তাকাল।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'কোথায় ইউরি দান?'

প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটল তার দু'চোখে। 'কেউ বাঁচবে না তোমরা!' সাপের মত হিসিয়ে উঠল লোকটা। 'কেউ···না। দান তোমাদের সবাইকে ···কুকুরের মত গুলি করে মারবে।'

'কোথায় সে?' একঘেয়ে গলায় প্রশ্ন করল ও।

'জাহান্নামে যাও, কুত্তার বাচ্চা!' কথার তালে মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে যন্ত্রণায় চেহারা কুঁচকে উঠল তার।

'শোনো,' আঙুলের চাপ বাড়াল ও। 'যদি শান্তিতে মরতে চাও, লোকটা কোথায় আছে বলো। নইলে তোমার নিস্তার নেই।'

শক্ত করে দম নিতে লাগল লোকটা, ঘন ঘন। সময় ফুরিয়ে এসেছে। ও মধ্যেও কড়া দৃষ্টি হেনে রানাকে ভস্ম করে দিতে চাইল সে। কি ভেবে প্যাক থেকে পানির ফ্লাস্কটা বের করল রানা। মুখ খুলে তার শুকনো ঠোঁটের ওপর ঢেলে দিল খানিকটা। সশব্দে ঠোঁট চাটছে লাগল মোসাদ এজেন্ট। এবার তার মাথা উঁচু করে ধরে দুই ঢোক পানি খাইয়ে দিল রানা।

'বলো, কোথায় আছে ইউরি।'

জবাব দিল না লোকটা, তবে চোখের ঘৃণা বিদেয় নিয়েছে, চুপ করে দেখছে ওকে।

'তুমি এমনিতেই মরবে,' বলল রানা। 'বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। এই অবস্থায় তোমাকে নির্যাতন করতে খারাপ লাগবে আমার, কিন্তু তুমি যদি বাধ্য করো,' শ্রাগ করল, 'তাহলে কাজটা আমাকে করতেই হবে। যে করে হোক দানের খোঁজ জানতেই হবে আমাকে।'

তবু লোকটা মুখ খুলছে না দেখে রূপার দিকে তাকাল ও। 'তুমি একটু বাইরে যাও,' শীতল গলায় প্রচ্ছন্ন হুমকির সাথে বলল। চেষ্টা করছে ভয় দেখিয়ে ব্যাটার মুখ খোলাতে।

মাথা দোলাল রূপা, ধীরপায়ে অ্যান্টি রুমের দিকে চলে গেল। দরজার কাছে গিয়ে একবার পিছনে তাকাল ও, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এবার বলো,' লোকটার ওপর ঝুঁকল রানা, হাতে কমান্ডো ছুরি। 'নইলে প্রথমে একটা একটা করে চোখ উপড়ে নেব তোমার, তারপর জিভটা। একটু একটু করে।'

প্রথমে মুখ খোলার কোন ইচ্ছে দেখা গেল না লোকটার। কিন্তু রানার ভীতিকর শীতল চেহারা দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল। একটু পর ছুরিটা বাঁ চোখের দিকে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে দেখে মনস্থির করে ফেলল সে। 'দাঁড়াও! বলছি।'

সাত

লোকটা মরে গেছে বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মাথা দোলাল আপন মনে। ঘুরে দাঁড়াতেই রূপা, রকি ও আজাদের ওপর চোখ পড়ল। ওর গজ বিশেক দূরে প্রকাণ্ড ধাতব দানবটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, একটু আগে যেটার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল রানা।

সবার চোখে প্রশ্ন। এম-সিক্সটিন কাঁধে ঝুলিয়ে এগোল ও, লোকটাকে পানি খাওয়াতে গিয়ে হাতে খানিকটা রক্ত লেগেছিল, প্যান্টের পিছনে ডলে মুছে ফেলার চেষ্টা করল। রক্তের দাগ সবটা উঠল না, কিছুটা রয়েই গেল। রকি এগিয়ে এসে ওর ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা পানি ঢেলে দিতে কাজ হলো। প্যান্টে হাত মুছে নিল রানা।

'কিছু জানতে পেরেছ?' রূপা প্রশ্ন করল।

মাথা দোলাল ও। 'ওয়্যারহাউসের পিছনদিকে একটা টানেল আছে,' হাঁটার ওপরে বলল। 'বেজমেন্ট রুমে। দানের আন্ডারগ্রাউন্ড আস্তানা ওটা।'

'ব্যাটা আছে ওখানে?' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল রূপা। স্ট্র্যাপ টেনে কাঁধের এম-সিক্সটিন খানিকটা তুলল।

'হ্যাঁ। অবশ্য যদি এরমধ্যে পালিয়ে গিয়ে না থাকে।' একটু বিরতি দিল রানা। ঘড়ি দেখে নিল চট করে। 'চলো! খুঁজে দেখি আছে কি না।'

'মাসুদ ভাই,' রকি বলল। 'এক কাজ করলে হত না?'

'কি?'

'আমরা আপাতত টানেলের মুখ পাহারা দিলেই তো পারি। যতক্ষণ খুশি ব্যাটাকে আটকে রেখে তারপর ঢুকব। নিশ্চিন্তমনে···'

বাধা দিল রানা। 'কোথায় টানেলের এন্ট্রান্স, কোথাও গোপন এক্সিট আছে কিনা, চেক না করে বুঝব কি করে? তাছাড়া ওটা কত লম্বা, কোনদিকে গেছে, কিছুই না জেনে ওই ঝুঁকি নেয়া বোকামি হবে।'

'সরি,' মাথা দোলাল যুবক। 'আমি ভেবেছি···'

বিশালদেহী আজাদ বাধা দিল এবার। 'মাসুদ ভাই ঠিকই ভেবেছেন। শুনেছি, এ ধরনের টানেলে ঢোকা-বের হওয়ার একাধিক রাস্তা থাকে। কোন কোন টানেল অনেক লম্বাও হয়।'

রূপার দিকে ফিরল রানা। 'তুমিও যেতে চাও?'

চোখ কোঁচকাল ও। 'না কেন?'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

'এমনিই বলছিলাম,' শ্রাগ করল রানা।

'সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি দয়া করে পাল্টাও। মেয়েরা কোন কাজেই পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না।'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলল রানা। 'ব্যস, ব্যস! পাল্টে ফেলেছি।'

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ওয়্যারহাউসের ধুলোমোড়া বেজমেন্টে টানেলে ঢোকার রাস্তা পাওয়া গেল। স্রেফ একটা গর্ত, ভেতরে কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি শেষ হয়েছে টানেলের মেঝেতে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে আগে আগে চলল রানা, অন্য হাতে ওয়ালথার পিপিকে প্রস্তুত।

প্রথম দশ গজমত সোজা গেছে টানেল, তারপর বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। তার দু'গজ ও পাশে প্রায় খাড়া নেমে গেছে ফ্লোর। ঘাট থেকে সম্ভব ডিগ্রী হবে ঢালটা, অনুমান করল রানা। সিঁড়ি নেই ওখানটায়, অন্য ব্যবস্থা আছে। শ্যাফটের ছাতের সাথে লাগানো এক ছকে মোটা একটা নাইলনের দড়ি ও লাল রঙের এক ইঞ্চি চওড়া নাইলনের ওয়েবিং বাঁধা আছে মজবুত করে। লাইন দুটোর শেষ কোথায় বোঝার উপায় নেই, ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পৌঁছায় না অত নিচে। শ্যাফটের অন্ধকার তলায় হারিয়ে গেছে ওগুলো। দুটোই চকচক করছে। নতুন।

সবার চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী আজাদ ও দুটো ধরে ঝুল দিয়ে দেখল। 'সলিড, মাসুদ ভাই।'

'এবার?' রকি বলল।

'নামতে হবে। আমি আগে নামছি।'

ওয়ালথার কোমরে গুঁজে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের অন্ধকারে। বারো মিনিট পর শ্যাফটের গোড়ায় একত্রিত হলো চারজন। নিকষ কালো চারদিক, আলোর কোন আভাস পর্যন্ত নেই। শ্যাফট বাঁকা হয়ে নেমেছে বলে বেজমেন্টের আলো আসতে পারছে না।

রানার মনে হলো সদ্য খোঁড়া কোন কবরে নেমেছে ওরা সবাই।

'বাব্বাহ্!' রকি বলল চাপা গলায়। 'কী অন্ধকার! কার রূপের সাধ্য কিছু দেখে।'

কেউ পাল্টা কোন মন্তব্য করল না। 'রূপা, তুমি ঠিক আছ?'

রানার কণ্ঠের উদ্বেগ টের পেয়ে নিঃশব্দে হাসল ও। 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

চারদিকে নজর বোলাতে লাগল রানা। ওরা যেখানটায় আছে, সেটা অনেকটা লম্বাটে লিভিংরুমের মত, বেশ বড়। তার ও মাথায় আরেকটা হরাইজন্টাল শ্যাফট। শ্যাফট যেখান থেকে শুরু, তার সামান্য আগে থেকে আছে ভারী, মজবুত কাঠের সিলিং, ইয়া মোটা মোটা টিম্বার দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলোকে। কিছু পুরানো কাঠও আছে তার মধ্যে, সেগুলোর গা কর্কশ, চলটা ওঠা। ওগুলো হয়েছে, না বয়সের কারণে আপনাআপনি উঠেছে, দেখে বোঝার উপায় নেই। নতুন টিম্বারের সাপোর্ট ও ক্রস বীম দিয়ে রিইনফোর্স করা হয়েছে ওগুলোকে।

মাঝেমধ্যে এক-আধটা স্টীলের ক্রস বীমও আছে।

স্ট্রাকচারাল ডিজাইন দেখে মনে হয় একরকম আরও একটা শ্যাফট বা হোল আছে। নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ক্রস বীম দেখাল আজাদ। 'ওটাই বোধহয় [illegible] মূল এন্ট্রান্স।

'এগুলো কি কাজে লাগে?' রূপা প্রশ্ন করল।

'ফ্লোরের কোন না কোন কাজে তো লাগেই। আমি যত ওয়্যারহাউস দেখেছি, প্রত্যেকটাতে টানেল আছে। আল্লা মালুম এসবের কাজ কি।' এদিক-সেদিক আলো ফেলল আজাদ। 'এটাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। মাকড়সার জালের মত।'

শ্যাফটের মুখে এসে দাঁড়াল ওরা। দূর থেকে পুরোপুরি হরাইজন্টাল মনে হলেও তা নয় আসলে এটা। সামান্য ঢালু হয়ে চলে গেছে সামনের দিকে। ভেতরের টিম্বারিং, প্ল্যাঙ্কিং, সব বেশ মজবুত মনে হচ্ছে। প্রায় নতুন। স্রেফ ধুলো আছে, কিন্তু কোনরকম আবর্জনা নেই। মানুষের চলাচলের ছাপ ফুটে আছে ধুলোয়। তাজা। এখানকার বাতাসের গন্ধও অন্যরকম।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল রূপা। 'কি মনে হয়? দেখে তো মোটেই পরিত্যক্ত লাগছে না।'

'তাই তো দেখছি,' অন্যমনস্ক গলায় বলল ও। 'মনে হয় হিট টীমের সদস্যদের থাকার জন্যে অল্পদিন আগে মেরামত করা হয়েছে এটাকে। এরকম এক টীমের থাকার জন্যে একেবারে উপযুক্ত জায়গা। নিউ ইয়র্কের মত শহরের একদম মাঝখানে এমন এক জায়গা আছে, ভাবাই যায় না।'

শ্যাফট ধরে একটু একটু করে এগোতে শুরু করল দলটা। প্রায় নিঃশব্দে। রানা আগে, তারপর রূপা, পিছনে পাশাপাশি হাঁটছে রকি ও আজাদ।

'চিন্তা করে পাই না এরমধ্যে গোলাগুলি শুরু হলে কি অবস্থা হবে,' রকি বলল। 'যদি শব্দে রুফ ভেঙে পড়ে, তাহলে মরেছি।'

রানা মাথা দোলাল। 'কোরো না।'

'গুলি করব না?' বিস্মিত হলো যুবক।

'বলছি চিন্তা কোরো না। গুলি করার প্রয়োজন দেখলে করবে। তাতে শুধু রুফ কেন, গোটা শহর ভেঙে পড়ার ভয় থাকলেও পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। উপায় নেই।'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল বিশালদেহী আজাদ। সত্যিকারের 'যুদ্ধে' অংশ নিতে পেরে খুব খুশি সে। আগের বাউটগুলো সুবিধের হয়নি ভেবে এতক্ষণ মনক্ষুণ্ণ ছিল, তবে এখন তা কেটে গেছে। আরেকটা সুযোগ আসছে দেখে ভেতরে ভেতরে রোমাঞ্চিত সে, হাত নিশপিশ করছে।

টানেল মোটামুটি উঁচুই বলা চলে, ছয় ফুটা আজাদ স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছে। মাথা নুইয়ে এগিয়ে চলেছে তার দুঃসাহসী কমান্ডোর ঝুলে দলটা। টানা দশ

PROTECT

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মিনিট পর আচমকা থেমে দাঁড়াল রানা। চাপা গলায় নির্দেশ দিল, 'হোল্ড ইট!'

দম আটকে গেল রূপার। 'কি!'

'মনে হচ্ছে কাছেই কোথাও রয়েছে ওরা।'

'কি করে বুঝলে?'

'আলো জ্বালবে না কেউ,' বলে দীর্ঘ সময় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও কান খাড়া করে। চারদিক নীরব, নিথর। ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। জানের পর্দায় অসহ্য চাপ সৃষ্টি করেছে ব্যাপারটা। 'ঠিক জানি না। খুব সম্ভব কোন আওয়াজ কানে এসেছে। অবশ্য ভুলও হয়ে থাকতে পারে আমার।'

আবার কিছু সময় নীরবে কাটল। 'শিওর হওয়ার জন্যে কিছু একটা করতে হবে,' বলল ও। 'ওরা যদি এখানে কোথাও থেকে থাকে, কায়দা করে খোঁজ জায়গায় বের করে আনতে হবে।'

'কি করতে চান, মাসুদ ভাই?' বকি প্রশ্ন করল।

'দাঁড়াও, ভেবে দেখি,' বলতে না বলতে একটা উপায় পেয়ে গেল রানা। নিজেকে দিয়ে ফাঁদ পাতার উপায়। 'এখানে থাকো তোমরা,' মৃদু গলায় বলল, 'আমি সামনে যাচ্ছি, যে কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থেকো।'

'সামনে যাচ্ছ মানে?' ভুরু কুঁচকে বলল রূপা। 'সামনে কোথায়, কেন?'

'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে।'

'কিন্তু...'

দাঁড়াল না রানা, কয়েক পা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল, তারপর শব্দ করে হাঁটতে লাগল। জোরে জোরে পা ফেলছে, নানারকম ধাতব শব্দ তুলছে ওর অস্ত্রপাতি, গিয়ার। চল্লিশ ফুটমত এগোল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দলের অবস্থানের দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে, এবার শেল্টার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারো তোমরা,' গুহার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। 'হারি আপ, বয়েজ।'

ওর চালাকি ধরতে পেরে রেগে উঠল রূপা। এরকম আগেও কয়েকবার ঘটেছে। যখনই এরকম পরিস্থিতি আসে, নিজেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় রানা। নিরাপত্তার অজুহাতে সহকর্মীদের পাঠায় না। এটা দুই অর্থে বাড়াবাড়ি। এক হচ্ছে বারবার নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া, অন্যটা সহকর্মীদের আন্ডারএস্টিমেট করা হচ্ছে ভাববার সুযোগ করে দেয়া।

আসল কোনটা রূপা জানে, আরও অনেকেই জানে, কিন্তু সবাই নিশ্চয়ই জানে না। সুযোগ যদি আসে, এবার এর বিহীত করতে হবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ও। তারপরই ভাবল, আমার তা নিয়ে এত মাথাব্যথা কিসের?

উত্তরটাও সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল-রানার নিরাপত্তার ব্যাপারটাই ওর মাথাব্যথার আসল কারণ। আরও কি যেন জ্বলল ও, গরম হয়ে উঠল কান-গাল।

মার্চ করার শব্দ শুনে বিস্মিত হলো রূপা, আজাদ, বকি। ওদিকে মুখ করা রানার ফ্ল্যাশলাইট ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে, ওপর-নিচ করছে। অথচ জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। কেউ যদি এ সময় সরাসরি সামনে থেকে তাকায়, মনে করবে তার দিকেই এগোচ্ছে আলোর মালিক। আলোর ধারার পনেরো-বিশ গজ সামনে একটা বাঁক দেখতে পেল ওরা।

'হোল্ড ইট!' একইরকম গম্ভীর গলায় কমান্ড করল রানা পিছনের গায়েবী সঙ্গীদের উদ্দেশে। লাইট অফ করে দিল। প্রায় একই মুহূর্তে মেঝেতে পাথর পড়ার শব্দ উঠল। রানার সামনের বাঁকের ওপাশ থেকে। ওরা কেউ দেখতে পায়নি পাথরটা রানাই ছুঁড়ে মেরেছে। পরক্ষণে নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল ও।

জবাবটা এল প্রায় তৎক্ষণাৎ।

আগুনের চওড়া শিখা 'ফুপ' করে বেরিয়ে এল বাঁকের ওপাশ থেকে, প্রায় একই মুহূর্তে পেট্রোকেমিক্যালের উৎকট গন্ধে ভরে উঠল টানেল। ফ্লেম থ্রোয়ার ব্যবহার করছে ওরা। উজ্জ্বল কমলা রঙের আলোয় ছেয়ে উঠল যেন অন্ধকার টানেল, বাঁকের মুখে আঘাত খেয়ে ঘুরে এ-মুখো হলো শিখা, দূর থেকেও আগুনের উত্তাপ আঁচ করতে পারল ওরা। ক্রমে বাড়ছে আগুনের গর্জন, এগিয়ে আসছে।

'পিছাও!' চেঁচিয়ে বলল রানা। বাঁকের যেখানে লেগে আগুন বাঁক খেয়েছে, সেই জায়গা সই করে পরপর পাঁচটা গুলি ছুঁড়ল। ধাক্কা খেয়ে গতিপথ বদলে ঘুরে গেল সবকটা। ষাঁড়ের গলায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ, থ্রোয়ার পড়ে গেল মেঝেতে, শিখা আর শোঁ-শোঁ আওয়াজ থেমে গেল ঝপ করে। অনেকগুলো গলা শোনা গেল এবার। ছোটাছুটির শব্দ, পরক্ষণে ভয়াবহ গুলির শব্দে কেঁপে উঠল গুহা। অনেকগুলো অটোম্যাটিক অনবরত হুঙ্কার ছাড়ছে।

গানফ্ল্যাশের তীব্র নীলচে আলোয় ঘন ঘন ঝলসে উঠছে টানেল। ওদের মাথার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস তুলে এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি করছে তপ্ত বুলেট, বজ্রপাতের মত আওয়াজে গম গম করছে চারদিক। থামাথামির লক্ষণ নেই, চলছে তো চলছেই।

কতক্ষণ পর জানে না রানা, পিছনদিক থেকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠল। মেঝে দুলে উঠল ভীষণভাবে।

'টানেল ধসে পড়তে যাচ্ছে!' চেঁচিয়ে বলল আজাদ। 'ইয়াল্লা! টানেল...মাসুদ ভাই...'

শেষ করতে পারল না সে, বিকট শব্দে আগুনের শিখা দেখা দিল আবার, বাঁকের মুখে বাধা পেয়ে এগিয়ে আসছে। এতদূর থেকেও তার আঁচে ওদের নাক-মুখ, হাতের উন্মুক্ত জায়গাগুলো জ্বালা করে উঠল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই দপ করে নিভে গেল আগুন। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার সময় পাওয়া গেল না,

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

তার আগেই চারটে ছায়া নড়ে উঠল ওখানটায়—বেরিয়ে এসেছে মোসাদ হিট টীমের সদস্যরা। হাতে অটোম্যাটিক।

এদিকে রানা এবং ওর সঙ্গীরাও যার যার এম-সিক্সটিন তাক করে এড়ি। দূরের গমগমে আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না, থেমে গেছে কখন যেন। দু'পক্ষেরই দুটো পথ খোলা আছে এখন, ভাবল মাসুদ রানা। প্রথম হচ্ছে গুলি ছুঁড়তে শুরু করা। হিট টীমও নিঃসন্দেহে তার জবাব দেবে, ফল হবে থেমে যাওয়া টানেল ধসে পড়ার প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে উৎসাহিত করা। টনকে টন পাথরের নিচে চাপা পড়ে মরার রাস্তা খোলাসা করা। আরেকটা পথ আছে, রিট্রিট করা। তার ফল হবে পিছন থেকে গুলি খেয়ে কুকুরের মৃত্যু বরণ করে নেয়া।

শত্রুও তা জানে। ওরা কি টানেল ধসিয়ে ফেলার ঝুঁকি নেবে? ভাবল রানা। ওরা ফ্যানাটিক, গোঁড়া ইহুদী। নিতেও পারে। প্রাণের মায়া ছেড়েই একাজে এসেছে ওরা।

ওর ভাবনা শেষ হলো না, তার আগেই গুলিবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ওদের থেকে। বলতে গেলে প্রায় খোলা জায়গায়ই আছে ওরা, ঠিকমত ডিফেন্স নেয়ার প্রয়োজনের কথা ভাবেনি। একটা গুলি ছুড়ে সঙ্গীদের সঙ্কেত দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল ওরা।

আটটা অটোম্যাটিকের বিরতিহীন হুঙ্কারে আবার কাঁপতে শুরু করল টানেল। এবার অবশ্য বেশিক্ষণ চলল না লড়াই, শত্রু প্রায় খোলা জায়গায় ছিল বলে অল্প সময়ের মধ্যে সবক'টাকে শুইয়ে দিল ওরা। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল হিট টীমের চার সদস্য। কে মরেছে, কে মরেনি, বোঝার উপায় নেই এখান থেকে।

নিজের কেভলার ভেস্টে হাত রাখল রানা। বুকে দুটো জোর ঝাঁকি লেগেছিল, সেই দুই জায়গা খুঁজে বের করল ওর আঙুল। ডানদিকের বিবকেজের নিচে কাছাকাছি লেগেছে দুটো গুলি, কিন্তু বডি আর্মার পরা থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারেনি। অবশ্য পাথরের চলটার আঘাতে এখানে-সেখানে কম লাগেনি। সবগুলো ক্ষত থেকেই রক্ত ঝরছে।

'তোমরা সবাই ঠিক আছ?' প্রশ্ন করল ও। 'রিপোর্ট!' বলতে বলতে ঘুরে তাকাল। না, সবাই ঠিক নেই।

রূপা পড়ে আছে বেকায়দা ভঙ্গিতে। টানেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে না বসা, না শোয়া ভঙ্গিতে পড়ে আছে। দু'চোখ বন্ধ। ও মরে গেছে ভেবে আত্মা উড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো রানার, এক মুহূর্ত পর দেহটা নড়ে উঠতে দেখে ভুল ভাঙল। ওর বুকের বাঁ দিকের বডি আর্মার রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মনে হলো বগলের কাছে কোথাও লেগেছে গুলি।

'রূপা!' চেঁচিয়ে উঠল ও। আতঙ্ক চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণে লড়াই করছে মনের সাথে। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দুই লাফে ওর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, ধড়ফড় করছে বুক। ভাল করে তাকিয়ে দেখল ওর ধারণাই ঠিক, বগলে

গুলি খেয়েছে রূপা। যেখানে শেষ হয়েছে আর্মার, তার এক ইঞ্চি ওপরে।

'রূপা! রূপা!'

সাড়া নেই। রূপা অনড়। ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে পুরো আর্মার ভিজে উঠেছে। বাঁ হাতে স্ট্র্যাপ খুলে এটা সরিয়ে রাখল রানা, ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ভালমত পরীক্ষা করল ক্ষতটা। মুখ কালো হয়ে উঠল, অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না। আজাদ ও রকির চেহারাও শুকিয়ে উঠেছে। বোকার মত চেয়ে আছে ওরা।

অন্তত দেখে তাই মনে হয়। 'রূপা!' ব্যস্ত গলায় ডাকল ও।

এবারও রূপা নিরুত্তর। অনড়। আঙুল দিয়ে ক্ষতটা খুঁজে বের করল রানা—মখমলের মত মসৃণ চামড়ায় নিখুঁত গোল একটা ফুটো। বগলের খানিকটা নিচে। আলোয় ফরসা চামড়ার ওপর গাঢ় রক্তের বড়সড় এক ফোঁটার মত লেখাচ্ছে ওটাকে। ভেতরে চলে গেছে গুলি, কোথায়, কে জানে!

হঠাৎ করে কেঁপে উঠল মেঝে। আওয়াজটা আগেরবারের মত ভয়াবহ শোনাল না, তবে চলল অনেকক্ষণ ধরে। একসময় আওয়াজ থামল, পরক্ষণে ভারী পাথর আছড়ে পড়ার শব্দ কানে এল, ওদের ফেলে আসা পথের কোথাও থেকে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে এল রানার। ঝট করে পিছনদিকটা একপলক দেখে নিয়ে বলল, 'আজাদ! জলদি দেখে এসো রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল কি না।'

নির্দেশটা পুরো হওয়ার আগেই ঝড়ের বেগে ছুট লাগাল বিশালদেহী কমান্ডো, রকিও গেল পিছন পিছন। রূপার দিকে তাকাল রানা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে ওর। 'রূপা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, রূপা!'

কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, একভাবে পড়ে আছে ও। শুধু বুকের ধীরগতির ওঠানামা দেখে বোঝা যায় বেঁচে আছে, মরেনি এখনও। ওর মাথা ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিল রানা। 'রূপা, চোখ খোলো।'

কয়েকবার ডাকতে কাজ হলো, বন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল রূপার। উৎসাহ পেয়ে ওর দুই গালে কয়েকটা হালকা চাপড় লাগাল রানা। এইবার চোখ মেলল ও। 'রূপা!' ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকল রানা। 'রূপা!'

শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল রূপা, চোখের মণি ঘুরছে ধীরে ধীরে। রানার মুখের ওপর স্থির হলো। দৃষ্টি ভাবহীন। 'রূপা!'

চোখের পাতা কেঁপে উঠল, এক চিলতে হাসির আভাস দেখা দিল ওর রাবারের মত ঠোঁটে। 'জোরে বলো, রানা। শুনতে পাচ্ছি না।' অনেক দূর থেকে কথা বলছে যেন রূপা।

স্বস্তির বন্যায় প্লাবিত হলো রানা। 'হাঁটতে পারবে?'

'তুমি বললে দৌড়াতেও পারব।'

ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এল রানা। 'খুব কষ্ট হচ্ছে?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল।

জোর করে হাসল রূপা। 'মার্ভে লেগেছে গুলি।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

আশ্বস্ত হলো ও, হঠাৎ করে সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'উঠে পড়ো!' কঠিন গলায় বলল। 'হারি আপ! গুহা ধসে পড়তে যাচ্ছে, এখনই বের হতে না পারলে সবাইকে মরতে হবে। ওঠো!'

ধরে ওকে বসাল রানা, ক্ষতস্থানে যাতে ব্যথা না লাগে, সেদিকে খেয়াল রেখে দাঁড় করাল। ঠিক তখনই আবার কেঁপে উঠল টানেল। এত জোরে যে রূপা তো বটেই, রানাও তাল হারিয়ে ফেলল। কোনমতে সামলে নিয়ে রূপাকে ধরে ফেলল ও, এদিক-ওদিক তাকাল ভয়ে ভয়ে। মেঝে, দেয়াল, ছাত, সব কাঁপছে থর থর করে।

রূপার আঘাতের কথা ভুলে গেল রানা, একটানে ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে শ্যাফটের দিকে ছুটল। কিন্তু পাঁচ কদমের বেশি যাওয়ার সুযোগ হলো না, ভয়াবহ বজ্রপাতের মত কান ফাটানো এক বিস্ফোরণ ঘটল সামনে, তারপরই শত শত টন পাথরের আছড়ে পড়ার বজ্রাঙ্গে হিম করা শব্দ কানে এল। কয়েক মুহূর্ত পর শ্যাফটের দিক থেকে ঘন ধুলোর মেঘ উড়ে আসতে দেখে থমকে গেল ও।

বুঝে ফেলেছে, শেষ পর্যন্ত সর্বনাশটা ঘটেই গেছে। ধসে পড়েছে টানেল।

আট

ধীরে ধীরে কমে এল ভেতরের সমস্ত কোলাহল, নীরবতা নেমে এল গুহার মধ্যে। কেবল ধুলোর গুঁড়াগুঁড়ি ছাড়া কোথাও নড়াচড়ার কোন আভাস নেই।

এক হাত খানিকটা তুলে বাহুতে নাক চেপে রেখেছে মাসুদ রানা, ধুলোর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। অন্য হাতে ধরা ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল। সামনে এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে ধুলো, ধোঁয়ার মত।

অবশ্য ঘনত্ব কমে এসেছে, একটু একটু করে পাতলা হতে শুরু করেছে এখন, নতুন করে অবস্থান নিচ্ছে গুহার মেঝেতে। ওর ভেতর দিয়ে গিয়ে ওপাশের কিছু একটার ওপর পড়ল ফ্ল্যাশলাইটের চওড়া বীম।

গুহার ধসে পড়া ছাত হবে বোধহয়। হ্যাঁ, তাই। ছোট নুড়ি থেকে বড় বড় পাথর খণ্ড খসে পড়েছে ওপর থেকে, ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কর্নিয়া মস্তিষ্কে যে বার্তা পাঠাচ্ছে, তা বিশ্বাস করতে চায় না মন। ওর পাশে দাঁড়ানো রূপা কেশে উঠল, পরক্ষণে ওর দম আটকে আসার শব্দ শোনা গেল।

'হায়, খোদা!' বলল ও। 'এখন...?'

'দাঁড়াও, দেখি।' অন্যমনস্কের মত চোখ কুঁচকে এগোল রানা, পথ জুড়ে থাকা দুর্ভেদ্য, নিরেট দেয়ালটা ভাল মত পরখ করে দেখল। তারপর অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে মাথা দোলাল হতাশ ভঙ্গিতে। মুখ দিয়ে 'চক্!' জাতীয় শব্দ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'নিরেট নাকি?' রূপা প্রশ্ন করল।

'একদম নিরেট।' রকি আর আজালের সাড়া নেই কেন? ভাবল ও, সময় থাকতে বেরিয়ে যেতে পেরেছে ওরা? নাকি...বিজিরি সন্দেহটা মন থেকে দূর করে দিল। নিশ্চয়ই পেরেছে।

ভেতরের পরিস্থিতি দেখে তিনটে সম্ভাবনার কথা মনে জাগল ওর। এক, সামনের স্তূপটার মত আরেক স্তূপের তলায় পড়ে টিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারে ওরা যে কোন মুহূর্তে, নয়তো ওটা কোনমতে অতিক্রম করে ওপাশে গিয়ে সামনে কোথাও অন্য এক ধসের সামনে পড়তে পারে, আর নয়তো দু'চারদিন ধরে পাথর খাবলে-খুবলে সরিয়ে একটা পথ কোনমতে তৈরি করে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা নিয়ে ভেবে দেখতে পারে। হয়তো...রূপার স্বপ্নে ওর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল।

'এবার কি?'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিন্তা ঢুকেছে মাথায়। 'খুব বেশি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।'

'তাহলে কি হতে হবে?' রূপা বলল।

'আশাবাদী, অবশ্যই!' মাথা ঝাঁকাল। একটু হাসিও ফোটাল মুখে। 'আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকে মানুষ। এই যেমন তোমার কথাই ধরো, গুলি খেয়েও তুমি আশা করছ বেঁচে যাবে। করছ না? আমার ব্যাপারটাও তেমনি। সেই কবে থেকে আশা করে বসে আছি তোমাকে বউ করে ঘরে তুলব, তারপর হাতি দুয়েক বাচ্চার...' ওর হরিণ দু'চোখ পটলের আকৃতি নিতে শুরু করেছে দেখে ব্রেক কষল ও। 'কি হলো, ভূত দেখতে পেয়েছ নাকি?'

চেহারায় রাগ ফোটাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল রূপা। 'এর মধ্যেও ফাজলামো?'

অবাক হওয়ার ভান করল ও। 'ফাজলামো! দুটো সত্যি কথা বলছি, এর মধ্যে ফাজলামো দেখলে কোথায়? সত্যি, রূপা, কসম করে বলছি, তুমি যখন হাসো না, তখন...'

'থামবে তুমি!' রীতিমত ধমকে উঠল রূপা। 'সোহানাদি শুনলে পরে...'

'ও, ওর ভয়েই বুঝি এতদিন...'

'চুপ করবে তুমি!'

'আরে, আরে, করো কি?' আঁতকে উঠল রানা। 'চেঁচিয়ো না বেশি জোরে আওয়াজ করলে নতুন করে ধস শুরু হয়ে যেতে পারে। এবার হয়তো সরাসরি আমাদের মাথার ওপরেই পড়বে।'

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

পলকে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল রূপার। চট করে ওপরদিকে একনজর তাকিয়ে জায়গা ছেড়ে কয়েক পা দূরে সরে গেল। ক্রুদ্ধ চোখে দেখছে রানাকে।

'যাকগে ওসব, কি যেন বলছিলাম?' যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে বলল রানা। 'ও হ্যাঁ, হতাশ না হওয়ার ব্যাপারে বলছিলাম। ব্যাপারটাকে তুমি এভাবে দেখো, হয় অন্য কোন পথে এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা, আর নয়তো...'

'নয়তো?' রাগ ভুলে গেল রূপা।

'আরেকবার দানের মুখোমুখি হব, আরেকবার লড়ব, এবং তাতে আমরা জয়ী হব।'

আধো আলো, আধো অন্ধকারে সঙ্গিনীর ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখল রানা। 'এত আস্থার সাথে বলছে কিভাবে?' প্রশ্ন করল সে।

'আমার ধারণা এই টানেলের শেষ আছে কোথাও, নইলে ও ব্যাটা এরমধ্যে কিছুতেই ঢুকত না,' রানা বলল।

'না হয় থাকলই শেষ, তাতে কি? কি করে বুঝব লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে নতুন অ্যামবুশের মুখে পড়ব না আমরা?'

'সে সম্ভাবনা খুব কম,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল ও। মনে হলো রূপাকে নয়, যেন নিজেকেই বিশ্বাস করাতে চায় কথাটা।

'অথবা সে পথও তো আটকে গিয়ে থাকতে পারে এভাবে!' সামনের নিরেট প্রতিবন্ধক ইঙ্গিত করল রূপা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল ও। 'রূপা, আমি একটার পর একটা আশার পথ খুঁজছি আর তুমি ওগুলোর কফিন তৈরি করে চলেছ। এবার দয়া করে ক্ষান্ত দাও।'

ঠোঁট টিপে হাসতে যাচ্ছিল রূপা, কিন্তু রানা হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে এখনই হয়তো নতুন করে ওর রূপের বর্ণনা শুরু করবে ভেবে দ্রুত গম্ভীর হয়ে গেল।

'আসল কথা হচ্ছে, বের হওয়ার পথ কোথাও যদি না-ই থাকে,' রানা বলল, 'তাহলে দানও আটকা পড়ে মরবে আমাদের সাথে। সে ক্ষেত্রে সম্মেলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না লোকটা। তার অন্য অর্থ হচ্ছে আমাদের বিজয়। ইতিহাসে লেখা হবে, আমাদের মিশন সাকসেসফুল।'

'দারুণ বলেছ!' বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে তাকাল রূপা।

হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। হাত বাড়িয়ে ওর থুতনি ধরে নিজের দিকে ফেরাল। 'ঘাবড়িয়ো না। যত কঠিনই হোক, এই নরক থেকে একসময় ঠিকই বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

অন্য সময় হলে হয়তো ঝটকা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিত বা নিজে দূরে সরে যেত, কিন্তু এ মুহূর্তে সে ধরনের কিছুই করল না রূপা, বরং ওর চোখে চোখ রেখে ভরসা খুঁজল। এইমাত্র যে মাসুদ রানা কথা বলেছে, রূপা জানে সে সম্পূর্ণ

ভিন্ন মানুষ—একেবারেই আলাদা। ওর এই রূপটিকে প্রীতিমত শ্রদ্ধা করে ও।

হাসি ফিরিয়ে দিল রূপা। 'আমি জানি,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল।

আলো ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা, আস্তিনে কপাল মুখ মুছে বলল, 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি। বের হওয়ার একটা না একটা পথ আছেই। কাজেই এখন পথটা খুঁজে বের করতে হবে, দানকে যে করে হোক ঠেকাতে হবে।'

নীরবে মাথা দোলাল রূপা।

'চলো, পিছনদিকে একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক। তুমি হাঁটতে পারবে তো? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

ক্ষতস্থানের ওপর আলতো করে হাত বোলাল ও। 'একটু কমেছে মনে হচ্ছে। হাঁটতে পারব, চলো।'

শ্যাফট ধরে পিছনদিকে চলল দু'জনে, রূপার গুলি খাওয়ার জায়গাটা পেরিয়ে এল। সামনে মোসাদের এজেন্টদের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে, সেদিকে কিছুটা এগোল। তারপর থমকে দাঁড়াল চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনে। এদিক-ওদিক তাকাল রানা, কোত্থেকে আওয়াজ আসছে?

আবার শোনা গেল ওটা—একটু একটু চড়ছে, খানিক পর থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার। মানুষটা যে-ই হোক, গলার স্বর বেশ মিষ্টি লাগল ওর কানে। মিষ্টি এবং স্পষ্ট। অন্য কোন পরিবেশে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে ওটা চমৎকার এক গানের গলাও হতে পারত, হয়তো। এখন শোনাচ্ছে আহত পশুর গোঙানির মত।

সামনের মৃতদেহগুলোর দিকে তাকাল রানা, আলো ফেলে দেহগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। ওর মধ্যেই কেউ বেঁচে আছে, মরেনি। অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কে সে?

হঠাৎ কি খেয়াল হতে চট করে ফ্ল্যাশলাইটের সুইচ অফ করে দিল ও, রূপার হাত ধরে চাপা গলায় বলল, 'শব্দ কোরো না। দেয়ালের দিকে চলো।'

এবড়োখেবড়ো, কর্কশ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ওরা। ওয়ালথার ধরা ডান হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর তুলে রেখেছে রানা, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে গুলি ছোঁড়া যায়। কান পাতল।

ওটা সত্যিই কোন আহতের গলা? নাকি ফাঁদ?

আবার উঠল আওয়াজ, ঘাড়ের কাছের খাটো খাটো সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল, ওদের। পাকস্থলীতে কেমন শিরশিরে অনুভূতি জাগল। ওই গোঙানি নকল হতে পারে না, খানিক পরনিশ্চিত হলো রানা। অসম্ভব! কাজেই ফাঁদ নয় ওটা।

কান খাড়া করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, ওটার সাথে আরও কিছু আছে কি না; অন্য কারও গলা বা পায়ের শব্দ, শোনার চেষ্টা করল।

নেই। তবু ঝাড়া এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর রূপাকে জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে খানিকটা বাঁয়ে এগোল। বাঁ হাত লম্বা করে দিয়ে

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ফ্লাশলাইট অন করল। না, গুলি করল না কেউ আলো সই করে। ভেতরের আওয়াজের কোন তারতম্যও ঘটল না। আগের মতই আছে।

নিশ্চিত হয়ে নির্ভয়ে এগোল ও শব্দ লক্ষ্য করে, রূপা অনুসরণ করল। চারটে মৃতদেহ পড়ে আছে সামনে, এক এক করে সবক'টার ওপর আলো ফেলল রানা। শেষ দেহটার ওপর উজ্জ্বল আলো পড়তেই কালো রঙের কি যেন পড়াতে দেখা গেল। রক্ত! বেশ মোটা ধারায় গুহার পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে। দেহটা ছোটখাট।

সেদিকে এগোল ও, দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়াল। আঙুল রাখল গলার রগের ওপর। পালস্ আছে, তবে দুর্বল এবং দ্রুত। আরও কি যেন আছে লোকটার চেহারায়। ঝুঁকে ভাল করে তাকাল ও। দাড়ি গোঁফের আভাস পর্যন্ত নেই তার মুখে। মাথা ঝাঁকাল রানা—অর্থাৎ এ-ও মেয়ে।

অল্পবয়সী। খুব বেশি হলে ষোলো বছর হবে বয়স। মুখটা প্রায় জলপাই আকৃতির, সুন্দর চেহারা। মাথায় ঘন, কুচকুচে কালো চুল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে রঙের চেহারার পটভূমিতে কালো চুল শোকের আবহ সৃষ্টি করতেই যেন ছড়িয়ে আছে।

আলো টের পেয়ে অনেক কষ্টে চোখ মেলল মেয়েটা, কিন্তু চোখের মণি স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে। চকচক করছে দৃষ্টি। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক হলো তার, মনে হলো কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না, কষা বেয়ে একদলা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কাশি দিল মেয়েটা, গোটা দেহ ঝাঁকি খেল। তীব্র যন্ত্রণায় চেহারা কুঁচকে উঠল, পরক্ষণে আরেক ঝাঁকির সাথে স্থির হয়ে গেল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রূপা, বিড়বিড় করে দানের উদ্দেশে বলল, 'পারভার্টেড বাস্টার্ড!'

'ওর কন্ট্রোলাররা আরও বড় বাস্টার্ড,' মন্তব্য করল রানা। 'দানের যৌনবিকৃতি চরিতার্থ করার ইন্ধন হিসেবে এইসব কচি কচি মেয়ে ওরাই রিক্রুট করে।'

উঠে পড়ুক ও, তার আগে আলতো করে মেয়েটার চোখের পাতা বুজিয়ে দিল। আলো ফেলে অন্য দেহগুলোও পরখ করল। না, আর মেয়ে নেই। সবাই পুরুষ, এবং বেশ আগেই মরেছে ওরা। শ্রাগ করল রানা। ঠিক শ্রাগ নয়, অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। শীতল একটা অনুভূতি ছেঁকে ধরেছে ওকে। একটা সম্ভাবনা মনে জেগেছে, ওর অনুচ্চারিত কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে রানা। কিছু সন্দেহের সমাধানও পেয়ে গেছে।

এখানেই কোথাও আছে দান। রানার অপেক্ষায়।

ধরো ওকে, নিজেকে নির্দেশ দিল রানা। শেষ করে দাও।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ও, রূপাকে বিস্মিত করে দিয়ে দীর্ঘ পায়ে গুহার ফেলে আসা ব্রাঁকের দিকে এগোল। ওর প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর আস্থা

দেখতে পেল রূপা। 'কোথায় যাচ্ছ?' চাপা গলায় প্রশ্ন করল ও।

জবাব দিল না রানা। সোজা বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াল। 'দান!' হাঁক ছাড়ল গলা চড়িয়ে।

সাড়া নেই। ওরই ডাকের প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ঘা খেয়ে।

'দান! শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি!' জবাব এল, সঙ্গে চাপা হাসি।

'বেরিয়ে এসো! লুকোচুরি খেলে আর লাভ নেই, ধরা পড়ে গেছ তুমি। ভালয় ভালয় সারেন্ডার...' লোকটার বিকট অট্টহাসি শুনে থেমে গেল রানা। গুহা কাঁপছে হাসির দমকে।

'কার কাছে সারেন্ডার করব, মাসুদ রানা?' বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল সে। 'তোমার কাছে? এতই যদি পারো, তাহলে এগিয়ে আসছ না কেন? এসে ধরে নিয়ে যাও আমাকে।'

'ধরা দিলে হয়তো বেঁচে যাবে তুমি,' বলল ও। 'জীবন চোদ্দ শিকের মধ্যে কাটালেও প্রাণে বাঁচবে। জানো তো, অপরাধ যত কঠিনই হোক, এদেশে মৃত্যুদণ্ডের রেওয়াজ নেই।'

'তা জানি,' আবার হেসে উঠল কাদাল। 'কিন্তু আমার রেওয়াজ অন্যরকম। ধরা দিই না আমি। হিম্মত থাকে তো ধরে নিয়ে যাও।'

আরও দু'পা এগোল রানা, চোখ কুঁচকে বাঁকের ওপাশটা দেখার চেষ্টা করল। যতদূর দেখতে পেল, তাতে মনে হলো ওটা মাঝারি আকারের রুমের মত। ওরা যেখানে আছে, সেখানকার তুলনায় আলো বেশি ওখানে। ছাতে খুব সম্ভব ফোকর বা ফাটল আছে, আলো আসছে ওপর থেকে। অর্থাৎ মুক্তির পথ ওখানে হয়তো একটা আছে। অন্তত সম্ভাবনা আছে থাকার।

কিন্তু...দান...ও কি আহত? নইলে পথ থাকতেও বসে আছে কেন? কি ধরনের অস্ত্র আছে ওর কাছে? আর কেউ আছে লোকটার সাথে? সম্ভাবনা কম, সঙ্গী থাকলে এক জায়গায় বসে থাকত না দান, এগিয়ে আসত। আবার এ-ও হতে পারে ভেতরে আটকা পড়ে আছে, বের হতে পারছে না। দেখা দরকার।

পিছিয়ে এল রানা, রূপাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে কাছে ডাকল। পা টিপে এগিয়ে এল ও। 'আমি ভেতরে যাচ্ছি,' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল রানা। 'তুমি আমাকে কাভার দাও।'

বিনা দ্বিধায় রাজি হলো রূপা, কাঁধ থেকে নিজের এম-সিক্সটিন নামিয়ে সুবিধেজনক জায়গা দেখে পজিশন নিল। ওকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল রানা, তারপর দৌড় শুরু করার ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলো। ওয়ালথার ডান হাতে ধরা। মাথা ঝাঁকিয়ে রূপাকে ইঙ্গিত করল ও। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এম-সিক্সটিন, বিকট শব্দে গুহা কেঁপে উঠল।

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

ঝেড়ে দৌড় লাগাল রানা ডানদিক ঘেঁষে, বাঁ দিক দিয়ে গুলি করছে রূপা। রানার জানা আছে, রুম হোক আর যা-ই হোক, ওখানে খোলা জায়গায় থাকবে না লোকটা, থাকবে ঢোকার মুখেই। তাই ঢুকেই ডানে-বাঁয়ে দেখে নিল। নেই। না, আছে। ডানদিকের পাথরের দেয়ালের খানিকটা জায়গা শিরার মত ফুলে আছে ওর আড়ালে।

প্রথমেই দেখতে পেলে সামাল দিতে পারত রানা, কিন্তু পারেনি। যখন পেল, দেরি হয়ে গেছে। ওর ডান হাতের কবজিতে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মেরে বসল লোকটা। উড়ে গেল ওয়ালথার। কিন্তু শত্রুকে চমকে দেয়ার যে তৃপ্তি, তা পুরোপুরি পেল না দান।

চপটা মেরেই ওর কাঁধ সই করে হাতের মেশিনগান চালিয়েছিল সে, ঝট করে বাঁ হাত তুলে ঠেকিয়ে দিল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় অবশ হয়ে এল হাত, চোখে ঘন অন্ধকার দেখল। কিন্তু তাতে ওর হেভিওয়েট আপার কাট ঠেকল না, আঘাতটা লাগার সেকেন্ডের মধ্যে দানের থুতনিতে ক্র্যাশ ল্যান্ড করল ওটা, 'খটাশ' করে তার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ উঠল।

ঘুসিটা এত শক্তিশালী ছিল যে দানের মত বুনো মোষও টলে উঠল। কিন্তু একটা ধরে নিজেকে ঠেকানোর জন্যে অন্ধের মত বাঁ হাত বাড়াল সে। সুযোগটা ষোলো আনা কাজে লাগাল রানা, বিদ্যুৎগতিতে এক পা এগিয়ে লোকটার সোলার প্লেক্সাসে মারল পরের ঘুসিটা। কিন্তু সুবিধের হলো না মারটা, শরীর ঘুরিয়ে আঘাতটা ডান পাঁজরে নিল দান। দু'হাতে তার মেশিনগান আঁকড়ে ধরল রানা, হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল। তবে ওটা ধরে রাখার সুযোগ পেল না। আসল জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে মরিয়া হয়ে উঠল দান, মাথা আগে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পেটের ওপর।

তলপেটের নরম হাড়ে বেকায়দা গুঁতো খেয়ে আরেকবার আঁধার দেখল ও, পরক্ষণে ল্যাং খেয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। মেশিনগান উড়ে গেল মুঠো থেকে, দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল, সেখান থেকে ছিটকে চলে গেল দূরে। ওটার দিকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল দান, পায়ে পা বাধিয়ে ফেলে দিল রানা ওকে।

বুক, পেট আর থুতনি দিয়ে সড়াম করে পড়ল লোকটা। লাফিয়ে উঠল ধুলো, থরথর করে কেঁপে উঠল গুহা। পড়েই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে, হাঁটু ভাঁজ করে কারাতে ফাইটারের পোজ নিল। রানা তার আগেই উঠেছে, দেখাদেখি ও-ও পোজ নিল। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল দু'জনে, দানের চোখে কোণঠাসা হায়েনার দৃষ্টি। গলা দিয়ে ক্রুদ্ধ বুনো জন্তুর মত আওয়াজ বের হচ্ছে। ঠোঁট সরে গেছে দাঁতের ওপর থেকে।

কয়েক সেকেন্ড পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘুরল দু'জনে, তারপর আচমকা একযোগে সামনে ঝাঁপ দিল—জড়িয়ে পড়ল ভয়াবহ, মরণপণ যুদ্ধে। মারের নানারকম শব্দ উঠতে লাগল সেকেন্ডে সেকেন্ডে, ধুলায় দেখতে দেখতে আঁধার

হয়ে উঠল গুহা। রক্তে একাকার হয়ে উঠল দু'জনের চেহারা, মুখ ফুলে বেলুন।

মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে লড়ছে ওরা, দুই সমান শক্তিশালী, সমান অভিজ্ঞ যোদ্ধা। একে অন্যের ওপর নিজের শক্তি খাটাচ্ছে, অন্যের শক্তিকে তারই বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

অবশেষে এক সময় পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ল ওরা, রানার গলা-সই করে কারাতের স্ট্রো ছুঁড়ল দান। খুন করার প্রয়োজনে ওরকম স্ট্রো ছোড়ে কারাতে ফাইটাররা। লাগলে গলার নরম কার্টিলেজ চুরমার হয়ে যেত রানার, মৃত্যু হত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কিন্তু দানের আশা পূরণ হলো না, ঠিক ওই বিশেষ মার ঠেকাবার যে বিশেষ কৌশল আছে, তাই প্রয়োগ করল রানা।

চট্ করে থুতনি নিচু করে মুখ ঘুরিয়ে চোয়ালের ওপর নিল মারটা। ঘুসির চোটে চোখের সামনে সবকিছু দুলে উঠল ওর, দেহ টলে উঠল। ওলট-পালট হয়ে গেছে খিলু। শত্রু দুর্বল হয়ে পড়েছে ভেবে উল্লাসে অদ্ভুত এক হুঙ্কার ছাড়ল দান, ছুটে এল ডিফেন্স নেয়ার কথা ভুলে, এবং ওটাই ছিল তার জীবনের শেষ ভুল।

নিজেকে যতটা দুর্বল দেখাতে চেয়েছিল রানা, তার অর্ধেকটাই আসলে অভিনয়। লোকটা নাগালের মধ্যে পৌঁছতেই তার দু'পায়ের ফাঁকে মোক্ষম এক লাথি ঝেড়ে দিল ও। 'ঘ্যাক' করে উঠে দু'ভাঁজ হয়ে গেল দান, দম বন্ধ করে ব্যথা হজম করার চেষ্টা করতে লাগল। দু'চোখ এত বড় হয়ে উঠেছে, মনে হলো এখুনি বুঝি কোটর ছেড়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

লাথিটা মেরেই পিছিয়ে এসেছিল রানা, দানের দুরবস্থা দেখে খুশি হলো। আচমকা শূন্যে লাফিয়ে উঠে তার বুকে জোড়া পায়ের সাইড কিক মারল ও। ডান পজাল যেন লোকটার, উড়ে গিয়ে পিছনের দেয়ালে আছড়ে পড়ল ভীষণ জোরে, পরমুহূর্তে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে ফ্লোরে। কাজ হয়ে গেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু না, পড়েই টান মেরে কোমরে গোঁজা প্রকাণ্ড এক ড্যাগার বের করে স্প্রিঙের মত উঠে দাঁড়াল দান। ওটা মাথার ওপর তুলে ধরল ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে।

থমকে গেল রানা। মাত্র ছয় ফুট দূরে আছে লোকটা। ড্যাগার ছোঁড়ার ব্যাপারে অক্সপার্ট হলে মিস করার চান্স প্রায় নেই। এদিকে ও নিরস্ত্র। অস্ত্র পড়ে আছে নাগালের বাইরে, কাদালের মেশিনগানটাও। কিন্তু তোমার উপায় নেই।

ড্যাগার ধরা ডান হাত পিছনে যতদূর যায়, নিয়ে গেল হিট টাম লীভস। এখনই ছুঁড়ে মারবে। প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, লোকটার কাঁধের পেশীতে টান পড়তে দেখলেই লাফ দেবে।

টান পড়ল।

লাফ দিল রানা।

একই মুহূর্তে গুলি হলো। কান ফাটানো শব্দে গুহা কেঁপে উঠল। পিছন থেকে রূপা গুলি করেছে। ওর এম-সিক্সটিনের সিঙ্গল বুলেট ছিন্নভিন্ন করে দিল দানের

PROTECTED

~*SumoN*~ Email: anmsumon@yahoo.com Web: http://anmsumon.tk

মাথাটাকে। টকটকে লাল আর ধূসর রঙের পদার্থ ছিটকে উঠল শূন্যে। গুলির ধাক্কায় মুণ্ডহীন ধড়টা এক পা পিছিয়ে গিয়ে উল্টে পড়ল, ভেতর থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে আসা রক্তে ভেসে যেতে লাগল মেঝে।

ঘুরে তাকাল রানা, বাঁকের মুখে দাঁড়ানো রূপার সাথে চোখাচোখি হলো। ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে আছে ওর। রিকয়েলের ধাক্কায় গুলি খাওয়া জায়গায় ব্যথা পেয়েছে নিশ্চয়ই। ওয়ালথারটা তুলিয়ে নিয়ে দ্রুত ওর দিকে এগোল রানা। রাইফেল নামিয়ে নিল রূপা, কাঁপা পায়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল।

'রূপা!'

ওর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হাসি হাসল রূপা। পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। মৃদু গলায় জানতে চাইল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'নাহ! বেঁচে থাকার আনন্দের কাছে হেরে গেছে সব কষ্ট।'

মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল গুহা, রূপার নিঃশ্বাসের মৃদু ঘড়ঘড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'আর চিন্তা নেই,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলে উঠল রূপা। 'এবার এখান থেকে বের হওয়ার একটা পথ ঠিকই খুঁজে পাব আমরা।' রানার দিকে ফিরে অর্থহীন হাসি হাসল। 'কি বলো?'

'নিশ্চয়ই!' জোর দিয়ে বলল ও। ভেতরে আলো কোন পথে আসছে, দেখার চেষ্টা করল মুখ তুলে। মন দমে গেল ওটা দেখে—বড়জোর তিন বাই ছয় ইঞ্চি একটা ফুটো ওটা, ছাদের গায়ে। ওদের নাগালের অনেক দূরে।

'ক'টা বাজল, রানা?'

ঘড়ি দেখল ও। 'সাড়ে চারটা। চলো যাই। বেরোবার পথ খুঁজতে হবে।'

'চলো।'

ওকে ধরে দাঁড় করাল রানা, কাঁধ থেকে রাইফেলটা নিয়ে ফেলে দিল। 'এটার আর প্রয়োজন নেই। ও হ্যাঁ, আবারও আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ, রূপা।'

পা বাড়াল ওরা। 'তুমি আমারটা বাঁচিয়েছ, আমি তোমারটা, শোধবোধ। এ জন্যে ধন্যবাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই।'

লম্বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। মিশন একশো ভাগ সফল হয়েছে ওর। অর্থাৎ নির্বিঘ্নে সময়মত শুরু হতে যাচ্ছে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন। এখন কোন অজুহাতেই ইসরাইল তাতে যোগ দেয়া এড়াতে পারছে না, আসতেই হবে ওদের প্রধানমন্ত্রীকে।

তার না আসার অজুহাত যে সৃষ্টি করতে পারত, সে অস্তিত্ব হারিয়েছে। ইউরি দান এখন কেবল মোসাদের নথিপত্রে আছে, বাস্তবে নেই।

বাঁক ঘোরার আগে একটু থামল রানা, দানের মুণ্ডহীন ধড়টা দেখল কিছুক্ষণ।

কি ভেবে মাথা দোলাল আপনমনে, তারপর ঘুরে পা বাড়াল।

এক হাতে দুর্বল রূপাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ওর ওপর নিজের ভর ছেড়ে দিয়ে রূপাও নিশ্চিন্ত।

মুক্তির পথের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে ওরা দুই মানব-মানবী। পথ আছে কিনা জানা নেই, কিন্তু তা নিয়ে ওদের কারও কোন মাথাব্যথা আছে বলেও মনে হলো না। কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রকি ও আজাদের দূরাগত, চাপা ডাক শুনতে পেয়েছে।

'মাসুদ ভাই!' আজাদ ডাকল। 'এদিকে আসুন। বের হওয়ার পথ পাওয়া গেছে।'

'সোজা চলে আসুন।' এবারের গলাটা রকির। 'আমরা অপেক্ষা করছি।'

চোখাচোখি হলো রানা ও রূপার। হাসল দু'জনে। এগিয়ে চলল মুক্তির পথে।

***

PROTECTED

human

A lonely man in the crowded planet